CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 January, 2021 ■ আগরতলা, ৫ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ২০ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

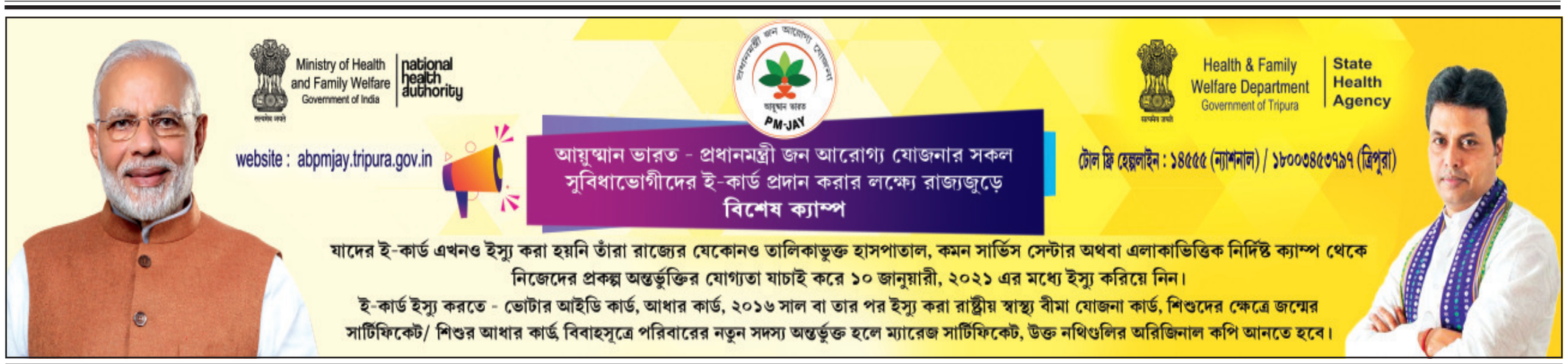

বৈঠকে ঐক্যমত্য অধরা, নিজেদের দাবিতে অনড় কৃষক সংগঠনের নেতারা

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি (হি. স.)।। আশা জাগিয়েও শেষ রক্ষা হল না। নিষ্ফলা থেকে গেল দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে কৃষক সংগঠনগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈঠক। এখন সবার নজর ৮ জানুয়ারির পরবর্তী বৈঠকে।

বৈঠক শেষে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৃষক নেতা রাকেশ টিকিয়াইত জানিয়েছেন, ৮ জানুয়ারি সরকার পক্ষের সঙ্গে ফের বৈঠকে বসা হবে। তিনটি কৃষি আইন এবং ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যই হবে ওদিনের বৈঠকের মূল বিষয়। আইন প্রত্যাহার না করলে বিক্ষোভ চলবে।

বৈঠকে উপস্থিত থাকা অপর কৃষক নেতা তথা সর্বভারতীয় কিষাণ সভার সাধারণ সম্পাদক হান্নান মোল্লা জানিয়েছেন, সরকার চাপে রয়েছে। কৃষি আইন প্রত্যাহার করতেই হবে। বৈঠকে সমবেতভাবে কৃষক সংগঠনগুলি এই দাবি সরকার পক্ষের কাছে করেছে। কৃষি আইন প্রত্যাহার করা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করতে চাই না সরকারের সঙ্গে। কৃষি আইন প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত বিক্ষোভ চলবে।

কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর জানিয়েছেন, নতুন তিনটি কৃষি আইনের প্রতিটি অনুচ্ছেদ ধরে কৃষক সংগঠনগুলিকে আলোচনা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কৃষক সংগঠনগুলির আইন প্রত্যাহারের দাবিতে অনড় থাকায় কোন সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসেনি। পরবর্তী বৈঠক সদর্থক হবে এই আশা প্রকাশ করা যায়। সেই বৈঠকে রফা সূত্র বেরিয়ে আসবে।

ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নের নেতা যুদ্ধবীর সিং জানিয়েছেন, নতুন কৃষি আইনের প্রতিটি অনুচ্ছেদ ধরে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন কৃষিমন্ত্রী। কিন্তু কৃষক সংগঠনগুলির থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় অবিলম্বে নতুন তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে হবে। সরকার সংশোধনের প্রস্তাব দিলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়।

এদিকে, কৃষি আইন নিয়ে সমাধানসূত্র বের করার জন্য দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে শুরু হয়েছে সপ্তম রাউন্ডের বৈঠক। সোমবার দুপুরে বিজ্ঞান ভবনে শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পণ্যবোঝাই বলেরোর ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু দামছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। রাজ্যে যান সন্ত্রাস অব্যাহত। এর ফলে মৃত্যু-মিছিলও বাড়ছে। আজ সোমবার উত্তর জেলার অন্তর্গত দামছড়ার নরেন্দ্রনগর এলাকায় সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহতকে ছয় বছরের জেরেমি হালাম বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, দামছড়া অভিমুখে প্রচণ্ড গতিতে আসছিল মাল বোঝাই টিআর ০৫ এ ১৭৬৭ নম্বরের একটি বলেরো গাড়ি। এর ধাক্কায় ছিটকে পড়ে ছয় বছরের শিশু জেরেমি। সঙ্গে সঙ্গে গুরুতর আহত জেরেমিকে উদ্ধার করে দামছড়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গেছে, মৃত শিশুপুত্রের বাবা জগৎলাল হালাম অনেক আগেই প্রয়াত হয়েছেন। তার মা রুয়াতি হালাম (৩২) একজন পোস্টমাস্টার। একমাত্র শিশু সন্তানের আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি শোকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের সব স্কুলে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর ক্লাস শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। সোমবার থেকে রাজ্যের সবকটি স্কুলে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। এর আগে পর্যায়ক্রমে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পঠন-পাঠন শুরু হয়।সোমবার রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্কুল সহ অন্যান্য স্থানের স্কুলগুলিতে ও পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি লক্ষণীয় ছিল।

উল্লেখ্য করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতির কারণে গত বছরের মার্চ মাস থেকে রাজের স্কুলগুলিতে পঠন পাঠন বন্ধ রাখা হয়।বর্তমানে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হওয়ায় সরকারি নির্দেশ ক্রমেই পঠন-পাঠন পুনরায় শুরু করা হয়েছে।পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয় স্তরে পঠন-পাঠন শুরু করা হলেও এ ক্ষেত্রে যাবতীয় সরকারি বিধি নিষেধ মেনে পঠন পাঠন করা হয়েছে।

সোমবার রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার অনেক সন্তোষজনক ছিল। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে মাস্ক পরিহিত অবস্থায় স্কুলে আসতে হয়েছে।যারা মাস্ক নিয়ে আসেনি তাদেরকে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে মাস্ক সরবরাহ করা হয়। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে রোস্টার পদ্ধতিতে পঠন-পাঠন পরিচালনা করা হবে। পঠন পাঠন চালু করার ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টিও মাথায় রাখা হয়েছে বলে শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

দীর্ঘ নয় মাসের অধিক সময় পর ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয় আসার সুযোগ পাওয়ায় তাদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনাও পরিলক্ষিত হয়েছে। উল্লেখ্য করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে স্কুল গুলি বন্ধ রাখার ফলে ছাত্রছাত্রীরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।অনলাইন পদ্ধতিতে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হলেও রাজ্যের সব ছাত্র-ছাত্রীরা সেই সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে একাংশের ছাত্র-ছাত্রী পঠন-পাঠনের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর নির্দেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোমবার পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর পঠন পাঠন শুরু হয়েছে। তুলসীবতী স্কুলে তোলা নিজস্ব ছবি।

পারিবারিক বিবাদের জেরে দুই ভাই অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাবরুম এর মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় পারিবারিক কলহের জেরে অগ্নিদগ্ধ হয়েছে দুই ভাই। অগ্নিদগ্ধ হয়ে আহতরা হলো শীতল মজুমদার ও উজ্জ্বল মজুমদার। তাদের দু''জনকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে শীতল মজুমদার এবং উজ্জ্বল মজুমদার এর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই পারিবারিক কলহ চলছিল।

পারিবারিক কলহের জেরে এক ভাই অপর ভাইয়ের গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তাতে অগ্নিদগ্ধ হয় দুই ভাই। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। অগ্নিদগ্ধ দুই ভাইকে উদ্ধার করে প্রথমে সাবরুম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এলপিজি সিলিন্ডার পরিবাহী ট্রাকে পাঁচ লক্ষ টাকার বিলাতি মদ বাজেয়াপ্ত চোরাইবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৪ জানুয়ারি।। মেঘালয়ে তৈরি অবৈধ বিলাতি মদ ত্রিপুরায় পাচার করতে গিয়ে আন্তঃরাজ্য সীমান্ত চোরাইবাড়ি (অসম) পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে অগ্রভাগে বড় বড় অক্ষরে 'অন গভটডিউটি' লেখা ইনড্যান মার্কা এলপিজি অর্থাৎ রান্নার গ্যা স সিলিন্ডার পরিবাহী ট্রাক।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, রবিবার রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ চোরাইবাড়ি পুলিশের রুটিন তল্লাশির সময় মেঘালয় থেকে আগত এএস ০১ ডিসি ৯৭৪৭ নম্বরের 'অন গভটডিউটি' লেখা এলপিজি সিলিন্ডার বোঝাই একটি ট্রাক পুলিশ ওয়াচপোস্ট এলাকায় ঢোকার পর সন্দেহ হয় অফিসার ইনচার্জ মিন্টু শীলের। তিনি গাড়িটিকে আটকে তাতে তালাশি চালিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের মেঘালয়ে তৈরি অবৈধ বিলাতি মদের ৪৯৭ কার্টুন উদ্ধার করেন। এগুলির মধ্যে রয়েছে গোল্ডকাফ, ওল্ডমংক, আহিভ, রয়েল স্ট্যাগ ইত্যাদি ব্রান্ডের নকল বিলাতি মদ। তাছাড়া ট্রাকে সামান্য কিছু হিন্দুস্তান লিভার কোম্পানির প্রসাধনী সামগ্রী সহ এগুলোর একটি চালান পাওয়া গেলেও বিলাতি মদের কোনও বৈধ কাগজপত্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত আইনজীবী ভাস্কর দেবরায়ের মাকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। প্রয়াতঃ আইনজীবী ভাস্কর দেবের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়ার জন্য উচ্চ আদালত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করেছে। উল্লেখ্য গত বছর ৭ মার্চ পথদুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন আইনজীবী ভাস্কর দেব রায়। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।জিবি হাসপাতালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজধানীর স্যাটেলমেন্ট কার্য্যালয় সহ রাজ্যের চার জায়গায় ভয়াবহ আগুন, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/চড়িলাম/তেলিয়ামুড়া/ কাঞ্চনপুর, ৪ জানুয়ারি।। ফের অগ্নিকান্ড। কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে রাজ্যের চার জায়গায় আগুনের গ্রাসে বহু সরকারি বেসরকারি সম্পত্তি পুড়ে ছাঁই হয়ে গিয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহরের প্যালেস কম্পাউন্ড এলাকায় রাজস্ব দপ্তরের স্যাটেলমেন্ট কার্য্যালয়ের কয়েকটি ঘরে আগুন লাগে। সোমবার রাত আনুমানিক সাড়ে নয়টায় আচমকা আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যায়। সাথে সাথেই খবর দেওয়া হয় ফায়ার সার্ভিসকে। বিভিন্ন স্টেশন থেকে ৯টি ফায়ার ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। খবর পেয়ে পুলিশও সেখানে পৌঁছে। কিভাবে আগুনের সূত্রপাত তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিন সর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত।

এদিকে, কোনাবন পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ড এর বাসিন্দা জীবন শর্মার বাড়িতে একটি রাবার স্মোকের ঘরে আগুন লেগে যায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সন্ধ্যা ৫ টায় জীবন শর্মার রাবার স্মোক ঘরে হঠাৎ আগুন দেখতে পায়। তারপর বাড়ির লোকদের চিৎকার শুনে এলাকার জনগণ ও যুবকেরা দৌড়ে আসে এবং জল দিয়ে আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা করে।আগুন নিয়ন্ত্রণে না আনতে পেরে খবর দেওয়া হয় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। কিছুক্ষণের মধ্যে দমকল বাহিনী এসে আগুনের লেলিহান শিখায় জল স্প্রে

করে। ঘরের মধ্যে ছিল প্রায় এক হাজার কেজি রাবার পাশে ছিল একটি দোকান সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়।আনুমানিক ভাবে বলতে গেলে জীবন শর্মার ৫ লাখ টাকারও বেশি ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে জনগণের পক্ষ থেকে দাবি তুলেছে বিশালগড় এর ফায়ার বিগেট স্টেশন থেকে মধুপুর প্রায় দশ পনের কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তাতে দমকল বাহিনী পৌঁছাতে অনেক সময় লেগে যায়। তাই এলাকাবাসীর দাবি মধুপুরে যদি একটি ফায়ার বিগেট স্টেশন বসানো যেত ভালো হবে সার্বিক স্বার্থে। তা নিয়ে এলাকায় এক প্রকার চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড তেলিয়ামুড়া শহরের শিববাড়ি স্থিত আনন্দমার্গ হাই সেকেন্ডারী স্কুলের পাশে। আগুনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষি আইন বাতিলের দাবীতে গণঅবস্থান বামপন্থী সংগঠনগুলির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী কৃষক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সারা ভারত কৃষক সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে আগরতলায় সোমবার গণ-অবস্থান পালন করা হয়।

ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে আয়োজিত অবস্থানে বক্তব্য রাখেন সারা ভারত কৃষক সমন্বয় কমিটির রাজ্য সভাপতি অঘোর দেববর্মাএবং সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক পবিত্র সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও এদিন কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে গণঅবস্থান পালন করা হয়।গণঅবস্থানের বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইন এর তীব্র সমালোচনা করেন।কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নতুন আইন প্রণয়ন না করলে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

গণঅবস্থান এ আলোচনায় অংশ নিয়ে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক পবিত্র করবলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যেভাবে গণ-আন্দোলন গড়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৯ জানুয়ারি রাজ্যভিত্তিক ৪৩তম ককবরক দিবস, উদ্‌যাপন কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। আগামী ১৯ জানুয়ারি রাজ্যভিত্তিক ৪৩তম ককবরক দিবস উদযাপন করা হবে। এই অনুষ্ঠানকে সফলভাবে উদযাপন করার লক্ষ্যে আজ রাজ্য কেন্দ্রীয় বীরচন্দ্র গ্রন্থাগারের কনফারেন্স হলে রাজ্যভিত্তিক ৪৩তম ককবরক দিবস উদযাপন উপদেষ্টা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। সভাপতিত্ব করেন উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়ক ডা. অতুল দেববর্মা।

সভায় আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত হয় আগামী ১৯ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টায় উমাকান্ত ময়দানে ৪৩তম ককবরক সাল-২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। তাছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, রাজস্বমন্ত্রী এন সি দেববর্মা ও বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া।

উমাকান্ত ময়দানের অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ১৯টি ভাষার জনজাতিদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি। এই র‍্যালি উমাকান্ত ময়দান থেকে শুরু হয়ে টি আর টি সি, বিদুরকর্তা চৌমুহনী, রবীন্দ্রভবন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা আগামীদিনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্নদাতা হয়ে উঠবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা আগামীদিনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্নদাতা হয়ে উঠবে। এই লক্ষ্য নিয়েই সরকার কাজ করছে। আজ বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের কাশারিমুখ থেকে গৌরাঙ্গবাজার পর্যন্ত ৩০ কিলোমিটার রাস্তার উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং বিলোনীয়ায় নবনির্মিত জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

বিলোনীয়ার বিকেআই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, মাত্র আড়াই বছরেই রাজ্যের উন্নয়নে এক নতুন দিশা দেখাচ্ছে সরকার। সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে বর্তমান সরকার। সাবমে বিশেষ অর্থনৈতিক অ'ল ও মৈত্রী সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গেলে রাজ্যের আর্থিক বিকাশে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। নতুন জাতীয় সড়ক গড়ে তোলা হচ্ছে। আগামী এক বছরে আরও

বিলোনীয়ায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত এক বৃদ্ধার সাথে আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় নতুন সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকার সড়ক নির্মাণ হবে। বিকল্প জাতীয় সড়ক দিয়ে চুড়াইবাড়ি থেকে আগরতলা আসা যাবে মাত্র আড়াই ঘন্টায়। ধর্মনগর, পেঁচারথল ও কৈলাসহরে ৭০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সড়ক তৈরি করা হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এসমস্ত কর্মসূচি রূপায়িত হলে আগামীদিনে ত্রিপুরা বিকাশের পথে হাঁটবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। কৃষকদের আর্থিক উন্নতির জন্য রাজ্যের ৫০ হেক্টর জমি ভুট্টা ও মাসকলাই চাষের আওতায় আনা হবে। রাজ্যের ২ লক্ষ ২২ হাজার কৃষক প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করেছেন। এরমধ্যে বিলোনীয়া মহকুমার ৪, ৮০২ জন কৃষক রয়েছেন। এরফলে ৫ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা কৃষকের অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার মাধ্যমে।

যাদের এক একরের কম জমি রয়েছে তাদের ফসল বীমা যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় কৃষি দপ্তর থেকে ১৮০ জন কৃষককে কৃষি যন্ত্রপাতি ভর্তকিতে দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৮৮ ▫ ৫ জানুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ২০ পৌষ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

প্রাণী ও উদ্ভিদ

এই সুন্দর পৃথিবী শুধু মানুষের বসবাসের জন্য নয়, পৃথিবীতে বসবাসের অধিকার রহিয়াছে অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের।জীববৈচিত্রের জন্য ভারত একটি উল্লেখযোগ্য দেশ। গোরু, মহিষ, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, হাঁস, মুরগির মতো অল্প কিছু প্রাণী গৃহপালিত। কিন্তু এর বাইরে জলে, জঙ্গলে আছে আরও কয়েকশো প্রাণী। কিছু নিরীহ, কিছু হিংস্র। মানুষের সংস্রবের বাইরে, প্রাকৃতিক পরিবেশে যেসব প্রাণী রয়িয়াছে ভারতে তাহাদের সংরক্ষণ করা হয় মূলত তিনভাবে। জাতীয় উদ্যানগুলিতে স্থান পায় ১২০টির বেশি প্রজাতির বন্যপ্রাণী। অভয়ারণ্যগুলিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে পাঁচ শতাধিক প্রজাতির বন্যপ্রাণী। আর বায়োস্ফিয়ার বা জীবমণ্ডলে সংরক্ষিত রয়িয়াছে তাহাদের ১৮টি প্রজাতি। সবচেয়ে জীববৈচিত্রপূর্ণ এলাকা হিসেবে যতগুলি দেশ চিহ্নিত রয়িয়াছে, তাহার একটি ভারত। পৃথিবীর সেরা ৩৬টি বায়োডার্ভাসিটি হটস্পটের মধ্যে চারটি ভারতে: পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, পূর্ব হিমালয়, ইন্দো-বার্মা এবং সুন্ডাল্যান্ড। পৃথিবীর বৈচিত্রপূর্ণ জীবজগতের প্রায় ৭০ শতাংশ রয়িয়াছে ভারতসহ ১৭টি দেশে। ভারতকে ইন্দোমালয় এলাকার মধ্যে ধরা হয়। সারা পৃথিবীর স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণীদের ৭.৬ শতাংশ, পক্ষীকুলের ১২.৬ শতাংশ এবং সরীসৃপ প্রাণীদের ৬.২ শতাংশ এই অঞ্চলে রয়িয়াছে। হাজার হাজার বছর ধরিয়া পৃথিবীর নানা স্থানের ভূমিভাগ এবং জলবায়ুর বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাহার ফলে অন্যকিছু অঞ্চলের অনেক প্রাণী ভারতের ভিতরে চলিয়া আসিয়াছে। এটি এই অঞ্চলের জন্য এক আশীর্বাদ। আর বাকি বন্যপ্রাণীরা সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতভূমির সন্তান বা স্থানীয়। ভারতের আর একটি বড় সম্পদ হইল পাঁচ শতাধিক প্রজাতির পরিযায়ী পাখি। তাহাদের সকলকেই রক্ষা করা সভ্যসমাজের দায়িত্ব। বড় দায়িত্ব ভারত রাষ্ট্রের।

সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। ছয় শতক আগে বলিয়িছিলেন বাংলার কবি চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস ভুল বলেননি। কিন্তু বক্তব্যের নিহিতার্থ অনুধাবন করিনি আমরা। বাক্যটির আক্ষরিক অর্থ হাতিয়ার করিতে চাইয়াছি। 'শ্রেষ্ঠ প্রাণী'র অহমিকায় খুঁজিয়াছি শুধু মানবসমাজের বিকাশের রাস্তা। সংরক্ষণবাদের সুযোগে সংখ্যায় মানুষই সবচেয়ে বেশি বাড়িয়াছে। ওইসঙ্গে মানুষকে সহায়তা করিয়াছে আধুনিক বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাশাস্ত্র। পরিণামে এই পৃথিবী জনবিস্ফোরণের শিকার হইয়াছে। খাদ্য এবং বাসস্থানের প্রয়োজনে মানুষ কৃষিজমি এবং বসতজমির পরিধি ক্রমশ বাড়াইয়া নিয়াছে। এই প্রবণতা চলমান। আর এর কোপটা গিয়া পড়িয়াছে অরণ্য এবং জলাশয় ও জলাজমির উপর। ওইসব অঞ্চল প্রকৃতি যাহাদের জন্য বরাদ্দ করিয়াছিল, তাহাদের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে সুখের সন্ধানে ফেরা মানুষ। সোজা কথায় স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, পাখি প্রভৃতি বন্যপ্রাণীর জীবন আমরা বিপন্ন করিয়াছি তিলে তিলে। আমাদের অনেকেই বুঝিতে চাই না যে পৃথিবীটা শুধু মানুষের বসবাসের জন্য নয়। পৃথিবীটা সব প্রাণী এবং উদ্ভিদের। সবার মাঝেই আমাদের সুখ খুঁজিয়া নিতে হইবে। প্রাণী এবং উদ্ভিদের কিছু শ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া আমরা আদৌ সুখে থাকিতে পারিব না। সবাইকে তাহাদের মতো করিয়া বাঁচিতে দিতে হইবে। সব ধরনের প্রাণীর বাঁচার পরিসর রাখিয়য়া দিতে হইবে। অরণ্যকেও রক্ষা করিতে হইবে ব্যাপকভাবে। তাহা না-হইলে বায়ুদূষণের শিকার হইবে গোটা প্রকৃতি। জীববৈচিত্র হারাইয়া গেলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হইবে।

পৃথিবীকে এই ভয়ানক বিপদ থেকে রক্ষা করিতে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ কনজারভেশন অফ নেচার (আইইউসিএন) বিপন্নপ্রায় প্রজাতির প্রাণী এবং উদ্ভিদের তালিকা তৈরি করিয়া লাল রঙে চিহ্নিত করিয়াছে। এইভাবে পৃথিবীর সব রাষ্ট্র এবং মানুষকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে তাহারা, যাহাতে সেগুলি সংরক্ষণের বিষয়ে আমরা সকলে যত্নবান হইতে পারি। রাষ্ট্র হিসেবে ভারতও নিজস্ব বন্যপ্রাণী আইন, বন সংরক্ষণ আইন, জলাজমি সংরক্ষণ আইন প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছে। আইনগুলি প্রয়োগেরও পরিকাঠামো গড়া হইয়াছে। দুর্ভাগ্য যে, তাহার পরেও কিছু মানুষ এইসবের পরোয়া করিতেছে না। খাদ্যের প্রয়োজনে, কখনও-বা নিছক আনন্দ-উৎসবে মাতিয়ি উঠিবার জন্য। আর মারাত্মক প্রবণতা রহিয়াছে বিপুল অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে চোরা শিকার। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বেসরকারি সংস্থার সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে জানা গিয়াছে, লকডাউন পিরিয়ডে ভারত-সহ অনেক দেশে বন্যপ্রাণী শিকার বাড়িয়া গিয়াছে। এই তথ্য বলে দিচ্ছে, প্রশাসনের নজরদারি কমে গিয়েছে। লকডাউনের অজুহাতেও এই গাফিলতি মানা যায় না।আমাদের আরও দায়িত্বশীল হইতে হইবে। খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাস্তবটিকে স্বীকার করিয়াও বলিতে হয় যে বন্যপ্রাণীদের যথেচ্ছ নিধন শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে না। জীববৈচিত্র রক্ষার দায়িত্বপালনের মধ্য দিয়েই মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

বুটা সিং ও শিখদের সঙ্গে রাম মন্দিরের সম্পর্ক

আর কে সিনহা

বুটা সিং এমন সময় প্রয়াত হয়েছেন যখন অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণকাজের শুভ সূচনা হয়ে গিয়েছে। এভাবেই হয়তো প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিংয়ের আত্মা শান্তি পাবে। বুটা সিং ভগবান রামের ভক্ত ছিলেন, এ বিষয়ে হয়তো অনেকেই জানেন না অথবা জানলেও কম জানেন। সুপ্রিম কোর্টে মন্দির-মসজিদ বিবাদে যে মামলা চলছিল সেই মামলায় তিনি হিন্দু পক্ষকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশও দিয়েছিলেন। এটা জানা ভীষণ দরকার, রামলাল্লাকে পক্ষকার বানানোর নেপথ্যে তৎকালীন রাজীব গান্ধী সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রাম মন্দির আন্দোলন যখন তীব্র হচ্ছিল এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তালা খুলিয়ে দিয়েছিলেন তখন বুটা সিং শিলা দীক্ষিতের মাধ্যমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা অশোক সিঙ্ঘলকে খবর পাঠিয়েছিলেন হিন্দু পক্ষ থেকে দাখিল কোনও মামলায় জমির মালিকানা দাবি করা হয়নি এবং এজন্য মামলা হেরে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত।

অত্যন্ত বিড়ম্বনার বিষয় হল, অযোধ্যা বিবাদকে হিন্দু-মুসলিম বিবাদ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। তবে রাম মন্দির আন্দোলনের সঙ্গে শিখ নেতারাও যুক্ত ছিলেন। বুটা সিংয়ের ভূমিকা সেটাই জানান দিয়েছে।

অনেকেই হয়তো জানেন না, বাবা নানক অযোধ্যায় গিয়ে রাম জন্মভূমি মন্দিরের দর্শন করেছিলেন। প্রভাকর মিশ্র নিজের বই "এক রুকা হুয়া ফেসলা"-তে লিখেছিলেন, "বাবরের আক্রমণের আগে (১৫২৬ সাল) অযোধ্যায় এসেছিলেন বাবা নানক। পরে গুরু তেগবাহাদুর এবং গুরু গোবিন্দ সিং শ্রীরাম মন্দির দর্শন করেছিলেন।" ১৬১ বছর আগে বিবাদিত স্থানে সর্বপ্রথম প্রবেশ করা ব্যক্তি একজন শিখ ছিলেন। ১৮৫৮ সালের ২৮ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের রায়ে একটি অভিযোগে বলা হয়েছিল, "এই দিন একজন নিহঙ্গ শিখ ফকির সিং খালসা বিবাদিত স্থানে প্রবেশ করে পুজোর আয়োজন করেছিলেন। ১৮৫৮ সালের ২০ নভেম্বর স্থানীয় নিবাসী মহম্মদ সেলিম একটি এফআইআর রুজু করেছিলেন, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল "নিহঙ্গ শিখ, বাবরি স্ট্রাকচারে ঢুকে পড়েছেন, রামনামের সঙ্গে যজ্ঞ করেছেন।" অর্থাৎ রাম মন্দিরের জন্য সর্বপ্রথম এফআইআর হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, শিখদের বিরুদ্ধে দাখিল হয়েছিল। এবার ভাবুন নিহঙ্গ শিখ কতটা পথ অতিক্রম করে পঞ্জাব থেকে অযোধ্যা গিয়েছিলেন।

অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় দেখুন, সাম্প্রতিককালে খুব চালাক মানুষজন হিন্দু ও শিখদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারীরা অনেক চেষ্টা করেছে। ভগবান রামের মহিমা শিখ পরম্পরাতেও বির্বচিত রয়েছে। শিখদের প্রধান গ্রন্থ "গুরুগ্রন্থ সাহব"-এ সাড়ে পাঁচ হাজার বার ভগবান রামের নাম উল্লেখ করেছিলেন। শিখ পরম্পরায় ভগবান রামের সঙ্গে সম্পর্কিত বিরাসত রামনগরীতে অবস্থিত ঐতিহাসিক গুরুদ্বার ব্রহ্মকুণ্ডে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রবাহমান। গুরুদ্বারে প্রতিবছর রাম জন্মোৎসব উদযাপিত হয়। পূর্বাহ্ন অরদাস-কীর্তনের সঙ্গে ভগবান রাম-কেন্দ্রিক গোষ্ঠী এবং মধ্যাহ্ন ভাণ্ডারা আয়োজিত হয়। এভাবেই সমস্ত শিখ গুরু সমস্ত হিন্দুদের জন্য আরাধ্য।

নিশ্চিতভাবে ভগবান রাম, অযোধ্যায় নির্মানরত রাম মন্দির এবং শিখদের গভীর সম্পর্ক নিয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া উচিত। নিঃসন্দেহে এই বিষয়ে যখন বিশদে আলোচনা হবে তখন বুটা সিংয়ের বিষয়েও নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচনা হবে। তাঁকে শুধু রাজনৈতিক নেতা এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উল্লেখ করলে হয়তো অনেকটাই খামতি থেকে যাবে। তাঁর প্রয়াণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও শোকপ্রকাশ করেছিলেন। বুটা সিংকে কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা বলা হয়তো ঠিক হবে না।

বুটা সিং অনুভবী প্রশাসক তো ছিলেনই, একইসঙ্গে গরিব ও দলিতদের জন্য সরব হতেন তিনি। গরিব ও দলিতদের কণ্ঠস্বর ছিলেন বুটা সিং।

বুটা সিংয়ের প্রয়াণে সত্যিকারের জনসেবক এবং নিষ্ঠাবান নেতাকে হারাল দেশ। সমগ্র জীবন দেশের সেবা করেছেন তিনি এবং তাঁর গোটা জীবন জনগণের জন্য সমর্পিত ছিল। ঘনিষ্ঠ আলাপচারিতায় তিনি বলতেন, বাল্মীকি সমাজে জন্ম নেওয়ার কারণে ছোটবেলায় তাঁকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। সকালে তাঁকে ক্লাস পরিষ্কার করার জন্য বলতেন স্কুলের শিক্ষক, যেহেতু তিনি বাল্মীকি সমাজের ছিলেন। সেই সময়ের কথা স্মৃতিচারণ করলে তিনি হতাশ হয়ে যেতেন। লাগাতার সাফাই কর্মীদের হয়ে কথা বলতেন বুটা সিং। তিনি পরিষ্কার বলতেন, দলিতদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বাল্মীকি সমাজের। সাফাই কর্মীদের মৃত্যুতে হতাশ হয়ে পড়তেন তিনি। বুটা সিং যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ছিলেন, তিনি তখন বাল্মীকি সমাজের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিলেন।

বাল্মীকি সমাজের শিক্ষা এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতি হোক, বুটা সিংয়ের প্রতি এটাই হবে প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

করোনা থেকে মুক্তি

ডা. প্রকাশ মল্লিক

চিনের উহান শহর থেকে যেখন করোনা ভাইরাসের উদ্ভব হয়েছিল, তখন গোড়াতে অনেকেই ব্যাপারটা যে এতটা ভায়াবহ পর্যায়ে পৌঁছবে তা ভাবতে পারেননি। বেজিংয়ের পক্ষ থেকে তখন বলা হয়েছিল এই ভাইরাসটি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। পরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ার পরে জানা যায় এটি করোনা ভাইরাস।

চিনের সীমান্ত পার করে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে করোনা, বিশ্বব্যাপী অতিমারির রূপ ধারণ করে। বিজ্ঞানীরা তখন এর জিন সিক্যোয়েন্সিং করে নাম দেয় জি ৬১৪। কিন্তু পরে এটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে নিজের চরিত্র বদল করতে থাকে বার বার , যাকে চিকিৎসার ভাষায় বলা হয় জেনেটিক মিউটেশন বা রূপান্তর।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন মানুষ থেকে মানুষের সংক্রমণের সময় একেক অঞ্চলে এটি একেকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই ভাবে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমানে যে করোনা ভাইরাসে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে তার নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন কি ৬১৪।

এই তুন সার্স কোড ২ তে এখন ও পর্যন্ত এক কোটি আট লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছে ও মারা গেছেন প্রচুপ সংখ্যক মানুষ-৫ লক্ষ ২০ বাজার।

এই জি ৬১৪ ভাইরাস নিয়ে একের পর এক গবেষণা হচ্ছে আন্তর্জাতিক স্তরে এবং বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন এই বদলে যাওয়া ভাইরাস আসল ভাইরাসটির চেয়েও ভয়াবহ। গোড়ার দিকে ডি ৬৪১ করোনা ভাইরাস মানুষের দেহে যতটা সংক্রমিত হচ্ছিল বদলে যাওয়ার পর জি ৬১৪ ভাইরাস আর চেয়ে অনেক বেশি হারে মানুষকে কাবু করছে।

চতবে এইট আসল ভাইরাসের তুলনায় মানুষকে আরও বেশি অসুস্থ করে দেয় কি না তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষদের নমুনা সংগ্রহ করে সিগুলির জিন বিন্যাস খুঁটিয়ে দেখে গবেষণা হয়েছে তা তার ফলাফল বিশদে প্রকাশিত হয়েছে বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী 'সেল' -এ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও প্লেট ব্রিটেনের বেশ কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান যৌথ গবেষণা করেছে এটি নিয়ে। গবেষণার অন্যতম সমীক্ষক এরিকা ওলমান জানান, 'এ ইজি ৬১৪ করোনা ভাইরাসটিই এখন প্রভাব বিস্তার করছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য করোনা ভাইরাসের রূপান্তরের বিষয়ে বিজ্ঞানীদের দলটি আগেও একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। জিন বিন্যাসের পাশাপাশি বিজ্ঞানীরা এখন মানুষ ও প্রাণীর কোষের উপরেও পরীক্ষা চালিয়েছে এবং তাতে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। রূপান্তরিত ভাইরাসটি এখন আগের ভাইরাসের থেকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এবং বিজ্ঞানীরা তাদের বিবৃতিতে বলেছেন খুব সম্ভবত পরিবর্তিত ভাইরাসটি সংক্রমণের দিক থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী।

তাঁরা আরও জানিয়েছেন করোনা ভাইরাস যখন মানবদেহের কোষে আক্রমণ ঘটায় তখন সেই কোষে ঢুকতে তারা স্পাইক প্রোটিনের (করোনার উপরে যে লম্বা লম্বা অংশ সেগুলিই স্পাইক প্রোটিন) ব্যবহার করে এবং রূপান্তরের ফলে সেই স্পাইক প্রোটিনেও বদল এসেছে।

এখন গবেষকদের মূল লক্ষ্য হল ভ্যাকসিনের করে দেওয়া যায় কি না সেটা দেখা। বর্তমানে ভ্যাসকিন তৈরিতে যেসব পরীক্ষা চলছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই এই স্পাইক প্রোটিনকে লক্ষ্য করে। বিজ্ঞানী কোটি কোরবার ও তাঁর সহকর্মীরা গবেষণায় লিখেছেন, সারা বিশ্বে যেসব সংক্রমণ ঘটছে, তাতে দেখা গেছে করোনা ভাইরাসের বর্তমান জি ৬১৪ ধরনিট শুরুর ডি ৬১৪ ধরনের তুলনায় আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়ছে। গবেষণায় দেখা গেছে ১ মার্চ পর্যন্ত জি ৬১৪ ভাইরাসটি ইউরোপের ভিতিরে প্রায় ছিলই না, তারপরে আস্তে আস্তে ইউরোপে তার অনুপ্রবেশ ঘটে।

বিবর্তিত জি ৬১৪ ধরনটি সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করে নাক, গলা ও সাইনাসে। আর এটি অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠার কারণে মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আরও বেশি শক্তিশালী করে তুলতে হবে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করোনা রোগীর চিকিৎসা করে মানুষের রোগ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

পরম বন্ধু ফাদার দ্যতিয়েন

সৈয়দ হাসমত জালাল

আজ ফাদার দ্যতিয়েনের জন্মদিন। তাঁর জন্ম ১৯২৪ সালের ৩০ শহর রশফর-এ। আসল নাম পল দ্যতিয়েন। টিলার কাছে বাড়ি, তাই 'দ্যতিয়েন'। ১৮ বছর বয়সে সোসাইটি অফ জেশাস-এ যোগ দিয়ে শুরু করেন ধর্মজীবন। দু'বছর পর সন্যাসব্রত আসেন পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরে, ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে।

এদেশে আসার আগে, ১৯৪২ থেকে১৯৪৪ সালে তিনি যখন বিএ পড়ছেন ন্যামুরে, তখন তিনি সংস্কৃত শিখেছিলেন। পরে লুয়েন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন নিয়ে এমএ পাশ করেন। বাংলা 'প্রাইমার' পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মাইকেল মধুসুদনের লেখার ও পড়েছিলেন। পরে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শকুন্তলা', সৈয়দ মুজতবা আলীর 'চাটাকাহিনী' পরশুরামের গিজালিকা' প্রভৃতি পড়তে পড়তে বাংলা সহিতের মধ্যে ইকে পড়েন। ১৯৫০ সালটা পুরো শ্রীরামপুরে কাটিয়ে কলকাতায় সেন্ট ভেভিয়ার্স কলেজে বাংলা পড়তে শুরু করেন। ১৯৫২ সালে চলে যান সুন্দরবন এলাকার বাসন্তীতে, একটি স্কুলের বাংলার শিক্ষক হিসেবে। মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে মিশে বাংলা ভাষা আত্মস্থ করবেন। এভাবেই বাংলা শিখেছিলেন তিনি। পরে ১৯৫৭ সালে শান্তিনিকেতনে গিয়ে বিশ্বভারতীতে বাংলায় এমএ-তে ভর্তি হন। সেখানে ক্ষিতীশ রায়,অশোকবিজয় রাহা, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, রামকিনর বেজ, শান্তিদেব ঘোষ, অন্নদাশঙ্কর চৌধুরানী প্রমুখের সাহচর্যে দিন কাটিয়েছেন। নিজের হৃদয় দিয়ে।

১৯৫৯ সালে তিনি "সাহেবের ডায়েরিব 'দেশ' পত্রিকায়। তখন 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সাগরময় ঘোষ। তিনি ডায়েরির ছেঁড়া পাতা* নামে লেখাগুলি ছাপেন এবং ফাদারকে আরও লিখতে বলেন। সাগরময় তাঁকে বলেছিলেন, ইউ হ্যাভ ওপেনড্ আ নিউ ভিস্তা ইন বেঙ্গলি লিটারেচার। পত্রিকায়। আর তা প্রবল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বাঙালি পাঠকমহলে। অনেকে ভাবতেন, কোনো বাঙালি লেখক এরকম ছদ্মনামে লিখছেন। ছোট ছোট ছন্দময় গদ্যের বাক্য, গভীর রসবোধ আর তৎসম শব্দের সঙ্গে চলতি শব্দের মিশেল- এক অপূর্ব স্বাদ পেতেন পাঠকেরা। সেসময় সাদা ঢোলা পাজামা আর পাঞ্জাবি পরিহিত এক সাহেবকে সাইকেলে উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর এলাকায় ঘুরতে দেখা যেত। তিনিই ফাদার দ্যতিয়েন। কলকাতা শহরে তিনি আড্ডা দিতেন যামিনী রায়, অরুণ মিত্র, মৈত্রেয়ী দেবী, সুকুমার সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে। ১৯৭১ সালে বই আকারে প্রকাশিত ডায়েরির ছেঁড়া পাতা" ১৯৭১-৭২ সালের সেরা বই হিসেবে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নরসিংহ দাস পুরস্কার' পায়। ১৯৭৩-এ প্রকাশিত হয় তাঁর বই 'রোজনামচা'। মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে গিয়ে সেখানকার বাঙালিদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশার অভিজ্ঞতার কথা এই 'রোজনামচা'। ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত তাঁর সংকলিত গ্রন্থ 'গদ্য পরস্পরা' তাঁর এক অসামান্য কাজ। ১৮০০ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ৪৮৫ জন বাঙালি লেখকের গদ্যের নমুনা তিনি সংকলিত করেছেন এতে। তার মধ্যে ৩৭ জন লেখিকা। বাংলাভাষার প্রতি

কতখানি ভালোবাসা থাকলে এ কাজ করা সম্ভব, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৯৭৮ সালে খুব নিঃশব্দে, হয়ত অভিমান নিয়ে, কলকাতা থেকে ফিরে গিয়েছিলেন বেলজিয়ামে। মিশনারি প্রতিষ্ঠানের কোনো কারণবশত। দীর্ঘ ২৮ বছর বাংলার সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ ছিল না তাঁর। পরে ২০০৬ সালে আবার "দেশ"পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক হর্ষ দত্তের অনুরোধে আবার লিখতে শুরু করেন। এবার আটপৌরে দিনপঞ্জি। ফাদারের মুখে শুনেছি, সেসময় তাঁর বাংলা লেখার দীর্ঘদিনের অনভ্যাস তৈরি হয়ে গেছে। বাংলা পড়া, বাংলা বলার সুযোগও তাঁর ছিল না। তখন তিনি ক্যাসেটে শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত শু থাকেন নাবী গান শুতে জনতা মধ্যে আবার ফিরে আসে বাংলায় লেখার তাগিদ। ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে "রবীন্দ্র পুরস্কার" প্রদান করা হয়। এরপর আবার বাংলার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নিবিড় হয়ে ওঠে। ২০১৩ সালের শীতকালে কলকাতা এসে প্রায় মাস চারেক ছিলেন কলকাতায়। সেসময় ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম মুর্শিদাবাদ জেলায় আমাদের খোশবাসপুর গ্রামের বাড়িতে। প্রসঙ্গত, তিনি যখন তাঁর গদ্য পরম্পরা বইটির জন্যে গদ্য সংগ্রহ করছেন, সেসময় ১৯৭৫ সালে তিনি খোশবাসপুর গ্রামে আমাদের বাড়ি গিদয়েছিলেন। আমার বাবা সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসীর ব্যক্তিগত পাঠাগারের কিছু দুর্লভ 'ত্রিকা ও বই থেকে বেশ কিছু লেখকের লেখা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।

যাই হোক, এবার তিনি যখন খোশবাসপুর গিয়েছিলেন, তখন পাশের গোকর্ণ গ্রামের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁকে সন্ধর্ধন দেওয়া হয়েছিল। তিনি সেখানকার ছাত্রীদের নিয়ে গানে গল্পে মশগুল হয়ে উঠেছিলেন তার যেন ফেরার কথা মনেই ছিল না গাড়ির কাছে এসে তাঁকে নমস্কার করলেন কথা বললেন। ফাদার তাঁদের সহাসে বললেন, "কী, সাদা বাঘ দেখলেন তো! কলকাতার একটি দৈনিক সংবাদপত্রে এব সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, একসময় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার লেখা পছন্দ করতেন এখন আমার লেখা পছ করেন নবনীত দেবসেন, আর সৈয়দ হাসমত জালাল।" ফাদারকে নিয়ে অজস্র গল্প জমে রয়েছে আমার স্মৃতিতে। ২০১৫ সালে পয়লা ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বাংলা একাডেমিতে আন্তর্জাতিক সাহিত সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি গিয়েছিলেন আমিও সেখানে আমন্ত্রিত ছিলাম। দেখা হতেই উল্লসিত হয়ে ডেকে উঠলেন, জ্বা-লা- ল উনি এভাবেই জোর দিয়ে ডাকতেন আমাকে ওই সাহিত্যে সম্মেলন এবং বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শে হাসিনা। সেই মঞ্চে তাঁর সরস ও শুদ্ধ ভাষায় বাংলা ভাষণ শ্রোতাদের মন কেড়ে নিয়েছিল সেখান থেকে কলকাতায় আসেন। এখানেও আমরা অনেকটা সময় কাটিয়েছি। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত। কিন্তু তাতে তাঁর রসবোধ কিছুমাত্র কমেনি। শেষ পর্যন্ত ২০৯৬ সালের ৩১ অনোবর বেলজিয়ামে প্রয়াত হন তিনি।

তাঁর একটা বড় অভিযোগ ছিল যে, এখন লিখিত বাংলা ভাষার মধ্যে এত ইংরেজি শব্দের ব্যবহার কেন! তিনি বলতেন, "এটা জঘন্য জঘন্য! একজন বিদেশি, ফরাসি যাঁর নিজের ভাষা, ঘিনি শুধুমাত্র ভালোবেসে বাংলায় লিখতে শুরু করেন এবং বাংলার মধ্যে ইংরেতি শব্দের প্রয়োগ করতেন না, বাংলা লেখার প্রতি এতটাই মনোযোগী ছিলেন তিনি। তিনি বিশবা, করতেন, প্রতিটি ভাষার একটা নিজস্ব সৌন্দ, থাকে, ছন্দ থাকে, সেটা বজায় না রাখলে সেই ভাষাকে অবমাননা করা হয়। আর বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা, তাঁরাই আজ বাংলা ভাষাবে অবমাননা রে ফাকা রেজি ভাষার অন্ত ব্যবহারে। এসব দেখলে ফাদার দ্যতিয়েনকেই আমাদের বেশি কাছের মানুষ, প্রাণের মানুষ আমাদেরই সংস্কৃতির মানুষ বলে মনে হয়। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর 'ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা' এই রবীন্দ্রসঙ্গীতটি গাইতে গাইতে তাঁর শেষকৃত্য করা হয়। এই মানুষটি ছিলেন সর্বার্থেই বাংলার একজন পরম সুনৃদ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অভিমানী শোভন-বৈশাখীকে ছাড়াই রাজপথে এগোল বিজেপির মিছিল

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি. স.): একুশের নির্বাচনের আগে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক মনোভাব কি তা জানতে উৎসাহী সকলে। নির্বাচনকে নজরে রেখে সোমবার শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রোড শো হওয়ার কথা ছিল বিজেপির। বিজেপির রোড শো হলেও সেখানে অনুপস্থিত শোভন-বৈশাখী।

নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে সোমবার বিজেপির মিছিলের মূল আকর্ষন ছিল কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। কৈলাস বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায়, অর্জুন সিং এর নেতৃত্বে আলিপুর থেকে শুরু হয়ে হেস্টিংস-এ শেষ হয় মিছিল। কিন্তু মিছিলে দেখা মেলেনি শোভনের। মিছিলে দেখা নেই শোভন বান্ধবী বৈশাখীরও।রবিবার রাত থেকেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল বিজেপির মেগা মিছিলে যোগ দেবেন না বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার প্রকাশ্যেই বৈশাখী জানিয়ে দেন যে বিজেপির ন ব্যালিতে তিনি অংশগ্রহণ করবেন না। তার স্পষ্ট দাবি তাকে নাকি আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। যদিও এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি। বিজেপি সাফ দাবি সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এরপরই মিছিলে শোভন চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত থাকবেন কিনা সেই নিয়ে উঠেছিল প্রশ্ন। যদিও পরবর্তীকালে জানা যায়, বৈশাখীর সাথেই একই পথে হেঁটে মিছিলে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শোভন চট্টোপাধ্যায়ও। এরপরেই শোভনের গোলপার্কের ফ্ল্যাটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে তার মানভঞ্জন করার চেষ্টা করে বিজেপি নেতৃত্বরা। সূত্রের খবর, দিল্লি থেকেও ফোন করে বোঝানো হয় তাকে। তবে, রোড শোয়ে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় শোভন। যদিও তিনি মিছিলে হঠাৎ অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত কেনও নিলেন তা স্পষ্ট নয়।

অন্যদিকে, প্রথমে বিজেপির তরফে ঠিক ছিল বিজেপির রোড শোর জন্য এদিন আলিপুর চিড়িয়াখানার সামনে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা জড়ো হবেন। তারপর সেখান থেকে মাঝেরহাট, টালিগঞ্জ, হাজরা হয়ে রোড শো হবে মুরলিধর সেন হয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউ-এতে বিজেপির পার্টি অফিসে শেষ হবে। যদিও এই রুটে পুলিশের তরফে বিজেপির বাইক মিছিলে অনুমতি দেওয়া হয়নি। সপ্তাহের শুরুর দিন এই মিছিল হলে প্রচুর যানজট হবে সেই জন্যই অনুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু মিছিল নিয়ে অনড় বিজেপি। প্রথমে বিজেপি তরফে ঠিক করা হয়েছিল আলিপুর চিড়িয়াখানার সামনে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা জড়ো হবেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

করিমগঞ্জের ইচাবিল চা বাগানে এসএমসিএইচ-এর ডাক্তারদের নিয়ে এবিভিপির স্বাস্থ্য শিবির

বাজারিছড়া (অসম), ৪ জানুয়ারি (হি.স.) : লুইব্রেল দিবস উপলক্ষ্যে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর ইচাবিল শাখার ব্যীবস্থাপনায় এবং দক্ষিণ অসম সক্ষমের সর্বশিক্ষা মিশনের সহযোগিতায় করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার ইচাবিল চা বাগানে একটি দিব্যাঙ্গ সেবা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই শিবিরে প্রায় দুই শতাধিক জনতা অংশগ্রহণ করেছেন। শিবিরে চিকিৎসক হিসেবে ছিলেন শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (এসএমসিএইচ)-এর অস্থি রোগ বিশেষজ্ঞ তথা ওই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা. বিপুল বরঠাকুর, ন্যাশনাল মেডিকস অর্গানাইজেশনের বরাক উপত্যকার সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. রঞ্জনা ধর, ফিজিওথেরাপিস্ট ডা. নবারুণ সাহা, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ আই ব্যাঙ্কের ডা. নম্রতা শ্রী এবং ডা. রাজনীল ভট্টাচার্য। তাছাড়া অতি সক্ষমের দক্ষিণ অসম প্রান্ত সম্পাদক তথা রাজ্যত ক্ষেত্র সংযোজক মিঠুন রায়, ক্কএরা আমাদের" দিব্যাঙ্গ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণীদেব ভাওয়াল, সক্ষম-এর দক্ষিণ অসম প্রান্তের প্রকল্প প্রমুখ বিশ্বরাজ চক্রবর্তী, হাইলাকান্দি জেলা সচিব গোবিন্দ নাথ, যুগ্ম সচিব নন্দিতা নাথ, সমাজকর্মী পঞ্চমী দেব প্রমুখ ওই শিবিরে সেবা প্রদান করেছেন।

শিবিরের চিকিৎসকরা দৃষ্টিহীনতা (অন্ধত্ব), কানের সমস্যা, শরীরের বিভিন্ন বিকলাঙ্গতার উপর পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি তাদের হাতে কিছুদ ওষুধপথ্যরও তুলে দেন। সেই সঙ্গে দিব্যাঙ্গ ভাতা, দিব্যাঙ্গে শংসাপত্র, আরবিএসকে লাইফলাইন ট্রেন ইত্যা্দি পরিষেবা সম্পর্কেও দিবাঙ্গদেরে বিশদভাবে জানান তাঁরা। শিবিরের গোটা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রাক্তন প্রদেশ কার্যকারিণী সমিতির সদস্য সুরজ কানু। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যা খ্যা করেন মিঠুন রায়। এর পর প্রধান অতিথি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উত্তর পূর্বাঞ্চল সম্পর্কপ্রমুখ ও সিডব্লুসি মেম্বার মহেশ ভগবত সেবা কার্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংবলিত বক্তব্য পেশ করেছেন।

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শ্রীভূমি ও রামকৃষ্ণনগর জেলা প্রচারক নেপাল রায়, পাথারকান্দি ও লোয়াইরপোয়া প্রখণ্ড শারীরিক প্রমুখ সুজয় পাল, চেরাগী প্রখণ্ডের কার্যবাহ অসীম বিশ্বাস, ইচাবিল গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি রামেশ্বর ছেত্রী, সচিব রতন কুর্মি, ইচাবিল বাগান পঞ্চায়েত সভাপতি রাজু কুর্মী, সমাজকর্মী মধুসূধন লোহার, বাজারিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতির প্রতিনিধি সুচরিত পাল, আরবিএসকে এনএইচএম ডা. মুকেশ কানু, এবিভিপি-র শিলচর নগর বিস্তারক বিশাল পাল প্রমুখ।

শিবিরটি আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রাক্তন জেলা সহ-সংযোজক প্রদীপ দেবনাথ। এছাড়াও শিবিরে অন্যা ন্যরদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবিভিপির দীপক গোয়ালা, সনু গোয়ালা, রবীন সিংহ, টিকেন্দ্রজিত সিংহ, সুদীপ শুক্লবৈদ্য, সুজন দাস, বিজয় রায়, তরুণ চৌধুরী, শতাব্দি পাল, রুমা দাস, ঈশিতা সিনহা, রিয়া সিনহা, মৌটুসী রায়, সাহিল খান, মিতু নাথ, কুনাল চন্দ প্রমুখ।

নাগাল্যান্ড : কিছুটা নিয়ন্ত্রণে কোহিমার জুকো ভ্যালির দাবানল

কোহিমা, ৪ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগাল্যান্ড-মণিপুর সীমান্তবর্তী কোহিমা জেলার অন্তর্গত জুকো ভ্যালির ভয়ংকর দাবালন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে ভারতীয় বায়ু সেনা বাহিনী, এনডিআরএফ এবং আসাম রাইফেলস। গত ২৯ ডিসেম্বর আচমকা জুকো ভ্যালির ঘন জঙ্গলে অগ্নিসংযোগ ঘটে। ক্ষণিকের মধ্যে জুকো ফরেস্ট রেঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে আগুন। তবে ছয়দিনের সম্মিলিত অক্লান্ত চেষ্টায় আজ দাবানল কিছুটা নিয়ন্ত্রণাধীন বলে জানিয়েছেন কোহিমার ডিএফও রাজকুমার।

তিনি জানান, গোটা জুকো ভ্যালিকে যাতে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করতে না পারে সে জন্য প্রথমদিন থেকে রাজ্যের পুলিশ, বন দফতরের কর্মী, অগ্নিনির্বাপক বাহিনী, রজ্যে নিয়োজিত এনডিআরএফ, এসডিআরএফের বিশাল দল তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে। তাঁদের সঙ্গে জড়িত হয় দক্ষিণ আংগামি যুব সংগঠনের সদস্যরাও। পরবর্তীতে অসম থেকেও বহু সংখ্যায় এনডিআরএফ জওয়ান পাঠানো হয়। তবু দাবালন কাবু হচ্ছে না দেখে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় বায়ুসেনা এবং আধাসেনা আসাম রাইফেলস-এর সাহায্য চায় রাজ্য প্রশাসন।

বন আধিকারিক রাজকুমার জানান, ভারতীয় বায়ুসেনা দাবানল নিয়ন্ত্রণে আনতে এমআই-১৭ হেলিকপ্টার ব্যবহার করছে। তাঁদের সহায়তা করছে আসাম রাইফলস এবং এনডিআরএফ-এর দল। কোহিমা পুলিশ জুকো ভ্যালির ক্ষেত্রভিত্তিক কাজে নিয়োজিত দলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ভ্যালির প্রবেশপথে একটি কন্টোলরুম স্থাপন করেছে। তবে এখনও জুকো ভ্যালিতে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ জানা যায়নি, জানান ডিএফও রাজকুমার।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, জুকো ভ্যালি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য নাগাল্যান্ড এবং মণিপুরের সীমান্তবর্তী একটি প্রাকৃতিক অতি সুন্দর বনভূমি। নানা প্রজাতির উদ্ভিদ এবং বিরল প্রজাতির প্রাণীর জন্য বিখ্যাত জুকো ভ্যালি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ জুকো লিলির জন্য। জুকো লিলি কেবলমাত্র এই উপত্যকায়ই পাওয়া যায়। এজন্য এর নামাকরণ হয়েছে জুকো ভ্যালি। জানা গেছে, আগুনের গ্রাসে উপত্যকার প্রায় ১১ কিলোমিটার এলাকা ছাই হয়ে গেছে। মারা গেছে অসংখ্য প্রাণী।

টেক্সাসের গির্জায় বন্দুকবাজের হামলায় নিহত যাজক, আহত আরও ২জন

টেক্সাস, ৪ জানুয়ারি (হি. স.): আমেরিকার গির্জায় বন্দুকবাজের হামলা। রবিবার আমেরিকার টেক্সাসের একটি গির্জায় বন্দুকবাজের গুলিতে মৃত্যু হল এক যাজকের। এই ঘটনায় জখম হয়েছেন আরও দু'জন। তাঁদের হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। এই ঘটনায় গ্রেফতার অভিযুক্ত বন্দুকবাজ। জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে পুলিশের তাড়া খেয়ে মার্টিজ দেউন্টি উলেন নামে ২১ বছরের যুবক স্টারভিল মেথোডিস্ট চার্চে ঢুকে পড়ে। তারপর গির্জার একটি বিশ্রামকক্ষে লুকিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে কোনও কারণে সেখানে গিয়ে হাজির হন ওই গির্জার যাজক মার্ক অ্যালেন ম্যাকউইলিয়ামস (৬২)। আর আচমকা তাঁকে দেখতে পেয়ে গুলি চালিয়ে দেয় মার্টিজ। সেই শব্দে ওই গির্জায় থাকা আরও কয়েকজন ওই যুবককে ধরতে এলে তাঁদের দেখেও গুলি চালায়। এর ফলে ২ জন জখম হয়েছেন। পরে পুরো গির্জা ঘিরে ফেলে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। পুলিশি তল্লাশিতে গির্জার বাথরুম থেকে গ্রেফতার হয় মার্টিজ দেউন্টি উলেন ।

এপ্রসঙ্গে উইনোনো শহরের শেরিফ জানান, অভিযুক্ত যুবক শনিবার একটি জায়গায় গুলি চালিয়ে পালাচ্ছিল। পথে তার গাড়ি খারাপ হওয়ায় একটি গির্জায় লুকিয়ে পড়ে। পরে সেখানকার যাজক ওই শাসককে দেখে ফেলায় তাকে গুলি করে হত্যা করে। দুই ব্যক্তিকে গুলি চালিয়ে জখমও করে। অনেক চেষ্টার পর অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। তাকে জেরা করছেন তদন্তকারীরা।

কোনও ট্রেন যেতে দেওয়া হবে না ডিমাপুর রেলস্টেশন হয়ে, হুমকি নাগা ছাত্র সংগঠনের

ডিমাপুর, ৪ জানুয়ারি (হি.স.) : ডিমাপুর রেল স্টেশন অতিক্রম করতে দেওয়া হবে না কোনও ট্রেন। হুমকি দিয়েছে ডিমাপুর নাগা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (ডিএনএসইউ)। কারণ উজান অসমের লিডু পর্যন্ত নাগাল্যান্ড এক্সপ্রেস চালানোর বিরোধিতা।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত লিডু পর্যন্ত নাগাল্যান্ড এক্সপ্রেস-এর গন্তব্য সম্প্রসারণ করা হবে। এতে আপত্তি তুলেছে নাগা ছাত্র সংগঠনটি। ডিএনএসইউ-এর সভাপতি শেদেভিলে আংগামিদের হুমকি সংবলিত দাবি, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্ত বাতিল না করলে ডিমাপুর নাগা ছাত্র ইউনিয়ন ডিমাপুর রেল স্টেশনে অবরোধ গড়ে যাবতীয় ট্রেনের আনাগোনা বন্ধ করে দেবে।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে নাগাল্যান্ড এক্সপ্রেস-এর শেষ গন্যব্যস্থল ডিমাপুর। ডিএনএসইউ-এর সভাপতি শেদেভিলে মনে করেন, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের এই সিদ্ধান্তে নিত্যযাত্রীদের পাশাপাশি নাগাল্যান্ডের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি হবে। কেননা, বিমান যাত্রার ব্যয় বহনে অপারগ নাগাল্যান্ডের ছাত্রছাত্রীরা এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

স্কুটি বিতরণ অনুষ্ঠানে ডিমা হাসাও জেলার ছাত্রছাত্রীদের ইউপিএসসি-এপিএসসির প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান দেবোলালের

হাফলং (অসম), ৪ জানুয়ারি (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ইউপিএসসি এবং এপিএসসি পরীক্ষায় বসার জন্য আহ্বান জানালেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) দেবোলাল গারলোসা। 'প্রজ্ঞান ভারতী' প্রকল্প ২০২০-এর অধীনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রীদের মধ্যে স্কুটি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিইএম দেবোলাল গারলোসা।

দেবোলাল বলেন, ইতিমধ্যে ডিমা হাসাও জেলা থেকে ৫৫ জন এপিএসসি পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে নিযুক্তি পেয়েছেন। এসটি হিলস কোটা থেকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে নিযুক্তি পেয়ে ডিমা হাসাও জেলায় কাজ করার ক্ষেত্রে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন অনেকে। তিনি এসটি হিলস কোটায় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ও বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে চাকরি পেয়ে নিজের জেলার উন্নয়নে কাজ করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ভাষণ দিতে গিয়ে দেবোলাল গারলোসা বলেন, ডিমা হাসাও জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে চলছে পার্বত্য পরিষদ। তিনি বলেন, পড়াশুনা শেষ করে শুধু পার্বত্য পরিষদে চাকরির জন্য চেষ্টা না করে এপিএসসি ইউপিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে নিযুক্তি নিয়ে জেলার সার্বিক বিকাশে কাজ করার সংকল্প নিতে হবে যুবসমাজ তথা ছাত্রছাত্রীদের।

ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার হাফলং জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে আনুষ্ঠানিকভাবে 'প্রজ্ঞান ভারতী' প্রকল্প-২০২০ বর্ষের অধীনে ড় বাণীকান্ত কাকতি মেরিটরিয়াস পুরস্কার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রীদের মধ্যে স্কুটি বিতরণ করা হয়। ২০২০ বর্ষের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ডিমা হাসাও জেলার মোট ৮২ জন ছাত্রীর মধ্যে এই স্কুটিগুলি আজ বিতরণ করা হয়েছে। ইংরেজি ২০২১-এর নববর্ষের পুরস্কার হিসেবে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রীদের মধ্যে স্কুটি বিতরণ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা।

স্কুটি বিতরণ কার্যসূচিতে ১৬ নম্বর হাফলং উপজাতি সংরক্ষিত এলাকার বিধায়ক বীরভদ্র হাগজার, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বাশাসিত পরিষদের অধ্যক্ষা রাণু লাংথাসা, পার্বত্য পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য নন্দিতা গারলোসা, লাল সিয়ামে ডারনে, জেলাশাসক পল বরুয়া, হাফলং সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান, স্কুলসমূহের পরিদর্শক বীরেন সিং ইংতি, উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের প্রধানসচিব জুবি নামপুই, মুকুট কেম্প্রাই প্রমুখে উপস্থিতিতে স্কুটিগুলি বিতরণ করেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা, বিধায়ক বীরভদ্র হাগজার।

কোটি টাকা খরচ করে লোকগুলো তৃণমূল করে : শুভেন্দু অধিকারী

গড়বেতা, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : "রেমন্ডসের পোশাক, হাতে দামি দামি ঘড়ি, বাচ্চার জন্মদিনে ৫ লক্ষ আর মেয়ের বিয়েতে কোটি টাকা খরচ করে এই লোকগুলো তৃণমূল করে।"

সোমবার গড়বেতার সভা থেকে এভাবেই তৃণমূল নেতাদের সংজ্ঞা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "যত একদিনে দু'টো সভা করবেন, ততই মোবাইলে লাইভ খুলে মানুষ দেখবেন তৃণমূল আর বিজেপির সভায় কত ভিড় হল।"

'ছোট আঙারিয়া দিবসে' গড়বেতায় সভা করেন শুভেন্দু অধিকারী। তারই পালটা এদিন মানস ভুঁইঞার নেতৃত্বে সভা ছিল তৃণমূলের। দলবদলের পর ইদানীং যেখানে সভা করেছেন তিনি সেখানেই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছে শাসক শিবির। সেই প্রসঙ্গ টেনে সোমবারের সভামঞ্চ থেকে শাসকদল তৃণমূলকে তোপ দাগেন শুভেন্দু অধিকারী।

সদ্যই দলবদল করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। কাঁথির শান্তিকুঞ্জেও তিনি ফুটিয়েছেন পদ্ম। তাঁর হাত ধরেই বাংলায় গেরুয়া ঝড় উঠবে বলে বারবারই আশার সুর শোনা গিয়েছে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের গলায়। এবার পালটা দিলীপ ঘোষের উপর আস্থা রাখলেন শুভেন্দু। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে বাংলা দখলের আশাপ্রকাশ করেন তিনি।

স্বদেশী প্রতিষেধক নিয়ে প্রশ্ন শশী থারুর

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি (হি.স.) : জরুরী পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট ব্যবহারের জন্য সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া এবং ভারত বায়োটেকের করোনা প্রতিষেধককে ছাড়পত্র দিল ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ডি সি জি আই)। বিষয়টি নিয়ে নিজের ক্ষোভ উগরে দিলেন বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার সাংসদ শশী থারুর। তিনি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের পাশাপাশি রাষ্ট্রবাদী প্রতিষেধকের দাবি এবং উচ্ছ্বাস বৈজ্ঞানিক প্রটোকল এবং স্বাভাবিক বোধবুদ্ধিকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। সরকার এই উচ্ছ্বাস এবং দাবিকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে।

এই দুই সংস্থার প্রতিষেধককে জরুরী পরিস্থিতে ব্যবহারের ছাড়পত্র দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে শশী থারুর দাবি করেছেন যে তৃতীয় দফায় ট্রায়ালের আগেই প্রতিষেধককে স্বীকৃতি দেওয়াটা নেতিবাচক পরিণাম ডেকে আনতে পারে। এ বিষয়ে জনগণকে অবগত করানো একান্ত জরুরী। বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক এর বিষয় ভারত গোটা বিশ্বে অগ্রণী।

ছয়ের পাতায়

কালিম্পংয়ে দুর্ঘটনায় হতাহতদের রাজ্যের ক্ষতিপূরণের দাবি রাজু বিস্তার

কালিম্পং, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : কালিম্পংয়ে জলসায় দুর্ঘটনায় হতাহতদের রাজ্য সরকারের ক্ষতিপূরণের দাবি তুললেন বিজেপি সাংসদ এবং দলের সর্বভারতীয় মুখপাত্র রাজু বিস্তা। দুর্ঘটনাটিকে 'প্রশাসনের অবহেলা' বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ওই দুর্ঘটনায় রবিবার রাতে দু'জন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছেন।

রাজুবাবু এক বিবৃতিতে জানান, "কালিম্পংয়ের চন্দ্রলোক থেকে অনিতা চেত্রি এবং বিনিতা গুরুংয়ের পদদলিত হয়ে মৃত্যুর দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা জানতে পেরে আমি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছি, যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মকর্তারা এই অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়েছিলেন, তাই এই দুর্ঘটনায় আহতদের জন্য সমস্ত চিকিৎসা এবং হাসপাতালের বিল অবশ্যই রাজ্য সরকারকে দিতে হবে। যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারকেও উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ অবশ্যই দিতে হবে।

আমাকে জানানো হয়েছে যে আরও পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছে, তাদের মধ্যে দুজনকে শিলিগুড়িতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এবং তিনজন কলিম্পং জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আমি তাদের দ্রুত সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছি। প্রশাসনের অবহেলার কারণে প্রাণ হারানো নিহতদের পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি আমি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

আমি বুঝতে পারছি না যে কেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কোভিড সময়কালে জনগণের সুরক্ষা এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য কোন ব্যবস্থা না করে পাহাড়ে অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়েছে। আমি যা তথ্য পেয়েছি, তাতে আয়োজকদের কমপক্ষে একজনের মৃত্যুর মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরেও আয়োজক এবং পুলিশও, অনুষ্ঠানটি বাতিল করেনি এবং অনুষ্ঠান চালিয়ে যায়। যদি সত্য হয় তবে এটি অত্যন্ত অমানবিক।একটি সাক্ষাৎকারে দেখলাম একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, পুলিশ লাঠি চালিয়েছে। এর প্রকৃত তদন্ত হওয়া উচিত।

২০০৫ সালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের অধীনে সুরক্ষাবিধি এবং সামাজিক দূরত্বের নিয়মাবলীগুলির যথাযথ বিবেচনা না করে যাঁরা এই অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে জড়িত ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। লাঠিচালনায় জড়িতদের ব্যাপারে খতিয়ে দেখা উচিত। যাঁদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য এই দুর্ঘটনা এবং মৃত্যু, প্রত্যেককে তার দায় নিতে হবে। যদি প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা এবং আধিকারিকরা আগে থেকে সুরক্ষাবিধির দিকে নজর দিতেন এবং অনুষ্ঠানটিকে ছাড় পত্র দেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে বিচার করতেন, তাহলে অহেতুক এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এবং প্রাণহানি এড়ানো যেত।"

ব্রিটেনে অক্সফোর্ড প্রতিষেধকের টিকাকরণ শুরু

লন্ডন, ৪ জানুয়ারি (হি. স.): করোনা মহামারী নির্মূল করার লক্ষ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং এস্ট্রাজেনেকার যৌথ উদ্যোগে তৈরি হওয়া প্রতিষেধক জনগণের মধ্যে দেওয়ার কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে ব্রিটেন। প্রতিষেধক এর প্রথম ডোজটি দেওয়া হয় বছর ৮২ -এর কিডনি রোগে আক্রান্ত ও ডায়ালিসিস চলা ব্রায়ান পিংকার নামে এক রোগী।

স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ৩০মিনিট নাগাদ অক্সফোর্ডের চার্চিল হাসপাতলে চিকিৎসাধীন ব্রায়ান পিংকারকে করোনার প্রতিষেধক দেওয়া হয়। প্রতিষেধক নেওয়ার পর ব্রায়ান পিংকার জানিয়েছেন, প্রতিষেধকটি অক্সফোর্ডে তৈরি হওয়ার কারণে তিনি গৌরবান্বিত অনুভব করছেন। অন্যদিকে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে চলতি সপ্তাহে ৫ লক্ষ মানুষকে করোনা প্রতিষেধক দেওয়া হবে। এপ্রিল পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১ কোটি।

করিমগঞ্জের ইচাবিল চা বাগানে এসএমসিএইচ-এর ডাক্তারদের নিয়ে এবিভিপির স্বাস্থ্য শিবির

বাজারিছড়া (অসম), ৪ জানুয়ারি (হি.স.) : লুইব্রেল দিবস উপলক্ষ্যে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর ইচাবিল শাখার ব্যীবস্থাপনায় এবং দক্ষিণ অসম সক্ষমের সর্বশিক্ষা মিশনের সহযোগিতায় করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার ইচাবিল চা বাগানে একটি দিব্যাঙ্গ সেবা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই শিবিরে প্রায় দুই শতাধিক জনতা অংশগ্রহণ করেছেন। শিবিরে চিকিৎসক হিসেবে ছিলেন শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (এসএমসিএইচ)-এর অস্থি রোগ বিশেষজ্ঞ তথা ওই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা. বিপুল বরঠাকুর, ন্যাশনাল মেডিকস অর্গানাইজেশনের বরাক উপত্যকার সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. রঞ্জনা ধর, ফিজিওথেরাপিস্ট ডা. নবারুণ সাহা, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ আই ব্যাঙ্কের ডা. নম্রতা শ্রী এবং ডা. রাজনীল ভট্টাচার্য। তাছাড়া অতি সক্ষমের দক্ষিণ অসম প্রান্ত সম্পাদক তথা রাজ্যত ক্ষেত্র সংযোজক মিঠুন রায়, ক্কএরা আমাদের" দিব্যাঙ্গ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণীদেব ভাওয়াল, সক্ষম-এর দক্ষিণ অসম প্রান্তের প্রকল্প প্রমুখ বিশ্বরাজ চক্রবর্তী, হাইলাকান্দি জেলা সচিব গোবিন্দ নাথ, যুগ্ম সচিব নন্দিতা নাথ, সমাজকর্মী পঞ্চমী দেব প্রমুখ ওই শিবিরে সেবা প্রদান করেছেন।

শিবিরের চিকিৎসকরা দৃষ্টিহীনতা (অন্ধত্ব), কানের সমস্যা, শরীরের বিভিন্ন বিকলাঙ্গতার উপর পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি তাদের হাতে কিছুদ ওষুধপথ্যরও তুলে দেন। সেই সঙ্গে দিব্যাঙ্গ ভাতা, দিব্যাঙ্গে শংসাপত্র, আরবিএসকে লাইফলাইন ট্রেন ইত্যা্দি পরিষেবা সম্পর্কেও দিবাঙ্গদেরে বিশদভাবে জানান তাঁরা। শিবিরের গোটা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রাক্তন প্রদেশ কার্যকারিণী সমিতির সদস্য সুরজ কানু। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যা খ্যা করেন মিঠুন রায়। এর পর প্রধান অতিথি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উত্তর পূর্বাঞ্চল সম্পর্কপ্রমুখ ও সিডব্লুসি মেম্বার মহেশ ভগবত সেবা কার্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংবলিত বক্তব্য পেশ করেছেন।

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শ্রীভূমি ও রামকৃষ্ণনগর জেলা প্রচারক নেপাল রায়, পাথারকান্দি ও লোয়াইরপোয়া প্রখণ্ড শারীরিক প্রমুখ সুজয় পাল, চেরাগী প্রখণ্ডের কার্যবাহ অসীম বিশ্বাস, ইচাবিল গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি রামেশ্বর ছেত্রী, সচিব রতন কুর্মি, ইচাবিল বাগান পঞ্চায়েত সভাপতি রাজু কুর্মী, সমাজকর্মী মধুসূধন লোহার, বাজারিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতির প্রতিনিধি সুচরিত পাল, আরবিএসকে এনএইচএম ডা. মুকেশ কানু, এবিভিপি-র শিলচর নগর বিস্তারক বিশাল পাল প্রমুখ।

শিবিরটি আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রাক্তন জেলা সহ-সংযোজক প্রদীপ দেবনাথ। এছাড়াও শিবিরে অন্যা ন্যরদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবিভিপির দীপক গোয়ালা, সনু গোয়ালা, রবীন সিংহ, টিকেন্দ্রজিত সিংহ, সুদীপ শুক্লবৈদ্য, সুজন দাস, বিজয় রায়, তরুণ চৌধুরী, শতাব্দি পাল, রুমা দাস, ঈশিতা সিনহা, রিয়া সিনহা, মৌটুসী রায়, সাহিল খান, মিতু নাথ, কুনাল চন্দ প্রমুখ।

করিমগঞ্জে শারীরিক নিগৃহীতা মহিলা, কংগ্রেস নেতার ভাইকে অভিযুক্ত করে থানায় এফআইআর

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ জানুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের ঐতহ্যমণ্ডিত করিমগঞ্জে শহরে অবস্থিত ছন্তর বাজারে জনৈক মহিলাকে শারীরিক নিগৃহীত করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ভুক্তভোগী। তিনি পুরসভার প্রাক্তন উপপুরপতি তথা কংগ্রেস নেতার ভাইকে অভিযুক্ত করে করিমগঞ্জ সদর থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন শারীরিকভাবে নিগৃহীত মহিলাটি।

সদর থানায় দায়েরকৃত এফআইআর-এ সুজাতা দাস পুরকায়স্থ রায় নামের জনৈক মহিলা অভিযোগ করেছেন, পুরনো আক্রোশবশত রবিবার রাতে ছন্তরবাজারে তাঁর স্বামী রাজু রায়কে নিজের দোকানে আটক করে রাখেন প্রাক্তন উপপুরপতি পার্থসারথি দাসের বড় ভাই ঝিংকু দাস। খবর পেয়ে স্বামীকে উদ্ধার করতে তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে গেলে ঝিন্টু দাস তাঁকেও আটক করে রাখেন। এমন-কি স্বামীর চোখের সামনেই ঝিংকু সহ অন্যরা মিলে তাঁকে বেধড়ক মারপিট করেছে। গলার সোনার হার সহ অন্যান্য সামগ্রীও ছিনিয়ে নিয়েছেন তাঁরা। কেবল তা-ই নয়, তাঁর সঙ্গে আগত বোনকেও মারধর করা হয়েছে, এফআইআর-এ অভিযোগ করেছেন সুজাতা দাস রায় পুরকায়স্থ।

তাতে তিনি আরও লিখেছেন, ঝিংকু দাসের হামলায় বোন এবং তিনি নিজে প্রচণ্ডভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। ঘটনার পর রবিবার রাতেই সদর থানায় ছুটে গিয়ে ঝিংকু দাসের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন সুজাতা। কিন্তু সোমবার বিকেল পর্যন্ত ঝিংকু দাসকে আটক করা হয়নি বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন অভিযোগকারিণী সুজাতা দাস পুরকায়স্থ রায়।

মূলত করিমগঞ্জ পুরসভার প্রাক্তন উপপুরপতি পার্থসারথি দাসের বড় ভাই হওয়ার সুবাদে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলেও গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন সুজাতা। সদর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা না নিলে তিনি এর শেষ দেখেই ছাড়বেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে বদরপুরে প্রস্তুত বিশ্বের প্রথম ও ভারতের একমাত্র রেল হাসপাতাল 'লাইফলাইন এক্সপ্রেস'

বদরপুর (অসম), ৪ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমে হাজির হয়েছে বিশ্বের প্রথম এবং ভারতের একমাত্র রেল হাসপাতাল 'লাইফলাইন এক্সপ্রেস'। 'লাইফলাইন এক্সপ্রেস' এ মুহূর্তে দক্ষিণ অসমের বদরপুর রেলওয়ে জংশনে অবস্থান করেছে। ভারতীয় রেল মন্ত্রালয় ট্যুইটারযোগে 'লাইফলাইন এক্সপ্রেস' সম্পর্কিত কয়েকটি আলোকচিত্রও প্রকাশ করেছে।

লাইফলাইন এক্সপ্রেসে বিশ্বের উন্নতমানের প্রযুক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা সংযুক্ত করেছে ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের রোগীদের লাইফলাইন এক্সপ্রেসে বিনামূল্যের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়। লাইফলাইন এক্সপ্রেসের চিফ অপারেটিং অফিসার চন্দ্রকান্ত দেশপাণ্ডে এবং ডেন্টাল সার্জন ডা. জসবীর সিং অত্যন্ত যত্নসহকারে বিশেষ এই স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিচালনা করছেন।

তাঁরা জানান, মূলত যে-সকল আর্থিকভাবে দুর্বল এবং দুর্গম অঞ্চল থেকে আগত রোগীদের চিকিৎসা প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। বিশ্বের প্রথম রেল হাসপাতাল লাইফলাইন এক্সপ্রেসে চিকিৎসকের একটি দল সবসময় রোগীদের সহায়তার জন্য প্রস্তুত। ইতিমধ্যে এই চিকিৎসকের দল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহুসংখ্যক রোগীর চিকিৎসা প্রদান করেছে, জানান লাইফলাইন এক্সপ্রেসের চিফ অপারেটিং অফিসার চন্দ্রকান্ত দেশপাণ্ডে। তিনি জানান পুরো ট্রেনই একটা আধুনিক হাসপাতাল। ট্রেনে যে কোনও জটিল অপারেশনের সুব্যবস্থা রয়েছে, রোগীদের প্রয়োজনীয় ওষুধ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় পথ্যও ট্রেন থেকে পরিবেশন করার ব্যবস্থা রয়েছে। মুম্বাইয়ের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'ইমপেক্ট ইন্ডিয়া' সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে প্রথমবারের মতো ১৯৯১ সালে এই ট্রেন চালু করেছিল। এ পর্যন্ত এই হাসপাতাল ট্রেন ভারতের ২০৯টি জায়গায় ভ্রাম্যমাণ পদ্ধতিতে ঘুরে রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করেছে। অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা তথা বাতানুকূল এই ট্রেন 'লাইফলাইন এক্সপ্রেস' দাঁড়িয়ে আছে বদরপুর রেলওয়ে জংশনে। ৫ জানুয়ারি থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ট্রেনে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করবে লাইফলাইন এক্সপ্রেস।

নেতাজি সুভাষ বসুর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে সভা শিলচরে

শিলচর (অসম), ৪ জানুয়ারি (হি.স.) : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে আজ সোমবার শিলচরের পেনসনারসভবনে এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভায় পৌরোহিত্য করেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য।

সভায় উপস্থিত সদস্যরা আগামী একবছর নেতাজির চিন্তা, চেতনাকে তুলে ধরতে "নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবর্ষ উদযাপন সমিতি" গঠন করা হয়েছে। সমিতির উপদেষ্টা হিসেবে মনোনীত হন বিশিষ্ট

ছয়ের পাতায়

নাজিরায় মন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের ২৫ কিমি বিশাল সাইকেল মিছিল, ১৬ হাজার মহিলাকে আত্মনির্ভরতার সামগ্রী বিলি

নাজিরা (অসম), ৪ জানুয়ারি (হি.স.) : বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রায় ১৬ হাজার মহিলার হাতে আত্মনির্ভরতার নানা সামগ্রী বিলি করতে ২৫ কিলোমিটির দীর্ঘ বিশাল সাইকেল মিছিল করেছেন রাজ্যের অর্থ-শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও পূর্ত মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ শিবসাগর জেলার অন্তর্গত কংগ্রেসের দুর্গ নাজিরায় বিজেপির কার্যকর্তা ও সমর্থকদের নিয়ে বিশাল সাইকেল মিছিল করে চমক দেখিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা।

নাজিরার মাদুরি থেকে নমাটি, নাজিরা শহর হয়ে রজাপুল পর্যন্ত প্রায় ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সাইকেল মিছিল করে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'আশ্রয়'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সমাবেশে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা 'আমার বাজার, আমার দখল'-এর স্লোগান দিয়ে নয় (৯) হাজার মহিলা তাঁতশিল্পীকে গামোছা বুনতে সুতা, চা জনগোষ্ঠীয় পাঁচ (৫) হাজার এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর দুই (২) হাজার মহিলাকে উন্নত প্রজাতির মোরগ-ছানা বিতরণ করেছেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (স্বতন্ত্র) দফতরের মন্ত্রী যোগেন মহন, রাজ্যসভার সদস্য কামাখ্যাপ্রসাদ তাসা, যোরহাটের সাংসদ তপন গগৈ সহ বিজেপির বহু স্থানীয় নেতা, কার্যকর্তা ও সমর্থক।

শেষ হল সিপিএম-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির দু'দিনের অধিবেশন

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : "বুথ স্তরে সাংগঠনিক প্রস্তুতি জোরদার করতে হবে। এই লড়াইয়ে বিরাট ভূমিকা পালন করবেন তরুণরা।" সিপিএম-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির দু'দিনের অধিবেশন শেষে সোমবার এই মন্তব্য করেন দলের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। সভায় সভাপতিত্ব করেন বামপ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভার প্রেস বিবৃতিতে এদিন জানানো হয়, গণফ্রন্টের স্বাধীন ও নিজস্ব কর্মসূচি ছাড়াও জনজীবনের জরুরী দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সভায় সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতেও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটছে। ট্রাম্পের পরাজয় ও অন্যান্য ঘটনাবলী থেকে অতি দক্ষিণপন্থা দুর্বল হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী শক্তিগুলির সামনে

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

উপহাসের মোড়কে বানানো তিনটি ছবি

ডার্ক কমেডি অথবা স্যাটায়ারকোনো সংজ্ঞায়ই ফেলব না। কেবল উপহাসের মোড়কে ধর্ম-রাজনীতি-জীবনএই তিনের মিশেলে বানানো তিনটি ছবির কথা বলব। শিল্পমানের বিচারে সবচেয়ে নম্বর কম পাওয়া ছবিটি সবচেয়ে জনপ্রিয় আর সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়া ছবিটি অনেকে চেনেই না।

২০০৯ সালে 'থ্রি ইডিয়টস' বানিয়ে হুলুস্থুল ফেলে দেন নির্মাতা রাজ কুমার হিরানি। আমির, সালমান যোশী আর মাধবনের এককাট্টা অভিনয় তাক লাগিয়ে দেয়। হিরানি এবার বাস্তবতার বাইরে গিয়ে স্যাটায়ারের সুরে ধর্ম ও রাজনীতির ব্যবসা তুলে আনার চেষ্টা করলেন।

মানুষের প্রতিদিনের দিনযাপনের অভ্যাস তার চোখে পড়ে না। তাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হিরানি আমদানি করলেন এক এলিয়েনকে, নাম 'পিকে'। পিকে এসে হারিয়ে ফেলে তার বাহনের রিমোট। সে রিমোট খুঁজতে গিয়ে বন্ধুত্ব হয় এক টিভি সাংবাদিকের সঙ্গে। দুজনে মিলে রিমোট খুঁজতে খুঁজতেই একে একে উদ্ধার করে ধর্ম নিয়ে ব্যবসার নানা দিক।

ধর্ম ব্যবসার সঙ্গে ভয়ংকরভাবে জড়িত রাজনীতি। 'পিকে' ছবিতে সেদিকেই আঙুল তুললেন হিরানি। কিন্তু ধর্ম নিয়ে ব্যবসা তুলে আনলেও এই ধর্মই যে মানুষের জীবনের অনুভূতির সঙ্গে মেশানো, তা হিরানি তুলে আনতে পারেননি সমাজবাস্তবতা দিয়ে।

এই দুয়ের মিশেল দেখতে হলে তাকাতে হবে মারাঠি ছবি 'দেওল'-এর দিকে। তরুণ চলচ্চিত্রকার উমেশ বিনায়ক কুলকার্নি যেন সমাজ ছেঁকে তুলে এনেছেন এই ছবির গল্প। গ্রামের দরিদ্র যুবক কেশ্যা। তার একমাত্র সম্বল গরু কার্ডি। গ্রামের মাতবর ভাউয়ের গরু দেখাশোনা করে কেশ্যা। একদিন ভরদুপুরে গাঁয়ের মাঠে একমাত্র গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়ে কেশ্যা। স্বপ্নে

দেখা পায় আধ্যাত্মিকতার। এই খবর ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্রামে।

ধীরে ধীরে গাছ ও কার্ডিকে ঘিরে গ্রামের মানুষের ভক্তি বেড়ে চলে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনীতি। তৈরি হয় তীর্থকেন্দ্র।

গ্রামের একমাত্র বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি আনা কুলকার্নি। মন খারাপ করে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। কেশ্যা পছন্দ করে আনাকে। ভালো লাগে তার যুক্তিপূর্ণ কথা। আবার মনের মধ্যে ধর্মকে ঘিরে যে শীতল অনুভূতি, তাকেও সে ফেলে দিতে পারে না।

মহারাষ্ট্রের অসাধারণ ল্যান্ডস্কেপ আর গিরিশ কুলকার্নির অভিনয়, মুগ্ধতা ছড়াবে ফ্রেমে ফ্রেমে। মারাঠি সিনেমার যে গল্পই নায়কপ্রধান, তা আবার প্রমাণ করেছে ছবিটি। নানা পাটেকর, সোনালি কুলকার্নি, কিশোর কদম, শ্রীকান্ত যাদবের অভিনয় চোখে লেগে থাকবে।

শেষ করব আমির খানেরই একটি ছবি দিয়ে। আমিরের অভিনয় নয়, প্রযোজিত ছবি। আমির-সংশ্লিষ্ট ছবিগুলোর মধ্যে 'পিপলি লাইভ'কেই রাখব সবার আগে। পিপলি গ্রামের দুই ভাই নাথা আর বুধিয়া। ব্যাংক লোন পরিশোধ থেকে মুক্তি পেতে নাথা পরিকল্পনা করে আত্মহত্যার। গ্রামের এক চায়ের দোকানে আলাপকালে এই খবর জেনে যায় সাংবাদিক রাকেশ। নিউজ হতেই নাথার বাড়ির দিকে ছুটতে থাকেন সাংবাদিকেরা। চলে আসেন রাজনৈতিক নেতারা। নাথা কবে আত্মহত্যা করবে, কীভাবে করবে, এ নিয়ে চলে বিস্তর আলোচনা।

নাথার বাড়ির অন্দরে টিভি সাংবাদিকদের ভিড়ে অতিষ্ঠ পরিবার। পিপলি গ্রামে যেন মেলা বসেছে। লোকে লোকারণ্য। নাথা যাতে আত্মহত্যা করতে না পারে, এ কারণে রাখা হয়েছে নিরাপত্তারক্ষী। একদিন রাজনৈতিক এক পক্ষের মাধ্যমে কিডন্যাপ হয় নাথা। তারা জ্বালিয়ে দেয় গ্রাম।

গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারকে ঘিরে রাজনীতি ও সংবাদপত্রের চালচিত্র উপহাসের মোড়কে তুলে ধরেন পরিচালক আনুশা রিজভি। নাথার চরিত্রে ওমকার দাশ মানিকপুরির অভিনয় আজও চোখে ভাসে। নওয়াজুদ্দিনের মতো জাঁদরেল অভিনেতা ছিলেন সাংবাদিক রাকেশের চরিত্রে।

ব্রিসবেন থেকে সুখবর এল 'চন্দ্রাবতী কথা'র জন্য

বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাঙালি নারী কবি চন্দ্রাবতী। তাঁর জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র 'চন্দ্রাবতী কথা' এই লকডাউনেও সুদূর অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন থেকে বয়ে নিয়ে এসেছে সুখবর। এশিয়া প্যাসিফিক স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ডসের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে এই ছবি। আজই সুখবরের চিঠি উড়ে এসে জমা হয়েছে পরিচালক এন রাশেদ চৌধুরীর মেইল বাক্সে।

অনুভূতি জানাতে প্রথম আলোকে এই পরিচালক বলেন, 'গবেষণা, শুটিং পূর্ব প্রস্তুতি, শুটিং, পোস্ট প্রোডাকশনসব মিলিয়ে পাঁচ বছরের মতো সময় লেগেছে ছবিটি সম্পন্ন করতে। ভালোই লাগছে। কেননা, এপিএসএ এই মহাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চলচ্চিত্র উৎসব। বিশ্বের ৭০টি দেশ থেকে এখানে ছবি জমা পড়েছে।' বাংলাদেশের দর্শকেরা ছবিটি কবে দেখতে পাবেন? এই প্রশ্নের উত্তর আসে, '২০২০ সালের জানুয়ারিতে আমরা ছবিটি সেন্সর বোর্ডে জমা দিই। ছবিটি এখনো সেখানেই আছে। সেন্সর বোর্ড থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। আমরা অপেক্ষা করছি। মহামারির কাল শেষ হোক। সবকিছু ঠিক থাকলে যত দ্রুত সম্ভব আমরা দেশের মানুষকে ছবিটি দেখাতে চাই।'

২০১৫ সালের সরকারি অনুদান, ম্যানগ্রোভ পিকচারস ও বেঙ্গল ক্রিয়েন্সের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছে এই চলচ্চিত্র। ২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সর্ববৃহৎ এই উৎসবের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হবে।

'চন্দ্রাবতীর কথা' ছবিটির প্রিমিয়ার হয় ২৫তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে, ২০১৯ সালের নভেম্বরে। ১৫৫০ থেকে ১৬০০ সালের সময়কার চন্দ্রাবতী জীবন্ত হয়েছেন 'আলফা'খ্যাত দোয়েল ম্যাশের শরীরে। এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, মিতা রহমান, গাজী রাকায়েত, আরমান পারভেজ মুরাদ, কাজী নওশাবা আহমেদসহ অনেকে। ২০১৬ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত চন্দ্রাবতীর জন্মস্থান কিশোরগঞ্জ ছাড়াও ময়মনসিংহ, নেত্রকোনার অন্যান্য এলাকায় বিভিন্ন ঋতুতে শুটিং হয়। পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ চলেছে ভারতে। সংগীত পরিচালনা করেছেন কলকাতার সাত্যকি ব্যানার্জি।

জন্মদিনে মাধুরীর অজানা প্রেমকাহিনি

আজ বলিউডের বড় পর্দার 'মোহিনী' মাধুরী দীক্ষিতের জন্মদিন। বয়সের মুকুটে আরও একটা পালক যুক্ত হলেও মাধুরী প্রমাণ করেছেন, বয়সকে তিনি নিজের মুনশিয়ানায় কেবলই সংখ্যা বানিয়ে রাখতে জানেন। ৫৩তম জন্মদিনে জেনে নেওয়া যাক পদ্মশ্রী মাধুরী ও তাঁর জীবনসঙ্গী শ্রীরাম মাধব নেনের প্রেককাহিনি।

সিমি গারেওয়ালের শোতে মাধুরী প্রথম দেখার কথা জানিয়েছিলেন এভাবে, 'আমি এমন একজন মানুষের সঙ্গে দেখা করলাম, যে আমাকে চিনতই না। কোনো পূর্বধারণা ছাড়াই সে আমার সঙ্গে দেখা করল। আর জিজ্ঞেস করল, তার সঙ্গে আমি বাইকে চড়ে পাহাড়ে ঘুরতে যাব কি না। আর আমি জানি না কেন, যেই আমি এর আগে গত ২০ বছরে কারও মোটরসাইকেলে উঠিনি, সেই আমি হাসিমুখে রাজি হয়ে বললাম, হ্যাঁ, আমি যাব।'

বিয়ের দিন শ্রীরাম মাধুরীকে যা বলেছিলেন

শ্রীরাম বিয়ের আগ পর্যন্ত ধারণাই করতে পারেননি যে

মাধুরী ভারতে কত বড় তারকা। বিয়ের দিন মিডিয়া আর মানুষ দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন এই ডাক্তার। স্ত্রীকে ফিসফিস করে বলেছিলেন, 'ও মাই গড, এত মানুষ কেন!' মাধুরী হেসে বলেছিলেন, 'এ তো কঠোর গোপনীয়তা আর নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে। না হলে তো ভেঙে পড়ত।' নেনে জানিয়েছিলেন, এসব দেখে শুনে তাঁর বিয়ের দিন নাকি কেটেছিল ঘোরের ভেতর।

মাধুরী জানান, নেনে নাকি বিয়ের আগে মাধুরীর কোনো ছবিই দেখেনি। এমনকি অমিতাভ বচ্চন ছাড়া ভারতের আর কোনো তারকার নামও জানত না নেনে। স্কুলে পড়ার সময় নাকি একবার 'অমর আকবর অ্যান্টনি' দেখেছিলেন। বলিউডের ছবি নিয়ে নেনের স্মৃতি বলতে এটুকুই।

যুক্তরাষ্ট্রের দিনগুলোতে মাধুরী

বিয়ের পর বড় পর্দা থেকে দীর্ঘদিনের বিরতি নেন মাধুরী। মুম্বাই থেকে উড়াল দেন লস অ্যাঞ্জেলসে। মাধুরী জানান, তিনি তাঁর সবটুকু দিয়ে জীবনের এই বিশেষ অধ্যায়কে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন, 'আমার জীবনসঙ্গী একজন কার্ডিওভাসকুলার সার্জন। সে ভোর সাড়ে পাঁচটায় বেরিয়ে পড়ত। আর তার আগেই আমি নাশতা রেডি করতাম। একসঙ্গে সকালের নাশতা সারতাম। তারপর ও বেরিয়ে পড়লে আরেকটু ঘুমিয়ে নিতাম। আমি আমার জীবনের প্রতিটি মিনিট উজাড় করে বিবাহিত জীবনকে অনুভব করতে চেয়েছি।'

মাধুরীর সিনেমা দেখতে নার্ভাস লাগত নেনের

বিয়ের আগে শ্রীরাম মাধুরীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি অভিনয় কর। তাহলে তো তোমাকে সঙ্গে ব্যাগ নিয়ে ঘুরতে হয়, তাই না?' এই প্রশ্ন শুনে মাধুরী তো হেসেই খুন। নিজের বোকামি সে সময় বুঝতে পারেননি এই ডাক্তার। মাধুরী বলেন, 'আমার তারকাখ্যাতি নিয়ে ওর কোনো ধারণাই ছিল না। বিয়ের পরেও মাধুরী অসংখ্যবার নিজের সিনেমা দেখতে বসিয়েছেন নেনেকে। কিন্তু বিয়ের দিনের ঘটনায়-ই কিনা, নেনের নাকি নার্ভাস লাগত।' নেনে তাঁর সিনেমা দেখতে চাইত না জানিয়ে মাধুরী বলেন, 'সিনেমা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই নেনে বলত, 'আমরা অন্য কিছু করি? চলো, আমরা অমুক জায়গা থেকে ঘুরে আসি; তমুক রেস্টুরেন্টে খেতে যাই। এটা করি, সেটা করি।' যে কারণে মাধুরী আর নেনের প্রেম হলো সিমি গারওয়ালকে মাধুরী বলেন, 'আমরা দুজন একেবারে দুই মেরুর মানুষ। ওর বেড়ে ওঠা লস অ্যাঞ্জেলসে। আমার সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। তাই ব্যক্তি আমাকে মনে ধরেছিল ওর। আর সেই বিষয়টা আমারও ভালো লেগেছিল। আমরা সম সময় সঙ্গীর ভেতর মিল খুঁজি। কিন্তু আমাদের অমিলেও কোথায় যেন একটা সুর ছিল। তাই তো পাহাড়ে বাইক রাইডিংয়ের প্রস্তাবে আমি হ্যাঁ করেছিলাম। আমরা সবাই জীবনকে একটা সুযোগ দিতে চাই। তাই নয় কি?'

২২ বছরের দাম্পত্য জীবনের রহস্য

'আমরা সুখেই এক জীবন কাটিয়ে দিতে পারছি। আমার মনে হয়, এটা সম্ভব হয়েছে একটাই কারণে। আমরা কেউ কাউকে বদলাতে যাইনি। অথচ, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে এটিই একজন আরেকজনের কাছ থেকে আশা করে যে তার সঙ্গী তার জন্য বদলে যাবে। এটা ঠিক নয়। আমরা দুজনে যেমন ঠিক তেমনভাবেই গ্রহণ করেছি। সে যেমন, আমি সেই সবকিছু মিলিয়েই ওকে ভালোবেসেছি। আর এই কথা ওর জন্যও সমান সত্য।'

লাবণ্য ফিরে পেতে ডাবল ক্রিম থেরাপি

ত্বকের চির তারুণ্য সকলেরই কাম্য তাই নির্জীব ত্বকে হারানো লাবণ্য ফিরিয়ে আনতে ডাবল ক্রিম থেরাপির সাহায্য নিতে পারেন.

ডাবল ক্রিম থেরাপি— এই থেরাপির প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্চে ডাল স্কিনকে ময়েশ্চারাইজার করা, স্কিনকে গ্লো দেওয়া এবং তার সঙ্গে ডি ট্যান করা। দৈনন্দিন জীবন যাপনে বিপর্যস্ত হতে পারে আপনার সৌন্দর্য। তাই জেনে নিন লেবুর ছোঁয়ায় রূপের যত্ন নিতে কিছু কার্যকরী ব্যবহার। ত্বকের উজ্জ্বল ত্বরে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে লেবু খুবই উপযোগী। একচির লেবুতে একটু চিনি ছিটিয়ে ত্বকে আলতো করে ঘষতে থাকুন। এটি প্রাকৃতিক স্ক্রাবার হিসেবে কাজ করবে। লেবুর ব্লিচিং ইফেক্ট ত্বকেরউজ্জ্বলতা বাড়াবে। তারপর কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে ফেললেই হল। শীতকালে সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকলে গরমকালের থেকেও স্কিনটা অত্যধিক কালো এবং ড্রাই দেখায় অর্থাৎ এই সময় স্কিন অতিরিক্ত ড্যামেজ হয়ে যায়। ডাবল ক্রিম থেরাপির মাধ্যমে সমস্ত ড্যামেজ সেল সরিয়েত্বককে দারুণভাবে রিজুভিনেট করা যায়। এই পুরো থেরাপিটাই ক্রিমবেসড। এখানে জলের ব্যবহার একদমই হয় না।

প্রথমে লা ল্যাভেন্ডার দিয়ে ত্বককে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। এই ক্লিনজিং করতে করতেই ত্বকের ট্যান ভাব অনেকটাই কেটে যায়, ত্বক বেশ তরতাজা হয়ে ওঠে। এই ফেসিয়ালে আলাদা করে কোনো স্ক্রাবিং করা হয় না। তার বদলে ব্যবহার করা হয় লা হোয়াইট নামে একটি অর্গানিক প্রোডাক্ট। এটি ১৬ মিনিট মতো মুখে লাগিয়ে রাখা হয়, এরপর পাইনঅ্যাপেল অ্যাপ্লিকেটারের সাহায্যে খুব হালকা হাতে রাব করে নেওয়া হয়। এরপর হালকা হাতে খুব আস্তে লা হোয়াইট তুলে ফেলা হয়। লা হোয়াইট ভীষণভালো ডি ট্যান এর কাজ করে, মুখের উপরে যে ডেড স্কিন সেলগুলি আছে তা খুব ভালো করে রিমুভ করে দেয়। এই সময় ত্বকের ধরন অনুযায়ী বিউটিশিয়ানরা স্কাবিং মেশিন, পিলিং মেশিন অথবা সাকশন মেশিন ব্যবহার করে থাকেন। এরপর লা আমন্ড ক্রিম দিয়ে পুরো মুখটা ম্যাসাজ করা হয়। এই ক্রিমটি এমন ধরনের অর্গানিক ক্রিম যা খুব সহজেই স্কিনের ভেতরে চলে যায় তার ফলে স্কিনটা খুব সফট হয়ে যায় আর সঙ্গে স হেগ স্কিন খুব ভালো ময়েশ্চারাইজডও হয়ে যায়। এবার এই ক্রিম রিমুভ না করেই লা স্যান্ডেল প্যাক স্কিনে ল াগিয়ে দেওয়া হয় পাইনঅ্যাপেল অ্যাপ্লিকেটারের সাহায্যে। এবার স্কিন টাইপ অনুযায়ী গ্যালভানিক অথবা আলট্রাসনিক মেশিন ব্যবহার করা হয়। এই প্যাকটি ১৫ মিনিট রেখে তুলে ফেলা হয়। লা স্যান্ডেল প্যাকের প্রধান কাজ হল স্কিনকে খুব টানটান করে দেওয়া, স্কিনের উপরের ফাইন লাইনগুলি মিলিয়ে দেওয়া এবং স্কিনকে ইয়ংগার লুক এনে দেওয়া। এবার এই প্যাক তুলে ফেলার পরেও আরো একবার স্কিনে হালকা হাতে ম্যাসাজ করা হয় তাই একে বলে ডাবল ক্রিম থেরাপি। লা রেপ্লিকো নামে একটি ফুল অর্গানিক ক্রিম দিয়ে এই ম্যাসাজ চলে ৫ মিনিট। এই পুরো ফেসিয়ালে যা যা ক্রিম ব্যবহার করে স্কিনের উজ্জ্বলতা ফিরে এল, সেটি এই ক্রিম ম্যাসাজের মাধ্যমে স্কিনের উজ্জ্বলতা ফিরে এল, সেটি এই ক্রিম ম্যাসাজের মাধ্যমে স্কিনে ব্লক করে দেওয়া হ য়। স্কিনকে টাইট রাখার জন্য। এই ফেসিয়াল করে রাতে শুতে যাবার আগে স্কিন ক্লিনজিং করে অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার অথবা নাইট ক্রিম লাগাতে হবে। এই ফেসিয়ালে পুরোপুরি অর্গানিক ফেসিয়াল।

স্কচ ফেসিয়াল —

এই ফেসিয়াল ইনস্ট্যান্ট গ্লো এর কাজ করে। দীর্ঘদিন যে রূপচর্চা করেনি বা কোনো পার্টিতে যাবার আগে অথবা হঠাৎ করে বিয়ে ঠিক হওয়া কনেও এই ফেসিয়ালে খুব কম সময়ে ত্বকের জেল্লা ফিরে পেতে পারেন। এটিও একটি অর্গানিক ফেসিয়াল।

এই ফেসিয়ালের প্রথমে স্কচ ডিপ ব্রাইট দিয়ে ৫ মিনিট ধরে ক্লিনজিং করে নেওয়া হয়। অতিরিক্ত পিম্পল বিহীন সমস্ত ত্বকেই এই ফেসিয়াল করা যায়। এটিও ক্রিমবেসড ফেসিয়াল, এতেও জলের ব্যবহার একদমই হয় না। তার বদলে ক্রিমের সঙ্গে স্কচ ডি লাইট ব্যবহার করা হ য়। অতিরিক্ত পিম্পল বিহীন সমস্ত ত্বকেই এই ফেসিয়াল করা যায়। এটিও ক্রিমবেসড ফেসিয়াল, এতেও জলের ব্যবহার একদমই হয় না। তার বদলে ক্রিমের সঙ্গে স্কচ ডি লাইট ব্যবহার করা হয়। এরপর একটি ক্রিম কনসেনট্রেড প্যাকের মতো স্কিনের ওপর লাগিয়ে দেওয়া হয়। এটি ১৫ মিনিট থেকে আধঘন্টা রাখা হয়। এতে স্কিনে যত ট্যান আছে সব রিমুভ হয়ে যায়।

সোমবার আগরতলায় কৃষক স্বার্থ সংঘের গণঅবস্থান পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

চলতি বছর গঙ্গাসাগর মেলায় যাচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি স): আর মাত্র কয়েকদিন পরেই গঙ্গাসাগর মেলা। প্রতিবছরই গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে উৎসাহের অন্ত থাকে না দর্শনার্থীদের। যদিও চলতি বছর করোনা আবহে পালিত হবে গঙ্গাসাগর মেলা। অন্যান্য বছর গঙ্গাসাগর মেলায় গেলেও চলতি বছর বর্তমান পরিস্থিতিতে মেলায় যাবে না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।

আগামী ৯ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা চলবে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই গঙ্গাসাগর মেলাকে নিয়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে। প্রস্তুতি দেখতে আগামী ৮ ও ৯ জানুয়ারি গঙ্গাসাগরে যাওয়ার কথা থাকলেও সেই পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছে। এমনকি রাজ্যবাসীকে বর্তমানের পরিস্থিতিতে ভার্চুয়ালিই গঙ্গাসাগর দর্শনের আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।পাশাপাশি এদিন গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী জানান , গঙ্গাসাগর মেলা আমাদের গর্ব। কিন্তু এই বছর করোনা প্রটোকল মেনে সবকিছু করতে হবে। এই মেলায় বেশিরভাগ বাইরের লোক আসেন। এটি অন্যতম একটি বড় মেলা। গঙ্গাসাগর মেলা সম্পূর্ণ রাজ্য সরকার করে এক পয়সাও কেন্দ্রীয় সরকার দেয় না। আনন্দ করার থেকেও সতর্ক থাকা বেশি প্রয়োজনীয়। মেলায় ঢোকার মুখে ১৩ টি এন্টি পয়েন্ট তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়াও করোনা টেস্টের ব্যবস্থা রাখা হবে। দর্শনার্থীদের করোনা সুরক্ষায় হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনে থার্মাল স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। গঙ্গাসাগর থেকে কোনও ভাবেই করোনা সংক্রমণ না হয় সে বিষয়টি মাথায় রেখে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে চলেছে রাজ্য। মেলার প্রবেশ পথে ও স্নানের সময় দর্শনার্থীদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, গঙ্গাসাগর মেলা চত্বরে মেডিকেল ক্যাম্প কোভিড কন্টোল রুম, মাস্ক ও স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করা হবে। আবার, মেলা চত্বরে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হবে।

ঝাড়গ্রামে স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড তুলে দেওয়া হল মাহিলাদের হাতে

ঝাড়্গাম, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : তৃতীয় পর্যায় দুয়ারে সরকার ক্যাম্প চলছে ঝাড়্গাম জেলায়। একদিনে একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে দুয়ারে সরকার অভিযানে তেরোশর বেশি স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড তুলে দেওয়া হল মানুষের হাতে।ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে রম রমিয়ে চলছে দুয়ারে সরকার অভিযান।শীতের আমেজের সাথে মানুষজন এক উৎসবের মেজাজে সরকারি এই ক্যাম্প গুলিতে যাচ্ছেন এবং সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা গুলি নিচ্ছেন। সোমবার ঝাড়গ্রাম ব্লকের মানিকপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতে মানিকপাড়াতে স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড তুলে দেওয়া হল মাহিলাদের হাতে। মানিকপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান মাহাশিষ মাহাতো উপস্থিত থেকে মহিলাদের হাতে স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড তুলে দেন।স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড হাতে পেয়ে মাহিলাদের মুখে চওড়া হাঁসি।এদিন মানিকপাড়াতে দুয়ারে সরকারের শিবির বসে ছিল।এই শিবিরে ছবি তোলার পর কিছু সময়ের মধ্যেই মহিলাদের হাতে নিখরচায় চিকিৎসা বিমার এই কার্ড হাতে তুলে দেওয়া হয়।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মানিকপাড়া এলাকা থেকে ১৩৫৮ জন স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে কার্ডের জন্য আবেদন করেছিলেন।এদিন ওই ১৩৫৮ টি পরিবারের মাহিলাদের ছবি তুলে কিছু সময়ের মধ্যেই তাদের হাতে স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড তুলে দেওয়া হয়।প্রথম পর্যায়ে বেশ কিছু মহিলাদের হাতে স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড তুলে দেন মানিকপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের উপ প্রধান মহাশিষ মাহাতো,প্রধান কল্যানী মুদি। এদিন একদিনে তেরোশর বেশি মানুষ স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড পেয়ে খুবই খুশি। ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে বর্তমানে দুয়ারে সরকার অভিযানের তৃতীয় পর্যায় চলছে।ইতিমধ্যে ঝাড়গ্রাম জেলায় নথি যাচাইয়ের পর সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে পরিষেবা পয়েছে সাতান্ন হাজার ৬৬১ জন।এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে মানুষ পরিষেবা পয়েছেন ২৬ হাজার ৫২১ জন।একশো দিনের কাজের প্রকল্পে পরিষেবা পয়েছেন ১২ হাজার ৪৬৮ জন।খাদ্য সাথী প্রকল্পে পরিষেবা পেয়েছে ৫ হাজার ১৬২ জন।জাতিগত সংশাপত্র পয়েছেন ৬ হাজার ২৬ জন। এই ভাবেই দুয়ারে সরকার শিবির গুলি থেকে জেলার মানুষ জন পরিষেবা পাচ্ছেন।শিবিরে আগত মানুষ জনের জন্য আয়োজন করা হচ্ছে লোক সংস্কৃতির নানা স্বাদের নৃত্য,গীত।বিভিন্ন ক্যাম্পে থাকছে শিশুদের জন্য খেলার আয়োজন।এদিন মানিকপাড়া এলাকায় হাজারের বেশি মানুষ জন স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড পয়ে ব্যপক খুশি।এই বিষয়ে মানিকপড়া গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান মহাশিষ মাহাতো বলেন "এদিন মানিকপাড়া এলাকার ১৩৫৮ টি পরিবার যারা স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে আবেদন করেছিলেন ওই সব পরিবারের মহিলাদের এদিন ছবি তুলে এই প্রকল্পের কার্ড হাতে তুলে দেওয়া হয়।স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড হাতে পেয়ে তারা খুবই খুশি।'

৪ দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : সোমবার ৪ দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে গেলেন তৃণমূল সাংসদ তথা দলের দু'নম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাহাড়ের মন বুঝতে এবং সংগঠনের হাল বুঝতে তাঁর এই সফর। ২২ জন নেতাকে নিয়ে সন্ধ্যায় শিলিগুড়িড় উত্তরকন্যায় বসে তাঁর বৈঠক। জানা গিয়েছে, ২২ জন আমন্ত্রিত সকলে উপস্থিত হননি এই বৈঠকে। কাল একটি কর্মিসভা করবেন তিনি।

সূত্রের খবর, দলের ভাঙণে রীতিমত অস্বস্তিতে তৃণমূল নেতৃত্ব। বিভিন্ন স্তরে আলোচনা করে অভিষেক প্রকৃত চিত্রটি বোঝার চেষ্টা করছেন। কাল তিনি আলিপুরদুয়ারে, পরে কোচবিহারে কর্মিসভা করবেন তিনি। এর পাশাপাশি জনসভা করবেন গঙ্গারামপুরে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, তৃণমূল কংগ্রেসের দশ বছরের শাসনে উত্তরবঙ্গ সে অর্থে মুখ ফিরিয়েই রেখেছে। "উত্তর" থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল তিনি পাননি। গত ১৫ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ির সভা থেকে ভোটারদের উদ্দেশে সেই প্রশ্নটাই ছুড়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একটু অভিমানীই শুনিয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমোকে।

ছয়ের পাতায়

বেলেঘাটা আইডিতে ভর্তিতে নারাজ করোনা আক্রান্ত বলিউড অভিনেত্রী নেওয়া হল মেডিকা সুপারস্পেস্যালিটি হাসপাতালে

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি স):করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। এরই মাঝে ক্রমাগত আতঙ্ক বাড়াচ্ছে ব্রিটেন স্ট্রেন। এরই মাঝে কলকাতায় হাজির বলিউড অভিনেত্রী বনিতা সান্ধু। সোমবার করোনা আক্রান্ত বনিতা সান্ধুকে বেলেঘাটা আইডিতে ভর্তি নিয়ে নাটক।

কিছুদিন আগেই কলকাতায় ব্রিটেন ফেরত এক ব্যক্তির দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছিল। এরই মাঝে সম্প্রতি কলকাতায় "কবিতা অ্যান্ড টেরেসা" নামে একটি ছবির শ্যুটিং করতে এসে বলিউড অভিনেত্রী বনিতা সান্ধু। জানা যাচ্ছে গত ৩০ ডিসেম্বর ব্রিটেন থেকে কলকাতায় ফেরেন বনিতা সান্ধু। এরপর এয়ারপোর্টে তার করোনা পরীক্ষা করা হলে তার করোনা রিপোর্ট পজেটিভ আসে। এরপর নমুনা পরীক্ষার জন্য শহরের দুই হাসপাতালে পাঠানো হলে রিপোর্ট পজিটিভ আসলে সোমবার বেলেঘাটা আইডিতে তাঁকে পাঠানো হলে অভিযোগ তার হাসপাতালের পরিকাঠামো পছন্দ না হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হতে চান নি তিনি। এরপর চার ঘণ্টা এম্বুলেন্স বসেই কাটান। জোর করে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করায় পুলিশ বাধা দেয়। ইতিমধ্যেই ওই অভিনেত্রীকে মেডিকা সুপারস্পেস্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবার সেখান থেকেই তার লালারস সংগ্রহ করে কল্যাণীতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে হাসপাতালের তরফে।

সিপিআইএম কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য মাথাভাঙ্গায়

শীতলকুচি, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের গোঁসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় মধুসূদন গ্রামে বাঁশঝাড় থেকে এক সিপিআইএম কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম প্রসন্ন বর্মন (৬১)। সোমবার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করছে পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে সিপিআইএম পথসভায় অংশগ্রহন করতে বাড়ি থেকে বের হয় প্রসন্ন বর্মন। রাতেও বাড়ি ফেরেননি তিনি। এদিন সকালে বাঁশ ঝাড় থেকে মৃত দেহ উদ্ধারের ঘটনা শোনার পর দেহ শনাক্ত করে তাঁর পরিবারের সদস্যরা। সিপিআইএমের সংশ্লিষ্ট এরিয়া কমিটির সম্পাদক নারায়ণ বর্মন বলেন, 'ভাবেরহাট বাজারে পথ সভায় অংশগ্রহণ করেছিল প্রসন্ন। তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কারণে তারাতারি বাড়ি ফিরেছিল। এদিন বাঁশঝাড়ে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় আমরা মর্মাহত। কিভাবে তাঁর মৃত্যু হল তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই বোঝা যাবে।

পিসির নিজের ক্যাডার বাহিনী বাদেও অনেকগুলি মুখেই অন্ন সংস্থান করতে হয় : অমিত মালব্য

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : গ্রামবাংলার একটি নির্দিষ্ট দুর্নীতি নিয়ে সোমবার মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য।

সোমবার তিনি টুইটে লেখেন, "তৃণমূলের পঞ্চায়েত নেতা ৭ লক্ষ টাকা তছরূপি করেছেন। এমএনআরইজিএ মারফত ভুয়ো অ্যাকাউন্ট, জব কার্ডের মাধ্যমে এবং কিয়দংশ বাংলাদেশেও পাঠিয়েছেন। এবং আমরা তাইতো ভাবছি, পিসি কেন এনআরসিকে ভয় পাচ্ছেন? আসলে পিসির নিজের ক্যাডার বাহিনী বাদেও অনেকগুলি মুখেই অন্ন সংস্থান করতে হয়..। " উল্লেখ্য, ২০০৫ সালের মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন অনুযায়ী ওই প্রকল্পের দুর্নীতির বিষয়টি উঠে এসেছে মুর্শিদাবাদের জেলাশাসকের তদন্তে।

ঝাড়গ্রামে মেশিন বিকল হওয়ায় বিপত্তি দুয়ারে সরকার অভিযান ক্যাম্পে

ঝাড়্গাম, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : মেশিন বিকল হয়ে যাওয়ায় প্রায় তিন ঘন্টা কাজ কর্ম বন্ধ হয়ে যায় দুয়ারে সরকার অভিযান ক্যাম্পে। যার ফলে ব্যাপক সমস্যায় পড়েন ক্যাম্পে আসা মানুষজনেরা। ক্যাম্পে আসা সাধারন মানুষজনের ব্যাপক ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাদের অভিযোগ যেখানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুধু কুপন দিয়ে, আসার কথা সেখানে ক্যাম্পে থেকেই কুপন সংগ্রহ করতে হচ্ছে মানুষকে। যার ফলে হায়রানির স্বীকার হতে হচ্ছে। এমনকি দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পে নেই কোনও পানীয় জলের ব্যবস্থা। পানীয় জল না থাকায় সব চেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন ক্যাম্পে আসা শিশুরা।

সোমবার এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়্গাম শহরের এক নম্বর ওয়ার্ডের কদমকানন এলাকায়। এদিন প্রায় সকাল সাড়ে ন টা থেকে ক্যাম্পে এসে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সাধারন মানুষজনেরা। কিন্তু কম্পিউটার বিকল হয়ে যাওয়ায় বিপত্তি তৈরী হয়। এদিকে বেলা বাড়ার সাথে সাথে ক্ষোভ বাড়তে থাকে মানুষের মনে। পরে খবর পেয়ে দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পে ছুটে আসেন পুর সভার এক্সিকিউটিভ অফিসার তুষার ঘোষ ও ঝাড়্গাম থানার আইসি। এদিন প্রায় ১২টা ১৫ মিনিট নাগাদ মেশিন ঠিক হলে আস্তে আস্তে ক্ষোভ পশমিত হয়। মানুষের অভিযোগ যেখানে কোভিড পরিস্থিতির জন্য এক সাথে জমায়েত হওয়া মানা রয়েছে। আর এখানে কোনও মাস্ক ছাড়ায় এক সাথে গাদাগাদি, ঠেশাঠেশি হয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোভিড বিধি মানার কোনও বালাই নেই।

ক্যাম্পে আসা মন্টু রানা বলেন 'সকাল ৯ টা থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। বলছেন মেশিন খারাপ, পিন্টার নেই। এখানে এত মানুষ কিন্তু পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। এমনকি এই ক্যাম্পে কোনও কোভিড বিধিও মানা হচ্ছে না। ' উল্লেখ্য এক জানুয়ারি থেকে তৃতীয় পর্যায়ের দুয়ারে সরকার অভিযান ক্যাম্প

ছয়ের পাতায়

অম্পিতে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। অম্পি ব্লকে ২ জানুয়ারি দুটি স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অম্পিছড়া এডিসি গ্রামের শালকা ও গামাকোর পুরান দেবেন্দ্রপাড়াতে শিবির দুটি অনুষ্ঠিত হয়। দুটি শিবিরে মোট ৫১ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়েছে। শিবির দুটিতে ৪১ জনের ম্যালেরিয়ার আর ডি কিট পরীক্ষা করা হয়। প্রত্যেকের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। শিবিরে ২জন প্রবীণ নাগরিককে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়। তাছাড়াও এলাকায় প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার পরিষেবা সম্পসারিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য কর্মীগণ বাড়িবাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন। অম্পি গ্রামীণ হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ অ'লি জমাতিয়া জানান, এলাকায় বিশেষ করে ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধের জন্য এ ধরণের স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগপ্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বাগান উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিকাকরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। খোয়াই জেলার চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন বাগান উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২ জানুয়ারি টিকাকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৪২ জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। সেখানে গর্ভবতী মা ও শিশুদের টিকাকরণ করা হয় এবং সঠিক সময়ে নিয়মিত টিকাকরণের উপকারিতা, গর্ভকালীন সময়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা, পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও খাবার গ্রহণ, হাসপাতালে প্রসবের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। অনুষ্ঠানে এ'টেনশন এডুকেটর, এম পি ডব্লিউগণ, আশা ফেসিলিটেটর ও আশাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগপ্রতিরোধক দপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। পরিবার কল্যাণ ও রোগপ্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন

বিশালগড়ে তামাক নিয়ন্ত্রনমূলক সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা তামাক নিয়ন্ত্রন প্রকল্প শাখার উদ্যোগে সম্পতি বিশালগড় মহকুমার পূর্ব দুর্লভনারায়ণ সামাজিক সংস্থার সভাগৃহে স্থানীয় জনসাধারণকে নিয়ে একটি গোষ্ঠী আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট গ্রাম প'ায়েতের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় মেডিকেল অফিসার তামাকের কুফল ও হানিকারক দিকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন। রাজ্যের যুব সমাজকে এই আসক্তি থেকে দূরে রাখতে এবং কিভাবে তামাক আসক্তি থেকে ভাবী প্রজন্ম ও বর্তমান যুবসমাজকে সচেতন করতে হবে এ নিয়েও আলোচনা

ছয়ের পাতায়

মহারাজের জন্য এবার হাসপাতালেই তৈরি হল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় লাউঞ্জ

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি স): ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। শনিবার সকাল বেলা জিম করতে গিয়ে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন বিসিসিআই সভাপতি। ইতিমধ্যেই সৌরভকে দেখতে হাসপাতালে আসছেন একাধিক নামি গুনী ব্যক্তিরা। আর তাই মহারাজের জন্য এবার হাসপাতালেই তৈরি হল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় লাউঞ্জ।

শনিবার সকাল বেলা জিম করতে গিয়ে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পরেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। পিঠে এবং বুকে ব্যথা শুরু হয়। পরেই আচমকা ব্ল্যাক আউট হয়ে পড়ে যান তিনি। এর পরে তাকে তড়িঘড়ি শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করা হয়। বর্তমান অনেকটাই সুস্থ সৌরভ। বেসরকারী হাসপাতাল সূত্রে খবর, সৌরভের সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালে যাচ্ছেন বিশিষ্টরা। কিন্তু মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক থেকে সদ্য সেরে ওঠা রোগীর সঙ্গে সব সময় দেখা করার অনুমতি দিচ্ছেন না চিকিৎসকরা। আর সেই কারণেই হাসপাতালে তৈরি হয়েছে সৌরভ গাঙ্গুলি লাউঞ্জ। মহারাজের শারীরিক খবর জানতে যারাই হাসপাতালে আসছেন তাঁদের সেখানে বসিয়ে চা কফি খেতে দেওয়া হচ্ছে।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, সবকিছু ঠিক থাকলে মঙ্গলবার অথবা বুধবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া হতে পারে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে।কারণ বর্তমানে চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এখনই আর অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করার প্রয়োজন নেই। ভালো আছেন মহারাজ। বাকি দুটি আর্টারিতে এখনই অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হচ্ছে না। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে এদিন ৯ সদস্যের একটি মেডিকেল টিম বৈঠকে বসে। সেই বৈঠকে ভিডিও কলের মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ দেবী শেঠি, রমাকান্ত পান্ডা। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাকি দুটি ধমনীতে স্টেন্ট বসানো নিয়ে সিদ্ধান্ত পরে হবে। আগামীকাল দেবী শেঠি আসছেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তারপরই।

পাঠভবনের অধ্যক্ষার বেনিয়ম নিয়োগের অভিযোগ বিশ্বভারতীতে

শান্তিনিকেতন, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : বিশ্বভারতীতে পাঠভবনে নিয়োগে বেনিয়ময়ের অভিযোগ। এব্যাপারে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি মুখ খুলতে চাননি। বারবার ফোন করলেও, ফোন ধরেন নি, টেক্সট মেসেজের কোনও জবাব দেন নি। পাশাপাশি, বিশ্বভারতীর জন সংযোগ আধিকারী অনির্বাণ সরকার, একবার ফোন ধরেই, কেটে দেন। তারপর আর ফোন ধরেননি।

জানা গেছে, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক তথা অধ্যাপক সংগঠন ভিবিউফার পদাধিকারী সুদীপ্ত ভট্টাচার্য এই বেনিয়মের অভিযোগ নিয়ে বিশ্বভারতীর পরিদর্শক তথা রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, আচার্য নরেন্দ্র মোদী, বিশ্বভারতীর রেক্টর তথা রাজ্য পাল জগদীপ ধনকড়, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকসহ বিভিন্ন জায়গায় চিঠি পাঠান। অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে "হোয়াটস অ্যাপে" কিছু কথা লিখেছিলেন। যার মধ্যে "ক্যাপ্টেন" বলতে কাকে বুঝিয়েছেন, এমন জিজ্ঞাস্য নিয়ে তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন এই পাঠভবনের অধ্যক্ষা বোধীরূপা সিনহা। এই অধ্যক্ষা ফের সুদীপ্তবাবুকে "খোস গল্প" করতে বলার দায়ে নতুন করে অভিযুক্ত করেন। তারপর বিভিন্নভাবে সুদীপ্তবাবু ও বিশ্বভারতীর তদন্ত দ্বৈরথ চলতে থাকে। এরপর সুদীপ্তবাবু বোধীরূপা সিনহার তদন্ত করার অধিকার আদৌ আছে কিনা জানতে, তাঁর নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য জানতে আর টি আই করেন।

তাঁতে জানা যায়, ২০০৫ সালের ৩০ এপ্রিল বোধীরূপা সিনহার নিয়োগ সংক্রান্ত বহু বেনিয়ম। তাঁর নিয়োগ পত্রের সময় তিনি দেখাতে পারেন নি, তাঁর প্রয়োজনীয় শংসা পত্র। শুধু তাই নয়, বেনিয়মে তাঁকে ৬ মাস অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়। এই শংসা পত্র দেখাতে না পারায়, তিনি দিন বাড়ানোর জন্য আবেদন করেন। এর মধ্যেই, বিশ্বভারতীর পাঠভবনের অধ্যক্ষার পদে তাঁকে উন্নীত করা হয়। তাঁর নিয়োগের সময় বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন সুজিত বসু, কর্মসচিব সুনীল কুমার সরকার এবং আচার্য পদে আসীন ছিলেন মনমোহন সিং। ২০০৬ সালের ১৭ জুলাই তদাবনীন্তন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য রাজ কুমার কোনার, কর্মসচিব সুনীল কুমার সরকারের কাছে জানতে চান, বোধীরূপা সিনহার নিয়োগ সঙ্ক্রান্ত বেনিয়ম গুলো তুলে ধরেই। প্রশ্ন তোলেন, কেন বোধীরূপা সিনহাকে প্রয়োজনীয় ডিগ্রী সংক্রান্ত শংসাপত্র দেখাতে ৬ মাস সময় দেওয়া হলো? মনে হচ্ছে, নিয়োগের সময় স্নাতকত্তোর ডিগ্রির আসল প্রমান পত্র তাঁর কাছে ছিল না। সেই চিঠি তিনি তদানীন্তন রেক্টর গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর কাছে পাঠান এবং চিঠির নীচে নোট দিয়ে লেখেন স্থায়ী উপাচার্য আসা পর্যন্ত তাঁর নিয়োগ স্থগিত রাখার মতামত দেন। সুজিত বসুর পর, রজতকান্তি রায়, সুশান্ত দত্তগুপ্ত এবং বর্তমান উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী সহ এতগুলো স্থায়ী উপাচার্য ছিলেন বিশ্বভারতীতে, কিন্তু এই বেনিয়মের উপর কোন আলোকপাত হয় নি। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, কবি গুরুর আশ্রমে নিয়ম কিভাবে অবহেলায় ভাঙা হতে পারে? প্রশ্ন তুলছেন আশ্রমিকরাও।

উন্নয়নের জন্য বাংলাকে মোদীর হাতে তুলে দেওয়ার আরজি শুভেন্দু অধিকারীর

গড়বেতা, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : উন্নয়নের জন্য বাংলাকে মোদীর হাতে তুলে দেওয়ার আরজি জানালেন শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার গড়বেতার সমাবেশে এই মন্তব্য করেন শুভেন্দুবাবু।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ভাইপো' বলেও বিঁধলেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের কৃষকদের বঞ্চনার অভিযোগকে হাতিয়ার করেছে বিজেপি। সেই ইস্যুতেও এদিন আরও একবার শান দেন বর্তমান বিজেপি নেতা শুভেন্দুবাবু।

ফিরহাদ হাকিম, সৌগত রায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব বারবার শুভেন্দুর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। 'মীরজাফর' বলে কটাক্ষ করেছেন তাঁরা। গড়বেতার সভা থেকে সেই ইস্যুতে সুর চড়ান শুভেন্দুবাবু। তাঁর দাবি, ৩০ মিনিটের বক্তৃতার মধ্যে কমপক্ষে উনত্রিশ মিনিট তাঁকে নিয়ে কথা বলছেন তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীরা।

শাসক শিবিরকে 'দুর্নীতিগ্রস্ত' বলেও তোপ দেগেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। আমফানের ক্ষতিপূরণ হোক কিংবা বালি খাদান সব কিছু থেকেই তৃণমূল নেতা-কর্মীরা কাটমানি নেন বলেই অভিযোগ। যুব তৃণমূল নেতা-কর্মীদের সংজ্ঞা আগেই দিয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে নামছে করোনা গ্রাফ, একদিনে আক্রান্ত ৫৯৭ জন

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি স): অবশেষে স্বস্তির খবর। নতুন বছরে হু হু করে পশ্চিমবঙ্গে কমছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এক লাফে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নামল ৬০০ -এর নিচে। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত ৫৯৭। সোমবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্যয় দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৫৯৭ জন। যার জেরে বর্তমানে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫, ৫৫,৫৭২। একদিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২৫ জনের। ফলে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল ৯,৮১৭ জন। একদিনে করোনা মুক্ত হয়েছেন ১,৩৪৭ জন। ফলে বর্তমানে সুস্থ হয়ে মোট বাড়ি ফিরেছেন ০৫,৩৬,০৮৪ জন। এখনও পর্যন্ত সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৯,৬৭১। রাজ্য সুস্থতার হার বেড়ে ৯৬.৪৯ শতাংশ। রাজ্যে ২৪ ঘন্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে ২৫, ২৫৬ টি। এখনও পর্যন্ত মোট করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৭২,৩৫, ৩২৬ টি।

মুর্শিদাবাদে ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

মুর্শিদাবাদ, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : মুর্শিদাবাদ জেলার রানিতলা থানার জীবনপুর গ্রামে বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার নবম শ্রেণির ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রানিতলা থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য লালবাগ মহাকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, দিন চারেক আগে ওই ছাত্রীর ঠাকুমা মারা যায়। সেখানেই গত কয়েকদিন ধরে ছিল মেয়েটি। রবিবার সন্ধ্যায় ঠাকুমার বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে একাই ফিরে আসে সে। তার বাবা মহাসিন শেখ প্রায় ১০ বছর আগে মারা গিয়েছেন। রাতে বাড়িতে ওই ছাত্রী ও তাঁর ছোট ভাইয়ের থাকার কথা থাকলেও সেদিন বাড়িতে একাই ঘুমিয়েছিল সে। ওই ছাত্রীর ছোট ভাই বলে, 'দিদি কাল রাতে আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি তাই আমি আমার কাকার বাড়িতে ছিলাম। সোমবার সকালে র্যাশেন নিয়ে বাড়িতে যখন ফিরে আসি দিদি তখনও ঠিক ছিল। আমার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে। তারপর আমি মাঠ থেকে ঘাস নিয়ে এসে ছাগলকে খেতে দিয়ে বাড়ির পিছনে খেলতে যাই। কিছুক্ষণ পরে চেঁচামেচি শুনতে পেয়ে বাড়ি এসে দিদিকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখি।' রানিতলা থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য লালবাগ মহাকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সোমবার ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের সভা অনুষ্ঠিত। ছবি- নিজস্ব।

তড়িঘড়ি করোনা প্রতিষেধক চালুর প্রক্রিয়া শুরুর অভিযোগ আনল এসডিএফ

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : সরকারি সদিচ্ছা, কর্পোরেট টিকা-নির্মাতাদের মুনাফা লালসা ও টিকার বাস্তবতা নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করল সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডা সজল বিশ্বাস সোমবার এক বিবৃতিতে জানান, "করোনা অতিমারি নিয়ে সারা বিশ্বের জনজীবন বিপর্যস্ত। সকলেই পরিত্রাণের আশায় দিন গুনছে। ইতিপূর্বে টিকা করনের দ্বারা মানুষ যেমন বিভিন্ন সংক্রামক রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন ; অনেকের মধ্যেই আশা জাগছে করোনার ক্ষেত্রেও টিকাই মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারে। আমরাও সেই আশা নিয়েই রয়েছি। কিন্তু অতিমারি শুরু হওয়ার পর থেকে আমাদের দেশের শাসক শ্রেণি এবং পৃথিবীর তথাকথিত উন্নত দেশগুলির কর্তাব্যক্তিরা করোনা নিয়ন্ত্রণে যে ভূমিকা পালন করে চলেছে তা এক কথায় অবৈজ্ঞানিক, অমানবিক, জনগনের সাথে চূড়ান্ত প্রতারণা এবং বহু ক্ষেত্রেই তাদের ক্রিয়া কলাপ পরিচালিত হয়েছে দেশের বৃহত্তর ব্যবসায়ীদের স্বার্থসিদ্ধিরই জন্য। তাইতো আমাদের দেশের জিডিপি মাইনাস ২৩.৯ কমে যাওয়া সত্বেও দেশে বেশ কিছু শিল্পপতির মুনাফা এসময়ে বেড়েছে। দেশের কম করে ১৫ জন শিল্পপতি এসময়ে বিলিয়নিয়ার হয়েছেন।

অন্যদিক থেকে দেখলে বিভিন্ন টিকা বহু রোগ প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করলেও বর্তমানে সারা বিশ্বজুড়ে টিকা নিয়ে চলছে এক বিরাট লাভজনক ব্যবসা। টিকা নির্মাতাগুলো প্রতি বছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার মুনাফা অর্জন করছে। সুতরাং টিকা যে আজ মুনাফাখোরদের তীব্র লালসার যায়গা তাও আমাদের স্মরনে রাখা দরকার। করোনা অতিমারিতে টিকা অবশ্যই দরকার। কিন্তু বর্তমানে তা আসার বাস্তবতা কতখানি তা গভীর ভাবে ভেবে দেখা দরকার।

১) করোনা ভাইরাস বা সার্স কোভ টু একটি এমআরএনএ জীবাণু এবং ইতিমধ্যেই এর অনেকগুলো নতুন নতুন স্ট্রেইনেরও প্রমাণ মিলেছে। এবং জীবাণুটি পরিবেশ অনুযায়ী এর মিউটেশনের ক্ষমতাও বিশাল। ফলে পরিবেশের পার্থক্য হিসাবে এর দ্রুত মিউটেশন ঘটে চলেছে।

২) যে কোনো নতুন টিকার কার্যকারিতা ও পার্শপ্রতিক্রিয়া কী আছে তা জানতে ন্যূনতম দেড় দু বছর সময় লাগে। তারপর তার উৎপাদন শুরু হয়। সুতরাং টিকা আসার ন্যূনতম সময় এখনও আসেনি।

৩) পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশের যতগুলি টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থা করোনা টিকা নিয়ে কাজ করছে, তাদের দু'একটির তৃতীয় স্তরের মহড়া শেষ হয়েছে। কিন্তু তারা প্রথম ও দ্বিতীয় মহড়া 'ফাস্ট ট্র্যাক'-এর মধ্য দিয়ে শেষ করেছে। তৃতীয় স্তরের মহড়াও নাম কে ওয়াস্তা করেছে। যেখানে প্রয়োজনের দশ ভাগের একভাগেরও কম মানুষের উপর এই মহরাটি করা হয়েছে। ফলে টিকার কার্যকারিতা ও পার্শপ্রতিক্রিয়ার বিষয়ে আমরা এখনও অন্ধকারেই রয়েছি।

৪) ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের টিকার মহড়ায় বেশ কিছু মারাত্মক পার্শপ্রতিক্রিয়ার ঘটনা ঘটেছে।

৫) পৃথিবীতে যতগুলি মহড়া চলছে তার ফলাফল ঘোষণার উপযুক্ত সময় কোথাও আসেনি।

অভিযান ক্যাম্পে

পাচের পাতার পর

শুরু হয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলায়। প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায় দুয়ারে সরকার প্রতিটি ক্যাম্পে দেখা গিয়েছে লম্বা লাইন দিয়ে সরকারি প্রকল্প গুলিতে নাম নথিভুক্ত করেছে মানুষ। এবার তৃতীয় পর্যায় দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে সরকারি প্রকল্পে কোন রয়েছে তা সংশোধন করাতে, প্রকল্পে নতুন নাম লেখাতে আসছেন মানুষেরা। জঙ্গলমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে দুয়ারে সরকার অভিযান

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ব্যাংক দুর্নীতি কাণ্ডে শিবসেনা মুখপাত্রের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ ইডির

মুম্বই, ৪ জানুয়ারি (হি. স.): পঞ্জাব অ্যান্ড মহারাষ্ট্র কো-অপারেটিভ ব্যাংক দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত এর স্ত্রী বর্ষা রাউতকে নিজেদের দফতরে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

পঞ্জাব অ্যান্ড মহারাষ্ট্র কো-অপারেটিভ ব্যাংক দুর্নীতি মামলায় প্রধান অভিযুক্ত প্রবীণ রাউতের ব্যাংক একাউন্ট থেকে ২০১০ সালে দুই দফায় ৫৫ লক্ষ টাকা বর্ষা রাউতের একাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়েছে। এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ২০২০ সালের ৩০ ডিসেম্বর বর্ষা রাউতের নামে নোটিশ জারি করেছিল ইডি। কিন্তু শিবসেনা মুখপাত্রের স্ত্রী বর্ষা রাউত ইডির কাছে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় চেয়ে নিয়েছিল। বর্ষার কথা মেনে ইডি ৫ জানুয়ারি জিজ্ঞাসাবাদের দিনক্ষণ ঠিক করেছিল। কিন্তু তার একদিন আগেই তদন্তকারী আধিকারিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে ৪ জানুয়ারি, সোমবার ইডির কার্যালয় পৌঁছে যান বর্ষা রাউত। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ।

অবশেষে কেন্দ্রের কিষাণ সম্মান নিধি রাজ্যে চালুর অনুমতি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি. স.): বর্তমানে পাখির চোখ একুশের নির্বাচনে। রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুতি শুরু হলেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত কৃষি আইন নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে বিজেপি বিরোধী দলগুলি। তবে অবশেষে কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের অবসান। সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যে কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্প চালুর অনুমতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কেন্দ্র আসলে রাজ্যকে গুরুত্ব দিতে চাইছে না। সেই কারণে সরাসরি সব কিছু করতে চায়। আমরা এখন জেনেছি কৃষকদের তথ্য নথিভুক্ত করতে কেন্দ্র একটি আলাদা পোর্টাল করেছে। সেটির তথ্য রাজ্যের কাছে নেই। অথচ বারবার বলা হচ্ছে রাজ্য কোনও তথ্য ভেরিফাই করছে না। ওদের কাছে বাংলা হয়তো অচ্ছুত। কিন্তু আমার কাছে কৃষকরাই সবার আগে। তাই সব জানার পরও আমি ওদের বলেছি তথ্য পাঠিয়ে দিতে, আমরা ভেরিফাই করে দেব। কৃষকদের নিয়ে কোনও রাজনীতি করতে আমি রাজি নই। কৃষক বন্ধু প্রকল্পের সুবিধা রাজ্যের সমস্ত কৃষকই পান। কেউ যদি বাড়তি হিসেবে কেন্দ্রেরটা পান, তাতে আমার কোনও অসুবিধা নেই"।

নেতারা

● প্রথম পাতার পর

কৃষকদের প্রতিনিধিদের মধ্যে সপ্তম রাউন্ডের বৈঠক। এদিনের বৈঠকের দিকেই আপাতত নজর গোটা দেশবাসীর।

দিল্লির বিভিন্ন সীমায় আন্দোলনরত ইতিমধ্যেই ৬০ জন কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এ দিন বৈঠক শুরু হওয়ার প্রাক্কালে মৃত কৃষকদের স্মরণে দু"মিনিটের নীরবতা পালন করেছেন কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গোয়েল এবং সোম প্রকাশ। নীরবতা পালন করেছেন সরকারি আধিকারিক এবং কৃষকদের প্রতিনিধিরাও। দু"মিনিটের নীরবতা পালনের পর শুরু হয় বৈঠক।

হাসপাতাল

● প্রথম পাতার পর

হয়।অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাদেরকে উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে দুজনেই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে মনুঘাট মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে সাবরুম থানার পুলিশ মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শশী থারুর

তিনের পাতার পর

গোটা বিশ্বে ৬০ শতাংশ প্রতিষেধক এখানে তৈরি হয়।

পোলিও টিকাকরণ এর মাধ্যমে বিশ্বে ভারত অনেক সুনাম অর্জন করেছে।

সভা শিলচরে

তিনের পাতার পর

শিক্ষাবিদ দিলীপ দে, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও চূড়ামণি সিংহ, আইনজীবী মকব্বির আলি আহমেদ, প্রাক্তন শিক্ষিকা গৌরী দত্ত বিশ্বাস, বিশিষ্ট শিক্ষক নিরঞ্জন দত্ত, মলয় ভট্টাচার্য, আইনজীবী ইমাদ উদ্দিন বুলবুল প্রমুখ। সমিতির সভাপতি হিসেবে ড় তপোধীর ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি হিসেবে পরিতোষচন্দ্র দত্ত, সিহাব উদ্দিন আহমেদ, দীপঙ্কর চন্দকে মনোনীত করা হয়। কমিটির সম্পাদক হিসেবে সুব্রতচন্দ্র নাথ এবং সহ-সম্পাদক তমোজিৎ সাহা ও রাহুল রায় এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নকুল রঞ্জন পালকে মনোনীত করা হয়। এছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে চিত্রভানু ভৌমিক, সঞ্জীব দেবলস্কর, কনক পাল, তপনচন্দ্র দেব, ভবতোষ চক্রবর্তী, বিজিত কুমার সিংহ, মধুমিতা দেব, শ্যামদেও কুর্মি, কল্লার্ণব গুপ্ত, হিল্লোল ভট্টাচার্য, গৌরচন্দ্র দাস, পল্লব ভট্টাচার্য, রাহুল দাশগুপ্ত, এম শান্তি কুমার সিংহ, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, এমএম হানিফ লস্কর, পাপিয়া সিকদার, আপনলাল দাস প্রমুখ।

আগামী ২৩ জানুয়ারি ১২৫ জন্মদিবস পালন উপলক্ষ্যে একটি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এছাড়া সমিতির উদ্যোগে আগামী এক বছর জেলার বিভিন্ন স্থানে ছাত্রছাত্রী সহ জনসাধারণের মধ্যে নেতাজির চিন্তা, চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে ব্যাপক কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়।

অধিবেশন

তিনের পাতার পর

আন্দোলন জোরদার করার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ভারতে শাসক শ্রেণিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে সমগ্র কৃষকসমাজের দ্বন্দ্ব তার একটি প্রতিফলন। চলতি কৃষক আন্দোলনের পাশাপাশি শ্রেণির লড়াইকে তীব্রতর করতে হবে। বৃহৎ বুর্জোয়ার সঙ্গে অ-বৃহৎ বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্বও শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতি নানা সম্ভাবনার রাস্তা তৈরি করছে। কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির সংগঠনগুলির মধ্যে ক্রমান্বয়ে ঐক্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। গণসংগ্রাম ও শ্রেণিসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তা জরুরী। কেন্দ্রের সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারগুলির সংঘাতও বৃহত্তর বিজেপি-বিরোধী ঐক্যের সম্ভাবনা তৈরি করছে। দরকার আমাদের হস্তক্ষেপ।

ইয়েচুরি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে দুই রাজনৈতিক শক্তির মধ্যেই মেরুকরণের চেষ্টা চলছে। বামপন্থীদের শক্তি হচ্ছে জনগণের দাবিতে আন্দোলন। তার মাধ্যমেই এই ভায্যকে ভেঙে দেওয়া যাবে। খাদ্য কাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিয়ে বিকল্প নীতিকে জনগণের সামনে উপস্থিত করতে হবে। প্রচারের স্তর থেকে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের স্তরে উন্নীত হতে হবে। একাজ করতে পারলে শ্রেণিশক্তির ভারসাম্য বদলে বামপন্থীদের সম্পর্কে আস্থার মনোভাব তৈরি করা সম্ভব হবে।

আলোচনার উপসংহারে সূর্য মিশ্র বলেন, রাজ্যের পরিস্থিতিতেও পরিবর্তন এসেছে। মেহনতী মানুষের জন্য বামপন্থীরাই লড়াই করছে। এই লড়াইবের পরিসর বৃদ্ধি করতে হবে। তার মাধ্যমে বামপন্থী, গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। সেই ঐক্যের ভিত্তিতে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই হবে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আন্দোলন-সংগ্রামের কর্মসূচি ও আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রাথমিক প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি-কে পরাজিত করে বিকল্প বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শ্রেণি ও গণ-আন্দোলনের সংগ্রামের ধারাগুলিকে আরও জোরদার করার সাথে সাথে জনগণের অভ্যন্তরে তীব্রতর রাজনৈতিক প্রচার ও সুসংহত সাংগঠনিক বিন্যাসের মাধ্যমেই এই লক্ষ্য অর্জিত হবে। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে শ্রেণিশক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটানোর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। সভায় রিপোর্ট পেশ করেন সূর্যকান্ত মিশ্র।

দামছড়ায়

● প্রথম পাতার পর

সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন।

এদিকে মাল বোঝাই ঘাতক বলেরোকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল চালক। কিন্তু গাড়ি সহ চালককে আটক করে দামছড়া থানায় নিয়ে আসা হয়। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ঘটনায় নিহত জেরেমি হালামের মৃতদেহ পানিসাগর হাসপাতালে ময়না তদন্ত করা হয়েছে। ময়না তদন্তের পর জেরেমের মৃতদেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। এ ব্যাপারে দামছড়া থানা কর্তৃপক্ষ এক অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে।

শুরু

● প্রথম পাতার পর

পাওয়ার পর পুনরায় রাজ্যের স্কুলগুলিতে পঠন-পাঠন শুরু হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবক মহল অনেকটাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলন।বিগত ৯ মাসের অধিক সময় পঠন-পাঠন বিদ্যালয়গুলিতে বন্ধ থাকায় ছাত্রছাত্রীরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেই ক্ষতিপূরণ আদৌ সম্ভব হবে কিনা তা বলা মুশকিল। সোমবার থেকে পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠন-পাঠন শুরু করা হলেও বেশ কিছু বিধিনিষেধ মেনে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্লাস নিতে হবে।করোনা ভইরাস সম্পর্কিত সর্তকতা যথাযথভাবে পালন না করলে যেকোনো সময় ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখা দিতে পারে বলেও অনেকেই আশঙ্কা করছেন।পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পঠন-পাঠন শুরু করা হলেও প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পঠন-পাঠন কবে নাগাদ শুরু হবে সে সম্পর্কে অবশ্য বিস্তারিত কোনো তথ্য এখনো পর্যন্ত মিলেনি। যেটুকু জানা গেছে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পঠন-পাঠন পরিচালনা করতে গিয়ে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন না হলে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পরবর্তী পর্যায়ে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পঠন-পাঠন শুরু করার বিষয়টি চূড়ান্ত করবে রাজ্য সরকার এবং শিক্ষা দপ্তর।

ক্ষয়ক্ষতি

● প্রথম পাতার পর

পুড়ে ছাই তিনটি বসতঘর। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে তিনটি দমকলের ইঞ্জিন। অল্পেতে রক্ষা পেল পার্শবর্তী ঘনবসতি বাড়িঘর গুলি। এলাকায় চাঞ্চল্য। জানা যায় আজ সারে চারটে নাগাদ হঠাৎ করে অরুপ দে র ঘরে হঠাৎ করে ধোয়া উঠতে শুরু করে। দেখতে দেখতে আগুন সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয় একে বাড়িতে থাকা উনার দুই ভাইয়ের ঘরেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমাবস্থায় এলাকাবাসীরা দৌড়ে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে এবং খবর দেয় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও এরই মধ্যে তিনটি বছর ঘরই সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পুড়ে ছাই হয়ে যায় ঘরে থাকা আসবাবপত্রসহ জরুরী কাগজপত্র। যদিও আগুন নিয়ে গোটা এলাকায় দেখাদে চাঞ্চল্য। কিন্তু অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের প্রচেষ্টায় গোটা এলাকাটা কে রক্ষা করা সম্ভব হয়। প্রাথমিকভাবে জানা যায় বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট এর ফলেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। প্রায় ২০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি এই একটি পরিবারের।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরের রবীন্দ্রনগরে অগ্নিকাণ্ডে একটি বসত বাড়ী ভস্মিভূত হয়ে গেছে। অগ্নিকাণ্ডে বাড়ির দুজন মহিলা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় কাঞ্চনপুরের রবীন্দ্রনগর এলাকায় হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে একটি বাড়িতে। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে যান। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। দমকল বাহিনীর প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে। তবে এর মধ্যেই একটি বসতঘর সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। দমকল বাহিনীর জওয়ানদের তৎপরতার ফলে অন্যান্য বাড়িঘর অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে।এদিকে আহত দুই মহিলাকে উদ্ধার করে ঘটনাস্থল থেকে কাঞ্চনপুর মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় দমকল বাহিনীর জওয়ানরা। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন। অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ জানা যায়নি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ এবং দমকল বাহিনী ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রশাসনের তরফ থেকে আপৎকালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।পূর্ণাঙ্গ ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের পর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

৪৫ লক্ষ টাকা। উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তর থেকে জেলার ৩৭ হেক্টর এলাকায় আনারস, কলা, মোসাম্বি চাষের আওতায় আনা হয়েছে। এতে ২৩১ জন কৃষক উপকৃত হয়েছেন। জেলার কৃষকদের ভর্তকিতে ৫৬টি পাওয়ারটিলার দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার উৎপাদিত ক্যাইন প্রজাতির আনারস দেশ বিদেশের বাজারে বাজারজাত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ত্রিপুরার বাঁশের বোতলের চাহিদা দেশ বিদেশের বাজারে রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২২ সালের মধ্যেই রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হবে। জেলায় অটল জলধারা প্রকল্পে ৩,৪৪৪টি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। নগর উন্নয়নের জন্য ১,৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। বিলোনীয়া পুর এলাকার উন্নয়নের জন্য ৮৪ থেকে ৮৫ কোটি টাকা দেওয়া হবে। আগরতলায় লাইট হাউজ প্রকল্পে একহাজার ফ্ল্যাট আগামী ১২ মাসের মধ্যেই নির্মাণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় রাজ্যে ১ লক্ষ ৭০ হাজার গৃহ দেওয়া হবে।

সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রাজ্যে গুণগত শিক্ষার প্রসারে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে বিলোনীয়া ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়কে সি বি এস ই বোর্ডের আওতায় আনা হয়েছে। সাথে প্রাকপ্রাথমিক বিভাগও খোলা হয়েছে। বিলোনীয়া ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও আর্যকলোনী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে। পাইখলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বি'ান ল্যাবরেটরি ও ৩টি ক্লাস রুম নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন দিশা প্রকল্পে ৪,০৫২ জন ছাত্রছাত্রীকে আপগ্রাড করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় এমজিএন রেগায় ১৫ লক্ষ ২৭ হাজার ৮৪৬ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) ২৩৯টি ঘরের কাজ চলছে। স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে ৬১২টি। ৩৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পাকাবাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। পুরান রাজবাড়ি থেকে ভবানীপুর ১২ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের কাজ করা হবে। তিনি বলেন, দুগ্ধ শিল্পের বিকাশে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ২টি ডেয়ারি ফার্ম নির্মাণ করা হবে। জেলার ৫৭৯ জন মৎস্যচাষিকে বিনামূল্যে মাছের পোনা দেওয়া হয়েছে। ৪০ জন মৎস্যচাষিকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। একটি মৎস্য বাজার নির্মাণ করা হয়েছে। নলকূপের পাম্প হাউজ, ২,০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন হিমঘর, ৩০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন সারের গোডাউন, মোক হাউজ, ইকোপার্ক, বি কে আই ও বালিকা বিদ্যালয়ে ১০০ শয্যা করে দুটি হোস্টেল নির্মাণ করা হবে। অনুষ্ঠানে বিধায়ক অরুণচন্দ্র ভৌমিক, বিধায়ক শঙ্কর রায়, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত। উল্লেখ্য, কাশারিমুখ থেকে গৌরাঙ্গবাজার পর্যন্ত সড়ক নির্মাণে ব্যয় হবে ১৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।

শিবির

আটের পাতার পর

হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. সুপ্রিয়া দেববর্মা। শিবিরে ৯ জন রক্তদান করেন। খোয়াই মণ্ডলের যুব মোর্চার উদ্যোগে এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠিত

আটের পাতার পর

থেকে ক্ষেতমজুরদের অবস্থা খুবই শোচনীয়।ক্ষেতমজুরদের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি জানানো সত্বেও ইতিবাচক কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না বলে তিনি অভিযোগ করেন। খেতমজুর রা তাদের দাবি আদায়ের জন্য রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলেও তিনি জানিয়েছেন।

দক্ষিন কলমচৌড়ায় শ্রীশ্রী হরিনাম সংকীর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৪ জানুয়ারি।। দক্ষিন কলমচৌড়ায় শ্রীশ্রী হরিনাম সংকীর্তন ও মোহৎসব শুরু হয়েছে ১৩রা জানুয়ারি। শেষ হবে ৬ জানুয়ারি। ওই দিন দুপুর ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, মুখ মাস্ক পরিধান করে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে উৎসব উপভোগ করার।

পাচার সন্দেহে গরু আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৪ জানুয়ারি।। সীমান্ত এলাকায় পাচার সন্দেহে ৬টি গরু নিয়ে যায় বিএসএফ জওয়ানরা। যদিও গরুর মালিক ঝর্না বেগম জানিয়েছেন তিনি এই গরু গুলি নিজের জমিতেই চড়াছিলেন। বিএসএফ সন্দেহের বসে গরু গুলিকে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। বিএসএফ জওয়ানদের কাছে দাবি জানিয়েছেন, যাতে গরুগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বিএসএফ তাতে রাজি না হওয়ায় ঝর্না বেগম কলচৌড়া থানায় সুবিচার চেয়ে এজাহার করেছেন।

এলপিজি

● প্রথম পাতার পর

পাওয়া যায়নি।

পুলিশ চেকপোস্টের ইনচার্জ মিন্টু শীল জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ট্রাক চালক রঞ্জিত দেবনাথকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তবে প্রাথমিক জেরায় সে নাকি বলেছে, মদের কার্টুনগুলো মেঘালয়ের বর্ণিহাট থেকে তার ট্রাকে লোড করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরে নিয়ে পৌঁছানো। তিনি জানান, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি মামলা নিয়ে আটক রঞ্জিত দেবনাথকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার মদ সমেত চালক রঞ্জিতকে করিমগঞ্জের আদালতে পেশ করা হবে।

হাসপাতালে

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে যাওয়া হলেও আইনজীবী ভাস্কর দেবরায়ের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অভিযোগ।বিনা চিকিৎসাতেই আইনজীবী ভাস্কর রায়ের মৃত্যু হয়েছে অভিযোগ এনে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এই মামলায় উচ্চ আদালত বেশ কয়েক জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে।সোমবার উচ্চ আদালত এ বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করে জানিয়েছে প্রয়াত ভাস্কর দেবের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য। অবশ্য এই মামলার চূড়ান্ত রায় এখনো ঘোষণা করা হয়নি।

অনুষ্ঠিত

● প্রথম পাতার পর

ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এবং আর এম এস চৌমুহনী পরিক্রমণ করে উমাকান্ত ময়দানে এসে সমাপ্ত হবে। রাজ্যভিত্তিক ৪৩তম ককবরক দিবস উদযাপন উপলক্ষে ১৯ জানুয়ারি বিকাল ৫টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে অনুষ্ঠিত হবে সম্মাননা প্রদান ও সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে ককবরক সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য এবছর ককবরক সাহিত্যিক ড. বিজয় দেববর্মাকে রাধামোহন ঠাকুর পুরস্কার, ককবরক লেখক ধরীনজয় ত্রিপুরাকে অলিন্দ্র লাল ত্রিপুরা পুরস্কার, ককবরক সংস্ক'তির বিকাশে বিশেষ অবদানের জন্য সত্যর'ন দেববর্মাকে মহেন্দ্র দেববর্মা মেমোরিয়াল ফর কালচার পুরস্কার, লোকশিল্পী কেশব ভারতী দেববর্মাকে ফোক মিউজিক পুরস্কার, বাদ্যযন্ত্র বাদক শুভজয় ত্রিপুরাকে ফোক মিউজিক পুরস্কার, আধুনিক সংগীত শিল্পী প্রভারাণী রূপিনীকে মর্ডান মিউজিক পুরস্কার এবং মার্শাল আর্ট চ্যাম্পিয়ান অমিত মুরাসিংকে ফিল্ড অব স্পোর্টস পুরস্কার দেওয়া হবে।

সংগঠনগুলির

● প্রথম পাতার পর

তুলেছিলেন দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এই ধরনের গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।কেন্দ্রীয় সরকার যতদিন পর্যন্ত কৃষি আইন প্রত্যাহার করবে না ততদিন পর্যন্ত দেশব্যাপী আন্দোলন আরো জোরদার হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশি পুঁজিপতিদের কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশের পথ প্রশস্ত করার জন্যই এ ধরনের কৃষি আইন প্রণয়ন করেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।প্রসঙ্গক্রমে পবিত্র বাবু বলেন রাম জন্মগ্রহণ করার আগেই যেমন রামায়ণ রচিত হয়েছিল ঠিক তেমনি আমাদের দেশে কৃষি আইন প্রণয়ন হওয়ার আগেই পুঁজিপতিরা কৃষি পণ্য মজুদ এর জন্য গোদাম তৈরি করে রেখেছে।কেন্দ্রীয় সরকার দেশি এবং বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এ ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে। দেশবাসী কেন্দ্রীয় সরকারের এ ধরনের চক্রান্ত কোনভাবেই মেনে নেবে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

চোপড়ায় পারিবারিক জমির ভাগ নিয়ে সংঘর্ষে জখম ৫ জন

চোপড়া ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর নাহারগছ গ্রামে পারিবারিক জমির ভাগ নিয়ে সংঘর্ষে জখম হয়েছেন ৫ জন। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

বিজেপি অফিসে শোভন-বৈশাখীর ঘরে তালা, সরানো হল নামফলক

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : বিজেপির রাজ্য অফিসে শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে ঝোলানো হল তালা। এদিন বিজেপি-র মিছিলে গরহাজির থাকার সঙ্গে দরজায় তালা দেওয়ার যোগ রয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই।

বিজেপির রাজ্য অফিসে ওই ঘরটি বরাদ্দ ছিল মুকুল রায়ের জন্য। গত ২৭ ডিসেম্বর কলকাতার আঞ্চলিক পর্যবেক্ষক হন শোভনবাবু। তাঁর সহকারী করা হয় বৈশাখীকে। এরপরই মুরলীধর সেন লেনে মুকুলবাবুর ঘরটি দেওয়া হয় তাঁদের। এ দিন ওই ঘরেই ঝোলে তালা। দরজা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে দু"জনের নামফলকও।

এদিন মিছিলে শোভন-বৈশাখী গরহাজির থাকার পর এই ঘটনা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়েছে জল্পনা। জানা গিয়েছে, বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ। তাঁর রক্তচাপ ওঠা-নামা করছে। সে কারণে মিছিলে আসেননি। আর একটি মহলের মতে, অভিমানের কারণে মিছিলে আসেননি বৈশাখী। তাঁর মান ভাঙাতে পারেননি বিজেপি নেতারা। বিজেপির তরফে এনিয়ে কোনও প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

সচেতনতা কর্মসূচি

পাচের পাতার পর

করা হয়। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্যসচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

পাচের পাতার পর

তিনি প্রশ্ন করেন, "এই ১০ বছরে টিএমসি কী এমন অপরাধ করল, যার জন্য উত্তরবঙ্গে একটি আসনও পেল না? বিজেপি এসে সব আসন নিয়ে গেল?" ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের ফলকেই ইঙ্গিত করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর ওই সফরের তিন সপ্তাহ বাদেই উত্তরবঙ্গে জমি উদ্ধারের চেষ্টায় সপারিষদ গেলেন তাঁর ভাইপো।

ক্রীড়াঙ্গন

মেসিকে নিয়ে এত প্রশ্ন কখনো শুনতে হয়নি বার্সা কোচকে

বার্সেলোনা কোচ রোনাল্ড কোমানের সংবাদ সম্মেলন তখন মাত্র শেষ হয়েছে। ইএসপিএনের বার্সা বিষয়ক সাংবাদিক স্যামুয়েল মার্সডেন টুইট করলেন, 'আমার মনে হয় না এর আগে কখনো বার্সা কোচের সংবাদ সম্মেলনে মেসির ফর্ম, প্রেসিং নিয়ে এত প্রশ্ন হয়েছে। কোমান সব প্রশ্নেরই সোজা জবাব দিয়েছেন।' মেসিকে নিয়ে প্রশ্ন তো সংবাদ সম্মেলনে নিয়মিত ব্যাপারই, সেটা আর্জেন্টিনার কোচের সংবাদ সম্মেলন হোক কিংবা বার্সেলোনার কোচের। বর্তমান ছাপিয়ে সর্বকালেরই অন্যতম সেরা ফুটবলার বলে কথা! কিন্তু সেই প্রশ্ন মেসির ফর্ম নিয়ে হবে, কিংবা দলের প্রতি তাঁর নিবেদন নিয়ে...সেটা সম্ভবত অচেনা ব্যাপারই। সেটিই হয়েছে গতকাল কোমানের সংবাদ সম্মেলনে। এই মৌসুমে প্রতিপক্ষের গোলমুখে মেসির অচেনা রূপ তো আলোচনায় ছিলই, তারওপর গত বুধবার চ্যাম্পিয়নস লিগে ম্যাচের শেষ মুহূর্তে মেসির হাঁটাহাঁটির একটি ভিডিও আরও সমালোচনার জোগান দিয়েছে। আজ বাংলাদেশ সময় রাত সোয়া ৯টায় লিগে রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে নামবে বার্সেলোনা, তার আগে কাল কোমানের সংবাদ সম্মেলনে তাই মেসিকে নিয়ে প্রশ্ন হয়েছে একের পর এক। কোমান সেসবের জবাবে অবশ্য খোলাখুলিই কথা বলেছেন।

এবার বার্সার হয়ে এখন পর্যন্ত সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে ৪টি গোল করেছেন মেসি, সবগুলোই পেনাল্টি থেকে। ম্যাচে বার্সেলোনার খেলা গড়ে দেওয়া, দারুণ পাসে প্রতিপক্ষের রক্ষণ খুলে ফেলা...সেসবে মেসি এখনো তেমন অনুজ্জ্বল হয়ে যাননি। কিন্তু গোলমুখে যেন অচেনা হয়ে পড়েছেন ৩৩ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন। যেন বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করেছে তাঁর খেলায়। কোমান অবশ্য সেসব নিয়ে ভাবছেন না, 'ও অসাধারণ খেলোয়াড়। এখনো অনেক মানসম্পন্ন, সেটা ও দেখায়ও। জানি শুধু পেনাল্টি থেকে গোল করেছে, কিন্তু ও সব সময়ই পার্থক্য গড়ে দেয়।'

মাঠে এবার মেসিকে খেলানোর ধরনেও বদল এসেছে। বার্সেলোনার চিরায়ত ৪-৩-৩ ছক থেকে সরে এসে কোমান দলকে ৪-২-৩-১ ছকে খেলাচ্ছেন। সেই ছকে আক্রমণে সবার সামনে মেসিকে ফলস নাইন ভূমিকায়ই বেশি দেখা যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে অবশ্য আঁতোয়ান গ্রিজমানকে সামনে রাখতে রাইট উইংয়ে খেলছেন মেসি, কিংবা ফিলিপ কুতিনিওর অভাব পূরণে খেলছেন মাঝমাঠের তিনজনের কেন্দ্রেও। আবার মাঝমাঠেও নেমে আসতে দেখা গেছে অনেকবার।সেটি নিয়ে কোমানের কথা, 'আমরা ওকে এমন জায়গায় রাখতে চাই যেখানে থেকে ও প্রতিপক্ষকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করতে পারবে। ও অনেক ভিন্ন পজিশনে খেলেছে, ফলস নাইন হিসেবে কিংবা রাইট উইংয়ে...আমরা ওকে প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের যত কাছে সম্ভব রাখতে চাই।' মেসির খেলায় কোনো ঝামেলাও দেখছেন না কোমান, 'আমার তো ওকে ভালোই মনে হচ্ছে। শারীরিক শক্তি ঠিক আছে। ও এই খেলাটা উপভোগ করে। সব সময় জিততে চায়, সেটা দেখায়ও। অন্য যে কারও মতো ওর-ও কিছু ঝামেলাপূর্ণ মুহূর্ত যাচ্ছে, বল এখন জালে যেতে চাইছে না।'ফর্মের ওঠা-নামা তো স্বাভাবিকই। নামটা মেসি বলেই হয়তো নামের পাশে মৌসুমে চার গোলও যথেষ্ট নয়। গোলের ধরন এখানে গুরুত্বপূর্ণ, গোলের সংখ্যা আরও বেশি না হওয়া এখানে চোখ কপালে তোলে। কিন্তু সেটিকে এক পাশে রেখে বার্সার প্রতি মেসির নিবেদনও যে প্রশ্নের মুখে! গত আগস্টে বার্সা ছাড়তে চেয়েছিলেন বলে তাঁর দিকে এই মৌসুমে এমনিতেই নজর বেশি, তারওপর গত বুধবারের ভিডিওটা মেসির নিবেদন নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে আরও বেশি।টুইটারে চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের মাঠে দিনামো কিয়েভের বিপক্ষে ২-১ গোলে জেতা সেই ম্যাচের শেষদিকে যোগ করা সময়ের সেই ক্ষুদ্র ভিডিওতে দেখা যায়, কিয়েভের এক মিডফিল্ডার বার্সেলোনার অর্ধে বল নিয়ে ঢুকছেন। মেসির সামনে থাকা সত্ত্বেও সেই ডিফেন্ডারের কাছ থেকে বল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেননি। যদিও সেই ভিডিওটিতে সম্পাদনা বা এডিট করে পুরো মাঠের চিত্র দেখানো হয়নি। পরে অন্য ভিডিওতে দেখা যায়, পেছনে ওই খেলোয়াড়কে আর তাঁর পাস আটকে দেওয়ার জন্য বার্সেলোনার মাঝমাঠে ৫ জনের একটা রেখা দাঁড়ানো। ওই রেখাতেই শেষ পর্যন্ত আটকে গেছেন কিয়েভের ওই ডিফেন্ডার।আরেকটি ভিডিও-ও ছড়িয়ে পড়ে, যেটিতে দেখা যায় উল্টো চিত্র। মেসি বল কেড়ে নিতে প্রেস করছেন, তা-ও নিজেদের বক্সের সামনে! ম্যাচের মাঝামাঝি সময়ে বার্সার কর্নার থেকে কিয়েভের পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়, মেসি কিয়েভের বক্সের সামনে থেকে কিয়েভের ওই খেলোয়াড়ের সঙ্গে দৌড়ে নিজেদের বক্সের সামনে এসেও বল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন।সে কারণেই কি না, মেসির ওই 'হাঁটাহাঁটির' ভিডিওকে পাত্তা দিচ্ছেন না কোমান, 'আপনি যেকোনো খেলোয়াড়েরই এমন হাঁটার ভিডিও পাবেন। আমি এখনো ভিডিওটা দেখিনি, দেখতেও চাই না। আমার চোখে ওর মনোভাব খুবই ভালো। বিতর্ক তৈরি করা আমার পছন্দ নয়। ৯৩ মিনিটে ২-১ গোলে এগিয়ে থাকার সময় আপনি যদি ওর হাঁটাহাঁটির ছবি দেখেন, পুরো কাজটার (দলের রক্ষণের কৌশল) না তাকিয়ে আপনি শুধু একটা ছবিতে মনোযোগ দিতে পারেন না!'

বার্সেলোনায় দাম না পাওয়া সুয়ারেজ আতলেতিকোর নায়ক

বার্সেলোনা ছাড়ার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। বন্ধু লিওনেল মেসির সঙ্গে আরও কয়েকটা মৌসুম ন্যু ক্যাম্পেই থেকে যেতে চেয়েছিলেন লুইস সুয়ারেজ। কিন্তু পেশাদার পৃথিবীতে ব্যক্তির চাওয়া-পাওয়ার পাত্তা কোথায়? বার্সেলোনা কর্তৃপক্ষ ভেবেছে সুয়ারেজ বুড়িয়ে গেছেন, এখন আর তাঁকে প্রয়োজন নেই! সর্বশেষ দলবদলের বাজারে তাই তাঁকে ন্যু ক্যাম্প ছাড়তে বাধ্য করে বার্সেলোনা। ন্যু ক্যাম্পে ব্রাত্য হয়ে পড়া সুয়ারেজ নাম লেখান আতলেতিকো মাদ্রিদে।

২০১৪ সালে লিভারপুল ছেড়ে বার্সেলোনায় নাম লেখানো সুয়ারেজের অবশ্য সর্বশেষ দুটি মৌসুম তেমন ভালোও কাটেনি। সব মিলিয়ে বার্সার হয়ে ২৮৩ ম্যাচ খেলে ১৯৮ গোল উরুগুইয়ান স্ট্রাইকারের। আর সর্বশেষ মৌসুমে করেছেন মাত্র ৪৬ গোল। তা যাই—হোক, বার্সা ছাড়ার সময় আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিজ্ঞার মতো করেই একটি ঘোষণা দিয়েছিলেননিজের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসবেন এবং সেটা আরও শক্তিশালী হয়ে।

নিজের দেওয়া কথা রেখে চলেছেন ৩৩ বছর বয়সী সুয়ারেজ। নতুন মৌসুমে আতলেতিকোর হয়ে অসাধারণ খেলছেন তিনি। ফিরে পেয়েছেন গোলের সেই পুরোনো ঝরনাধারা। আতলেতিকো তো বটেই, চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত যৌথভাবে লা লিগার সর্বোচ্চ গোলদাতা সুয়ারেজ। আতলেতিকোর হয়ে লিগে ৬ ম্যাচ খেলে ৫ গোল লিভারপুলের সাবেক স্ট্রাইকারের। আতলেতিকোর জোয়াও ফেলিক্স আর রিয়াল সোসিয়েদাদের মিকেল ওইয়ারজাবাইয়ের গোলও পাঁচটি করে।

কাদিজের বিপক্ষে কাল আতলেতিকোর ৪-০ গোলের জয়েও একটি গোল করেছেন সুয়ারেজ। এই গোলে একটি কীর্তিও গড়া হয়ে গেছে উরুগুইয়ান স্ট্রাইকারের। ৫১ মিনিটে দলের তৃতীয় গোলটি করে লা লিগায় খেলা ২৯টি প্রতিপক্ষের বিপক্ষেই গোল পাওয়া হয়ে গেছে তাঁর। গোলের সামনে এখনো সুয়ারেজ কতটা নিখুঁত সেটা স্পষ্ট হবে আরেকটি পরিসংখ্যানে। লা লিগায় এবার যে পাঁচটি গোল তিনি পেয়েছেন তা গোলে করা মাত্র আটটি শট থেকে। অন্যদিকে মেসি চলতি মৌসুমে লা লিগায় তিন গোল পেতে গোলে শট নিয়েছেন ১৬টি। বার্সেলোনার আর্জেন্টাইন তারকার তিন গোলের দুটিই আবার পেনাল্টি থেকে।কাদিজের বিপক্ষে জয়ের পর এখন হয়তো সুয়ারেজ উরুগুয়ে নিয়ে ভাববেন। এ মাসেই যে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে উরুগুয়ে মুখোমুখি হবে কলম্বিয়া ও ব্রাজিলের।

ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচে হয়তো তাঁর দেখা হয়ে যাবে বার্সেলোনার পুরোনো সতীর্থ নেইমারের সঙ্গে। এটা অবশ্য নির্ভর করছে নেইমারের চোট থেকে সেরে ওঠার ওপর। ব্রাজিল কোচ তিতে দলের সেরা তারকাকে স্কোয়াডে রেখেছেন। কিন্তু পিএসজির ফরোয়ার্ড এই মুহূর্তে চোট নিয়ে আছেন দলের বাইরে।নেইমারের সঙ্গে দেখা হবেএটি মনে হলেই হয়তো আরেকটি বিষয় নিয়েও ভাববেন সুয়ারেজ।

আন্তর্জাতিক ম্যাচের বিরতি থেকে ফিরলেই যে তাঁর ক্লাব আতলেতিকো মুখোমুখি হবে বার্সেলোনার। সেখানে বন্ধু মেসির মুখোমুখি হতে হবে তাঁকে। ২১ নভেম্বর বার্সেলোনা-আতলেতিকোর সেই ম্যাচে মনের মধ্যে একটা বিষয় নিশ্চয়ই ঘুরপাক খাবে সুয়ারেজেরবার্সা তাঁর সঙ্গে অন্যায় করেছে। আর এর জবাব মাঠেই দিতে হবে!কে জানে নিজেদের মাঠে বার্সেলোনার বিপক্ষে ম্যাচে জবাব দিতে পারবেন কি না সুয়ারেজ! সেটা পারলে লা লিগায় খেলা ৩০ দলের সব কটির বিপক্ষেই গোল পাওয়া হয়ে যাবে উরুগুয়ের স্ট্রাইকারের।

এমন পানেনকা পেনাল্টি কে দেখেছে কবে!

ফুলহাম তখন ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে ১-০ গোলে পিছিয়ে। তাও আবার ৯১ মিনিটের গোলে। রেফারি বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। যার মানে শেষ বাঁশি বাজতে বেশি সময় আর বাকি নেই। এমন সময়ে ফুলহামের জন্য আশার আলো হয়ে এল ভিএআরের একটি সিদ্ধান্ত। ওয়েস্ট হামের বক্সের মধ্যে ফাউল পায় ফুলহাম। যার মানে দাঁড়ায় পেনাল্টি থেকে গোল করে ড্র করে ম্যাচ শেষ করার সম্ভাবনা।

কিন্তু বিধি বাম, পেনাল্টি থেকে গোল হলে তো! পেনাল্টিটি নিতে এগিয়ে যান ফুলহামের ধারের খেলোয়াড় অ্যাডেমোলা লুকম্যান। লাইপজিগ থেকে আসা লুকম্যান পেনাল্টি থেকে গোল করতে চেয়েছিলেন একটু কায়দা করে। 'পানেনকা' স্টাইলে! কিন্তু সবাই কি আর পানেনকা পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারে? লুকম্যান তো আর আন্দ্রেয়া পিরলো বা সের্হিও রামোস নন যে পানেনকা পেনাল্টি নিয়ে গোলকিপারকে সহজেই বোকা বানিয়ে গোল করে ফেলবেন!

লুকম্যানের পানেনকা পেনাল্টি সোজা চলে যায় ওয়েস্ট হামের গোলকিপার ফাবনস্কির কোলে। শটটি নিয়েই গোল উদ্‌যাপনের জন্য দৌড় দিতে চলেছিলেন লুকম্যান। কিন্তু সহজ পেনাল্টিটি ফাবনস্কি ধরে ফেলার পর হতাশায় প্রথমে মাথায় হাত দেন লুকম্যান। এরপর মুখ ঢেকে ফেলেন। লুকম্যানের এই কাণ্ডে হতাশ ফুলহামের কোচ স্কট পার্কারও।

ফুলহাম কোচ রীতিমতো ক্ষুব্ধও, 'আমি হতাশ ও ক্ষুব্ধ। আপনি এভাবে পেনাল্টি নিতে পারেন না।'

ফুলহামের ইংলিশ উইঙ্গারের বয়স মাত্র ২৩ বছর। এখনো তরুণ বলে এই ভুলকে মাফ করে দেওয়ার কথাও বলেছেন পার্কার, 'সে তরুণ একজন খেলোয়াড়, এখনো অনেক কিছু শিখছে।' তবে একটা লুকম্যানকে একটা পরামর্শও দিয়েছেন তিনি, 'সবার বুঝতে হবে যে ও একটা ভুল করেছে। তবে তরুণদের খুব দ্রুতই বিষয়গুলো শিখতে হবে। সে নিজেও এটা নিয়ে হতাশ। আর এটা ফুটবলেরই অংশ।'

এমন একটি বুলের পরও অবশ্য লুকম্যান কোচ পার্কার আর তাঁর সতীর্থদের পাশেই পাচ্ছেন।

পার্কার বলেছেন, 'অ্যাডে এখানে আসার পর থেকেই ভালো খেলছে। বয়সটা একটু কম হলে ভুল তো কেউ করতেই পারে।'

ফুলহামের মিডফিল্ডার টম কেয়ারনি লুকম্যানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, 'অ্যাডেমোলা ভেঙে পড়েছে। ও সবার কাছে ক্ষমা চেয়েছে। সে এখনো বয়সে তরুণ। এখানে শুরুটা ভালোই করেছে এবং আমাদের দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক খেলোয়াড়। আমরা তার পাশেই থাকছি। ওর মানসিকতা ঠিক রাখতে সাহায্য করব।'কেয়ারনি অবশ্য পয়েন্ট হারানোর বেদনা ভুলতে পারেননি, 'সে আমাদের একটি পয়েন্ট এনে দিতে পারত।'

চলতি মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে ৬ ম্যাচ খেলে একটি গোল করা লুকম্যানের পাশে দাঁড়িয়েছেন ফুলহামের আরেক মিডফিল্ডার হ্যারিসন, 'ও ক্ষমা চেয়েছে। তাই আমরাও এটা ভুলে গিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চাই। সে লজ্জিত, আমরা সবাই আসলে হতাশ।'সতীর্থরা বিষয়টি নিয়ে লুকম্যানের পাশে থাকলেও লুকম্যানকে ধুয়ে দিয়েছেন প্রিমিয়ার লিগের কিংবদন্তি ইয়ান রাইট, 'এমন অপেশাদার কাজ আমি অনেক দিন পর দেখলাম। আমি জানি না সে কী ভাবছে।

এটা খুব বাজে ব্যাপার হয়েছে এবং অপেশাদার কাজ। এই পেনাল্টি থেকে গোল করা উচিত ছিল। গোলকিপার যদি কষ্ট করে সেভ করত, তাহলে অন্য কথা ছিল!'

কোহলিকে স্লেজিং করতে ভয় কেন অস্ট্রেলিয়ানদের?

স্টিভ ওয়াহর মুখ থেকেই শোনা গেল সাবধান বাণীটিবিরাট কোহলিকে স্লেজিং কোরো না। নিজেদের খেলোয়াড়েরা ভারতের অধিনায়ককে যেন স্লেজ না করেন, সে ব্যাপারে নিষেধই করলেন তিনি। এ শতকের শুরুতে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হিসেবে যে স্টিভ ওয়াহ স্লেজিংকে রীতিমতো শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সময় যেখানে অস্ট্রেলিয়া দলের কৌশলের অংশই ছিল স্লেজিং, সেই স্টিভ ওয়াহর মুখেই কোহলিকে স্লেজিং না করার সাবধান বাণী। ব্যাপারটা একটু কেমন নয় কি!

কারণ তো অবশ্যই আছে। না হলে তিনি ভারতীয় ক্রিকেট দলের আসছে অস্ট্রেলিয়া সফরে কোহলিকে কেন স্লেজিং করতে মানা করবেন! সাবেক অস্ট্রেলীয় অধিনায়কের মতে, কোহলিকে স্লেজিং করলে ব্যাপারটা হিতে বিপরীত হতে পারে। খেলোয়াড়ি জীবনে স্টিভ ওয়াহর তত্ত্বটা অনেকটা এমন ছিল, মাঠে খেলার সময় প্রতিপক্ষকে কথার বাণে বিদ্ধ করে তাঁর মানসিক শক্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। এমনভাবে তাঁকে কথা দিয়ে আক্রমণ করতে হবে, যেন প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়েরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে বসেন। এ শতকের শুরুতে ক্রিকেট দুনিয়ায় রীতিমতো অজেয় হয়ে ওঠা অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের মুখোমুখি হতে অন্য দেশের ক্রিকেটাররা ভয়ই পেতেন। খেলতে নেমে গালি খেতে কেই---বা চায়! অস্ট্রেলিয়া প্রতিপক্ষের ভীত হয়ে পড়ার সুযোগটাকে পুরোপুরিই কাজে লাগিয়েছে।স্লেজিং—সংক্রান্ত এ তত্ত্বযখন প্রয়োগ করা শুরু হয়, তখন মাঠের মধ্যে গালিগালাজ, কথার বাণ অন্য দেশের ক্রিকেটারদের কাছে বেশ অজানাই ছিল। ভদ্রলোকের খেলা ক্রিকেট। যেখানে ভালো একটা ইনিংস খেললে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়েরা প্রশংসা করেন, হাততালি দেন, সেখানে গালি! তাও যা-তা গালি নয়, একেবারে মা—বাবা তুলেই গালি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অনেক তত্ত্বই পুরোনো হয়ে যায়, তেমনি ক্রিকেটে স্লেজিংয়ের তত্ত্বও পুরোনোই হয়ে গেছে। স্টিভ ওয়াহদের দেখানো পথে গালির অস্ত্র নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন প্রতিপক্ষের ক্রিকেটাররা। নতুন একটা প্রজন্ম তৈরি হয়েছে, যারা এখন নিজেরাই গালিগালাজ ফিরিয়ে দিতে পারে। প্রতিপক্ষের গালিতে তারা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয় না। ভারতের অধিনায়ক বিরাট কোহলি সে প্রজন্মেরই প্রতিনিধি। ওয়াহ সেটিই বলেছেন এখনকার অস্ট্রেলীয় দলকে, 'কোহলিকে স্লেজিং করতে যেয়ো না। তাতে উল্টো ফল হতে পারে। কোহলি স্লেজিংয়ে খেপে গিয়ে এমন খেলা খেলল, যা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে অস্ট্রেলিয়ার জন্যই। ওকে তাই বিরক্ত না করাই ভালো।'কোহলিকে স্লেজিং করতে গিয়ে উল্টো নিজেরাই মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিলেন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটাররা। সেটি ভারতের সর্বশেষ অস্ট্রেলিয়া সফরের ঘটনা। কোহলিকে স্লেজিং করবেন কী, উল্টো ভারত অধিনায়কই কোনো কথা মাটিতে পড়তে দেননি। প্রতিটি কথার জবাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ও হয়েছিল, যেটি

PNIT NO: ePT31 /EE/RD/KCP/DIV/2020-21
DATED- 01/01/2021

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 14.01.2021 for 2 (Two) No. Constructici projects and 1(One) No hiring of machineries under R.D. Kanchanpur Division during the year 2020-21. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Execuutive Engineer.
RD Kanchanpur Kanchanpur, North Tripura

ICA/C-2661/2020-21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 28/EE/MNP/PWD(R&B)/2020-21 Dated 29/12/2020

The Executive Engineer, Mohanpur Division , PWD(R&B), Mohanpur, Tripura (West) invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 27/ 01/2021 for the work of DNIT No.:17/CE/PWD(R&B)/ ACE(P&DU)/2020- 2021 of Estimated cost of Rs. 25,61,38,256.00/-

For details visit website https://tripurafenders.qov.in. For any enquiry, pleas cgrAact by e-mail to mohanpurpwdrandbdivision@gmail.com

Executive Engineer
Mohanpur Division,
PWD(R&B), Mohanpur,
West Tripura

ICA/C-2654/2020-21

অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ সনাক্ত করন চাই
Ref. G.B Top G.DEntry No-09 dated 25/12/2020

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ, বয়স আনুমানিক ৬০ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, মুখমন্ডল গোলাকার , গায়ের রঙশ্যামলা, চুল - কালো এবং সাদা, গত ১৫/১২/২০২০ ইংরেজী তারিক বিকাল ৩টা ৪৩ মিনিট সময়ে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি হন, এবং গত ২৪/১২/২০২০ ইংরেজী তারিখ রাত্রি ৮টায় মারা যান, আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয় স্বজন মৃত ব্যক্তির দাবি করেনি। বর্তমানে মৃতদেহ আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখঅ রয়েছে সনাক্তকরণ করার জন্য।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ পুরুষ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও কোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪/১০০
৩) জিবি থানা - ০৩৮১ ২৩৫ ৫০৯৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

ICA/D/1186/20

পলাতক আসামীর সন্ধান চাই
Ref. Airport PS Case No- 2020ARP 094 dated =- 26/12/ 2020 u/s-366(A)IPC

পাশের ছবিটি একজন পলাতক আসামীর ছবি, নাম - শ্রী কনক বর্মণ, পিতা - শ্রী বাবলু বর্মণ, সাং- বুসিপুর, থানা- বাগাছাগরা, এনজেপি শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, বয়স ২৪ বছর, উচ্চতা - ৫ ফুট, গায়ের রঙ - শ্যামলা, পরনে - শার্টপেন্ট, গত ২৬/১২/২০২০ইং ইংরেজি তারিখের উ'রে উল্লেখিত মোকদ্দমায় অপরাধ করার র পলায়ন করেছে। বহু খোঁজা খোঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও কোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪/১০০
৩) এয়ারপোর্ট থানা - ০৩৮১ ২৩৪ ২২৫৮

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

ICA/D/1188/20

জাগরণ 5 January, 2021, Tuesday আগরতলা ৫ জানুয়ারি, ২০২০ ইং, ■ ২০ পৌষ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

নাতনিকে প্রেমিকের সাথে পালিয়ে যেতে সহায়তা করার অভিযোগ ঠাকুমার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ জানুয়ারী।। নাতনি বলে কথা। এমন সুসম্পর্কের মধ্যেই নিজের ১৫ বছরের নাতনিকে অপর এক যুবকের সাথে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক বৃদ্ধা ঠাকুরমার বিরুদ্ধে। খবরে জানা যায়, অন্যান্য দিনের মতো আজও উদয়পুর রাজারবাগ সুকান্তপল্লী নিবাসী শ্রীমতি শিপ্রা দেবনাথ প্রতি দিনের মতো মানুষের বাড়িতে ঠিকা কাজ করতে গিয়েছিলেন। ঠিকা কাজের ফাঁকেই উনার কাছে(শিপ্রা দেবনাথের) খবর আসে উনার ১৫ বছরের নাবালিকা মেয়ে আগরতলা বিমানবন্দরে রয়েছে। এ খবর শুনার পর তিনি আগরতলায় উনার নিকট আত্মীয়-পরিজনকে জানালে তারা এয়ারপোর্ট থানায় খোঁজ খবর করেন এবং পরবর্তীতে নিকট আত্মীয়-পরিজনেরা খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারেন মেয়ে কে কে বা কারা মেয়ের ঠাকুরমার সহযোগিতায় পাচার করে দিচ্ছে। নিকট আত্মীয়ের সহযোগিতায় সন্দেহের ভিত্তিতে পুলিশ দুজনকে আটক করা হয়েছে।কিন্তু পরবর্তী সময়ে নাবালিকা মেয়ের ঠাকুরমা শেফালী দেবনাথ উদয়পুর গকুলপুর হঠাৎ চৌমুহনী এলাকায় থেকে পুলিশকে জানায় এই নাবালিকা মেয়ের মা-বাবা কেউ নেই,তারা চিকিৎসার জন্য চেন্নাই যাচ্ছে তাই তাদেরকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশ তাদের কাছ থেকে একটি লিখিত বয়ান রেখে ঐ নাবালিকা মেয়ে সহ অপর ছেলেটিকে ছেড়ে দেয়। এই ঘটনা জানাজানি হতেই মেয়ের মা শিপ্রা দেবনাথ উনার শাশুড়ির বিরুদ্ধে রাধাকিশোর মহিলা থানায় একটি লিখিত মামলা দায়ের করেন । পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। অভিভাবক মহল উদ্বিগ্ন।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী স্বপরিবার সৎসঙ্গ আশ্রমে প্রণাম করেন। ছবি-নিজস্ব।

হারিয়ে যাচ্ছে পৌষ সংক্রান্তির ঐতিহ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জানুয়ারি।। যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে হারিয়ে যাচ্ছে প্রাচীন ঐতিহ্য। বর্তমান যুগে দেখাই যায় না পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন রাতে ছন বাঁশের তৈরি ঘর যার গ্রাম্য ভাষায় নাম বুড়ি ঘর তৈরি করে বনভোজন করতে। যুগের পরিবর্তন এবং সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে হারিয়ে যাচ্ছে পুরানো সংস্কৃতি। কিন্তু উৎসব প্রিয় বাঙালিরা যেন তাদের প্রিয় উৎসব কে কেন্দ্র করে আনন্দে খামতি রাখতে নারাজ। এ বছরও তেলিয়ামুড়া বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বুড়ির ঘর তৈরি করতে দেখা যাচ্ছে উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েদের। পৌষ মাসের সংক্রান্তির আগের দিন রাত্রিতে যার যার সাধ্য অনুযায়ী রান্না করে ছেলেমেয়েরা বাড়ির সবাইকে নিয়ে বনভোজনে মেতে উঠবে। প্রতি বছরই এই দিনটির আগে কয়েকজন মিলে ধানের ক্ষের ও বাশ জোগাড় করে দু-তিনদিন লাগিয়ে ঘর তৈরি করে। আর সংক্রান্তির আগের দিন রাত্রিতে আনন্দ-উল্লাসের সহিত নাচ-গান করে বনভোজনের মেতে ওঠে। আর পরেরদিন সংক্রান্তিতে ভোর বেলা স্নান করে ওই ঘরে আগুন ধরিয়ে আনন্দে মেতে উঠে কচিকাঁচারা। যদিও এবার এই বুড়ির ঘরের ততটা লক্ষ করা না গেলেও কিছু কিছু জায়গায় কচিকাঁচারা পুরনো সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে এ বছরও কচিকাঁচারা ঘর তৈরিতে ব্যস্ত।

ব্লাইন্ড এসেসিয়েশনের উদ্যোগে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সোমবার আগরতলা জগন্নাথ বাড়ি রোডে স্টুডেন্ট হেলথ হোমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এ উপলক্ষে লুইস ব্রেইল এর ২১৩ তম জন্ম বার্ষিকীও পালন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে কর্মকর্তারা লুইস ব্রেইল এর জীবন আদর্শ তুলে ধরে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য লুইস ব্রেইল হলেন ব্রেইল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তক। লুইস ব্রেইল শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার ফলে বর্তমানে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ দৃষ্টিহীনরা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হচ্ছে ।এসোসিয়েশন আয়োজিত আলোচনা সভায় দৃষ্টিহীনদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং এসব সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য রাজ্যে দৃষ্টিহীনরা নানা সমস্যার সম্মুখীন।দৃষ্টিহীনদের সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার জন্য দাবি জানানো হয়।

চড়িলাম স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ জানুয়ারি।। চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় বর্তমানে একাদশ শ্রেণিতে ১৬৪ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে, এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে ১১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন পিজিটি শিক্ষক নেই। তাই সোমবার জেলা শিক্ষা অধিকর্তার কাছে একটি মেমোরেন্ডাম জমা দেওয়া হয়।

আগামী সাত দিনের মধ্যে তাদের দাবি যদি না পুরন করা হয় তাহলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের স্বার্থে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে বলে জানা গেছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে সুরমা গ্রাম পঞ্চায়েতে গোষ্ঠী আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প শাখার উদ্যোগে প্রতিনিয়ত জেলাভিত্তিক বিভিন্ন তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের তামাক ব্যবহারকারীদের তামাকের কুফল ও হানিকারক দিকগুলি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ত'ণমূলস্তরে ক্রমাগত গোষ্ঠীগত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই কর্মসূচিতে গত ১ জানুয়ারি, ধলাই জেলার অন্তর্গত মরাছড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে ছোট সুরমা গ্রাম প'য়েতে এক গোষ্ঠী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনায় মেডিক্যাল অফিসার, প'য়েত সচিব, গ্রাম প'য়েতের জনসাধারন, আশাকর্মী, এএনএম ও এমপিডব্লিও কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্যকর্মীগণ সভায় তামাক ব্যবহারের হানিকারক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্যসচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

আশা ভরসা দিবসে ম্যালেরিয়ার ঔষধ ও রক্ত পরীক্ষার কিট বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। খোয়াই জেলার মুঙ্গিয়াকামি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে প্রতিমাসের মত গত ৩০ ডিসেম্বর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কনফারেন্স হলে আশা ভরসা দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ ডিংকু দেববর্মা। তিনি স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাছাড়া এই অনুষ্ঠানে বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এম টি এস বিকাশ দত্ত, এম পি এস জোথাঙ্গি রংখম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধের উপর সচেতনতামূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আশা ভরসা দিবসে ৭২ জন আশাকর্মী, ৩ জন আশা ফেসিলিটেটর উপস্থিত ছিলেন। সবাইকে ৫০টি করে রক্ত পরীক্ষার কিট ও ম্যালেরিয়ার ঔষধ বিতরণ করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগপ্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

কাকড়াবন ব্লক এলাকায় টিবি রোগের সন্ধানে সক্রিয় অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। কাকড়াবন ব্লক এলাকায় ২ জানুয়ারি যক্ষা রোগীর সন্ধানে সক্রিয়ভাবে অভিযান শুরু হয়। কাকড়াবন এলাকায় এদিন ২৫ জনের কফের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। স্বাস্থ্যকর্মীগণ ব্লক এলাকার ৪টি ইটভা-য় কর্মরত শ্রমিকদের কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করেন। জামজড়িতে ২টি, কুশামাড়াতে ১টি ও কিশোরগ' ১টি ইটভা-তে এই অভিযান চলে। তাছাড়া এই অভিযানে ৪৫৪ জন শ্রমিকের প্রথমে টিং করা হয়। এদের থেকে ২৫ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি নমুনা জেলা টিবি পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য, অন্যান্য জেলার মত, গোমতী জেলাতেও যক্ষা রোগীর সন্ধানের বিশেষ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। গোমতী জেলার মহারানী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকেও নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সবগুলির নমুনা সিবি নেট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলছে। টিবি রোগ নিরাময়ে গোমতী জেলায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্যসচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

ধলাই জেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণমূলক সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের উদ্যোগে প্রতিনিয়ত সমাজের বিভিন্ন স্তরের তামাক ব্যবহারকারীদের তামাকের কুফল ও হানিকারক দিকগুলি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ত'ণমূলস্তরে গোষ্ঠীগত আলোচনা সভার আয়োজন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচীর অধীনে গত ৩১ ডিসেম্বর, ধলাই জেলার অন্তর্গত নাকাশীপাড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে গ্রামীণ মহিলা, আশা, এএনএম ও এমপিডব্লিও এবং স্থানীয়দের নিয়ে পানবোয়া বাজারে এক গোষ্ঠী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনায় ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান, মেডিকেল অফিসার ডাঃ নিলাদ্রী দেবর্বমা, প'য়েত সচিব উপস্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্যকর্মীগণ সভায় তামাকের হানিকারক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্যসচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

রাধানগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। রাধানগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কনফারেন্স হলে আশা, সিএইচও, প'য়েত সদস্যসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে গত ২৯ ডিসেম্বর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক ডাঃ জগদীশ নমঃ, ডাঃ দেবজ্যোতি ভ-াচার্য্য, এওআইসি, ডিস্ট্রিক্ট কনসালটেন্ট অরিজিৎ দাস তামাকের কুফল ও হানিকারক দিকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের বিভিন্ন দিকগুলি ও তার পরিষেবা জনগণের মাঝে পৌঁছে দিতে এই সভার আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচি রূপায়ণে সভায় জনপ্রতিনিধিগণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্যসচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

পিপলাছড়া ভিলেজে প্রাণীপালকদের নিয়ে মতবিনিময় সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। কাঞ্চনপুর মহকুমা প্রাণীসম্পদ বিকাশ কার্যালয়ের উদ্যোগে সম্পতি দামছড়া ব্লকের পিপলাছড়া এ ডি সি ভিলেজ কার্যালয়ে ভিলেজ এলাকার প্রাণীপালকদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন পিপলাছড়া এডিসি ভিলেজের চেয়ারম্যান মহিনচন্দ্র রিয়াং। সভায় প্রাণীপালকদের উন্নত প্রথায় শূকর, গাভী, মহিষ, হাঁস, মোরগ পালনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করার উপর আলোচনা করেন ডা. তপন দাস। সভায় ভিলেজ এলাকার ৪৫ জন প্রাণীপালক অংশগ্রহণ করেন।

খোয়াইয়ে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। খোয়াই জেলার পূর্ব সোনাতলার রাজা রামমোহন রায় এস বি স্কুলে গত ৩১ ডিসেম্বর এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত, জিলা পরিষদের সদস্য সুব্রত মজমদার, সমাজসেবী অনিমেষ নাগ ও খোয়াই জেলা

ছয়ের পাতায় দেখুন

ঋণের কিস্তি স্থগিত রাখার দাবী নিয়ে ফের গ্রামীণ ব্যাঙ্কে গেলেন চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের ব্যাংক ঋণের ইএমআই এর টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য এখনো বিভিন্ন শাখা থেকে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। গ্যারান্টারদের ওপর চাপ বৃদ্ধি হচ্ছে বলে জানা গেছে।তাতে জটিল সমস্যার সম্মুখীন চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং তাদের জন্য যারা গ্যারান্টার হয়েছিলেন সেই সব লোকজন। চাকরিচ্যুতরা পুনরায় চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত ব্যাংক যাতে তাদের কাছ থেকে ইএমআই এর টাকার জন্য চাপ সৃষ্টি না করে সেজন্য ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছিল।গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল তাদের কাছ থেকে টাকার জন্য কোন ধরনের চাপ সৃষ্টি করা হবে না।অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা থেকে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের কাছে বকেয়া ঋণের ইএমআই মিটিয়ে দিতে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ইএমআই এর টাকা মিটিয়ে না দেওয়ায় ঘাটের কাছে নোটিশ পাঠাতে শুরু করেছে ব্যাংক। তাতে জটিল সমস্যায় পড়েছে চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। চাকরিচ্যুত দের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে আগরতলায় সিটি সেন্টারের সামনে চাকরিচ্যুত টানা ২৯ দিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

এখনো পর্যন্ত রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তাদেরকে পুনরায় চাকুরীতে নিযুক্তির বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি।এই অচলাবস্থার মধ্যে ব্যাংকের শাখা থেকে চাকরিচ্যুত দের কাছে বকেয়া ঋণের ইএমআই মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টির ঘটনায় চাকরিচ্যুত রীতিমতো ক্ষুব্দ। সে কারণেই চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে সোমবার পুনরায় বিক্ষোভ এবং কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

পুলিশ কনস্টেবলের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ জানুয়ারি।। গোমতী জেলার উদয়পুরে এক পুলিশ কনস্টেবল বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। ওই পুলিশ কনস্টেবলের নাম নিবাস দেবনাথ। পুলিশ কনষ্টবল নেপাল দেবনাথ উদয়পুর পুলিশ লাইনে কর্মরত ছিল। কর্মস্থলে ওই পুলিশ কনষ্টবল কীটনাশক পান করে। সহকর্মীরা বিষয়টি টের পেয়ে এগিয়ে যান। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাকে জিবিতে স্থানান্তর করা হয়। জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলেও তাকে শেষ রক্ষা করা যায়নি। চিকিৎসাধীন অবস্থায় পুলিশ কনস্টেবল দেবনাথ এর মৃত্যু হয়।পুলিশ কনস্টেবলের বিষপানে আত্মহত্যার সঠিক কারণ জানা যায়নি। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে বাড়িতে স্বামী এবং স্ত্রী থাকতেন। একমাত্র পুত্র পেশাগত কারণে বাড়িতে থাকত না। পরিবারে কোন ধরনের ঝগড়াঝাঁটি ছিল না বলে পুত্র জানিয়েছে। বিষপানে পুলিশ কনস্টেবল এর মৃত্যুর সংবাদ সহকর্মীদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃত্যুর আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

তিন বছর যাবৎ অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে কষ্টে দিন কাটছে গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৪ জানুয়ারি।। গন্ডাছড়া দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা সমীর চন্দ্র সাহা দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুসতায় ভুগছেন। সমীর চন্দ্র সাহার স্ত্রী জানিয়েছেন গত তিন বছর যাবৎ ওনার স্বামী অসুস্থ হয়ে ঘরে পরে আছেন। আগে তিনি গন্ডাছড়া বাজারে এক মোদীর দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন। এখন অসুসতার জন্যে কোন ধরনের কাজ করতে পারছেন না। বর্তমানে টাকা পয়সার অভাবে উন্নত চিকিৎসা করাতে পারছেন না। যদিওবা অন্যের কাছ থেকে কিছু টাকা পয়সা দার দক্ষিনা করে আগরতলা নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান। এই ক্ষেত্রে আগরতলার এক চিকিৎসক জানান ওনার গলায় মারাত্মক রোগ ধরা পড়ে,তাই তাকে দ্রুত উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইরে চেন্নাই বা কলকাতা নিয়ে যাওয়ার। দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারি এই পরিবারের পক্ষে রাজ্যের বাইরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই এক প্রকার বিনা চিকিৎসায় বাড়িতে পড়ে আছেন সমীর সাহা। বিপিএল কার্ড থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছেন না। সরকার যদি আর্থিক ভাবে সাহায্য সহগোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তবেই তাকে বাচানো সম্ভব হবে। সমীর সাহার স্ত্রী সরকারী সাহায্যের পাশাপাশি ক্লাব বা সামাজিক সংসার কাছেও তার স্বামীর চিকিৎসার জন্য আর্থিকভাবে সাহায্য সহযোগিতার আর্জি জানান।

খোয়াই জেলার পহরমুড়া এলাকায় নবজাতকের বাড়ি পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য পরিষেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ ধারাবাহিকভাবে চলছে। খোয়াই জেলার চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন পহড়মুড়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত চকবের এলাকায় ১ জানুয়ারি নবজাতকের বাড়ি পরিদর্শন করতে যান স্বাস্থ্যকর্মীগণ। পরিদর্শনকালে আশাকর্মী বীনা দাস নাগ এবং আশা ফেসিলেটর মনিকা শীল সরকার একটি চারমাস বয়সের বাচ্চার সারা শরীরে ছোট ছোট লাল ফুসকুড়ি দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ রাহুল পালের সাথে যোগাযোগ করে আশাকর্মীগণ শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা বলেন অভিভাবকদের। সেই মত শিশুর অভিভাবকরাও শিশুটিকে নিয়ে হাসপাতালে যান। এতে শিশুটির সময়মত চিকিৎসা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগপ্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে বয়স্কদের স্বাস্থ্য পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। জাতীয় বার্ধক্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্পের অধীনে বয়স্কদের জন্য সকাল প্রকার স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। এমনকি বিছানায় শয্যাগত বয়স্ক রোগীদের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়। আমাদের সমাজের প্রবীণ জনসংখ্যাকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের এই পদক্ষেপ। এই কর্মসূচিতে গত ১ জানুয়ারি বামুটিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে আই বি কলোনী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শয্যাশায়ী ক্যান্সার রোগীর পরিচর্যা করা হয়। বয়স্কদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্যস্তরে ও জেলাস্তরে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এরকম পদক্ষেপ প্রতিনিয়ত গ্রহণ করা হচ্ছে। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্যসচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

লঙ্কামুড়ায় সাংস্কৃতিক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। উত্তর পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং তথ্য ও সংস্ক'তি বিষয়ক দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে লঙ্কামুড়ার কপালি পাড়াতে গত ১ জানুয়ারি থেকে ১০ দিনব্যাপী এক সাংস্ক'তিক কর্মশালা শুরু হয়েছে। কর্মশালায় এলাকার ১২০ জন ছেলেমেয়ে অংশ নিয়েছে। এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থীদের নৃত্য, সংগীত ও নাটকের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। কর্মশালার শুরুতে সাংস্ক'তিক কর্মশালার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন পশ্চিম জেলা তথ্য ও সংস্ক'তি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক অমৃত দেববর্মা।

সোনামুড়ার ইউএনসি নগরে গাঁজা বিরোধী অভিযান পুলিশ ও বিএসএফের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৪ জানুয়ারি।। সোনামুড়া মহাকুমার ইউএনসি নগর নতুন কলোনিতে গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছে পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানরা।সুনিদৃষ্ট খবরের ভিত্তিতে সোনামুড়া থানার পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানরা ইউএনসি নগরের নতুন কলোনি এলাকায় বিরোধী অভিযানের সামিল হয়।অভিযান চালাতে গিয়ে তারা ২২হেক্টর জমির গাজার যার কেটে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। জানা যায় সীমান্তবর্তী এলাকা গুলোতে ব্যাপকহারে গাঁজা চাষ হচ্ছে।গাঁজা চাষ আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও একাংশের মানুষজন অতি মুনাফার লোভে বেআইনিভাবে রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকা এবং পাহাড়ী এলাকাগুলিতে গাঁজার চাষ করে চলেছে। এবছর লকডাউনের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অতি মুনাফালোভীরা ব্যাপকহারে গাঁজা চাষ করেছে। রাজ্যের মাটিতে উৎপাদিত এইসব গাজা প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নানা কৌশলে পাচার করা হচ্ছে। গত বেশ কয়েক বছর ধরেই ত্রিপুরার মাটিতে ব্যাপকহারে গাঁজার চাষ হচ্ছে।গাঁজা চাষ বন্ধ করার জন্য সরকার ও প্রশাসনের তরফ থেকে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও গাজা চাষি এবং অতি মুনাফালোভীরা নানা কৌশলে প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে গাঁজা চাষ অব্যাহত রেখেছে।পুলিশ বিএসএফ সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা ওষুধের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।বিগত দু মাসে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান চালিয়ে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে পুলিশ , টিএসআর ও বিএসএফ জওয়ানরা। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের মোহনপুর বিভাগীয় কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। রাজধানীর মেলারমাঠ ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন মোহনপুর বিভাগীয় কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজ্য পরিষদের সভাপতি ভানুলাল সাহা।মোহনপুর বিভাগীয় সম্মেলনে ক্ষেতমজুরদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আগামী দিনে ক্ষেতমজুরদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য বিস্তারিত আলোচনা ক্রমে আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সম্মেলন থেকে নতুন মোহনপুর বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়।সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের রাজ্য পরিষদের সভাপতি দুলাল সাহা বলেন ক্ষেতমজুর নানা সমস্যার সম্মুখীন।বিশেষ করে কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর

ছয়ের পাতায় দেখুন

সোমবার প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদারের ১২তম প্রয়াণ দিবস পালন করে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। ছবি-নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।